যুগান্তরের কথা

শ্রীনিরুপমা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

যুগান্তরের কথা

১

পথে

"জগত বাহিরে যমুনা পুলিনে কে যেন বাজায় বাঁশি,
স্বপন সমান পশিতেছে কানে ভেদিয়া নিশীথ রাশি।
উদাস জগত যেতে চায় সেথা, দেখিতে পেয়েছে পথ,
দিবস রজনী চলেছে রে তাই পুরাইতে মনোরথ।"

সুদূর বিস্তীর্ণ মাঠ দিগন্তে মিশিতেছে। তাহারই ক্রোড়ে বৃক্ষরাজিত সবুজ প্রাচীরের আভাস। মাঠের বুকে দূরে দূরে ক্বচিৎ দুই একটা অশ্বত্থ বা বট বৃক্ষ শ্রান্ত পথিককে ছায়া দিবার জন্যই যেন দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের বুক চিরিয়া ধূলিময় মেঠো পথ যাহা জলে কর্দ্দমময় এবং নিদাঘে ধূলিপূর্ণ হইয়া থাকে সেটিও সুদূরের সবুজ প্রাচীরের কোণে মিশিয়া গিয়াছে। সেই পথের উপর দিয়া একখানি গোযান মন্থর গতিতে চলিযাছে। গাড়ীখানির ছই বা টাপ্পোরখানি চট্ মোড়া, পশ্চাৎ দিকে একটা বড় ট্রাঙ্ক দড়ি দিয়া

গাড়ীর সঙ্গে সম্মুখে বৈশাখরৌদ্র-নিবারণে কথঞ্চিৎ চেষ্টিত মাথালি মাথায় গাড়ো নারিকেলের ছোবড়া-পূর্ণ কলিকাটি দুই হাতে ধরিয়া তাহার প্রচণ্ড ধূম গাঢ়ভাবে পান করিতে করিতে 'ধূম পান' নামের সার্থ স্পাদন করিয়া ও এক-একবার নিষ্ঠীবন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 'আরে -আরে ডাঁ ডাঁ—আরে বাঁ'—শব্দে যুগল বলীবর্দ্দকে চালিত করিতেছে। গাড়ীর পার্শ্বে পার্শ্বে একজন 'পাইক' গোছের লোক, বগলে এক প্রকাণ্ড লাঠি, রৌদ্রের ভয়ে সেও ছাতা মুড়ি দিযা গাড়োযানেব হাত কলিকা লইয়া মাঝে মাঝে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছিল এবং ধূমপূর্ণ মুখে বন্ধুর সাহায্যার্থে গরুর উদ্দেশে "আরে এ গরু খে-এ-তে পারে, গরু লড়্‌তে পারে না ক্যানে ?" ইতি মন্তব্যে চালকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। তখনো বেলা পড়ে নাই, মাঠে রৌদ্রের তেজ প্রখর। সহসা পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া তাহারা চকিত হইযা উঠিল। কাল-বৈশাখী তাহার জয়ধ্বজা তুলিযা বেগে অগ্রসর হইতেছে। গাড়ীর ভিতরে বিছানা পাতা, একটি অল্প বযসী মেয়ে একখানা বই মুখেব কাছে ধরিয়া ও পাশে কয়েকখানা বই খাতাপত্র পেন্সিল ইত্যাদি লইয়া ভিতরে শুইয়াছিল, তাহার পায়ের কাছে একটি দাসীব মত স্ত্রীলোক বসিয়া গরুর গাড়ীর চলনের দোলনের তালে তালে ঢুলিতেছিল। সহসা গাড়ীর গতিবৃদ্ধির হাঁচ্‌কা টানে এবং পুরুষ দুইজনের ভীতিব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে তাহারা সচকিত হইয়া চাহিতেই দেখিল সূর্য্যের আলো নিভিয়া গিয়াছে, কপিশ বর্ণ মেঘ ঝটিকার

আভাস তুলিয়া পশ্চিম হইতে গগনাঙ্গনে ছুটিয়া আসিতেছে। গ্রাম বহুদূরে, আশ্রয়ের কোন আশা নাই, তথাপি গাড়োয়ান প্রাণপণে বলদদের হাঁকাইয়া চলিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! হু হু শব্দে প্রচণ্ড বেগে ঝড় আসিয়া পড়িল। বাধাবন্ধহীন উন্মুক্ত প্রান্তরে সে বেগ যে কিরূপ ভীষণ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কাহারো বোঝা সম্ভব নয়। গরুর গাড়ীখানা সেই প্রবল ধাক্কায় উল্টাইয়া পড়িবার মত হইতেই বলদেরা ঘাড়ের 'জোয়াল' ফেলিয়া দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মুখের উপরে বায়ুর প্রহারে তাহাদের আর এক পা অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে নিকষ-কালো মেঘের একটা প্রকাণ্ড ছাতার তলায় সমস্ত মাঠটা দাঁড়াইয়া যেন ভীত বালকের মত কাঁপিতে লাগিল। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ প্রবল ঝাপ্টার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি, বাতাসের গোঁ গোঁ বোঁ বোঁ শব্দের ঘূর্ণায় গাড়ীখানা পাছে উড়িয়া উল্টাইয়া পড়িয়া যায় এই ভয়ে গাড়োয়ান এবং পাইক ব্যাচারা নিজেদের কষ্ট তুচ্ছ করিয়া গাড়ীর মুখের উপরে চাপিয়া বসিল। বৃষ্টি বা ঝড় হইতে সাধ্যমত আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছারও তখন আর তাহাদের উপায় রহিল না।

ঘণ্টা খানেক এইরূপে প্রকৃতি ও মানুষকে নাস্তানাবুদ্ করিয়া ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইল এবং কালবৈশাখী মেঘের অন্ধকারটাও বৃষ্টিধারায় যেন ধুইয়া গিয়া চারিদিক ফর্সা হইয়া আসিতে লাগিল। পথিকেরা তখন নিজেদের গাত্রবস্ত্র যথাসাধ্য নিংড়াইয়া শুখাইবার উদ্দেশ্যে দুই একখানা 'ছই'য়ের গায়ে মেলিয়া দিয়া দুই একখানা নিজেদের পশ্চাতেও পালের মত করিয়া উড়াইয়া লইয়া স্থল-গামী

নৌকার মত আবার অগ্রসর হইল। মুখে তখন 'দেবতা'র উদ্দেশ্যে অজস্র গালাগালি; এতক্ষণ বেচারীদের এইটুকুরও সাবকাশ ছিল না।

বৃষ্টি থামিয়া গেল, ক্ষণস্থায়ী মেঘ ঝড়ের আগে আগে উড়িয়া যাওয়ায় চরাচর আবার অপরাহ্ণ সূর্য্যের আলোকে হাসিয়া উঠিল। প্রবল দুঃখের পর সুখের হাসির মত সে হাসি বড় শোভাময়। গাছে পাতার আগায় আগায় জল, পৃথিবীর বুকের ক্ষতে জলের ধারা কোথাও কল্ কল্ করিয়া ছুটিতেছে, ঘাসের বনে চোখের মতই তাহারা চক্ চক্ ছল্ ছল্ করিতেছে, গাছ পাতার ধূলি-মলিনতা ধুইয়া গিয়া নব পল্লবেব শ্যাম শোভা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। গাড়ীর ভিতরের মেয়ে দু'টির সে সময়ে সেই সিক্ত শয্যায বোধ হয় আর গোযানের মধ্যে থাকিতে সাধ্য হইল না; সেই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে তাহারা নামিয়া পড়িল। গাড়ী পিছনে দূরে আসিতে লাগিল, আর তাহারা ঘাসের জলে পা দিয়া ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে সেই উজ্জ্বল হরিৎবসনা প্রকৃতির পানে চাহিয়া গল্প করিতে করিতে চলিল। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল—সন্ধ্যায় গ্রামের নিকটস্থ বাঁধা 'সরানে' গাড়ী উঠিলে তখন মেয়েরা গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল। সম্মুখের গ্রামে রাত্রের আহারাদি সম্পন্ন করিতে এবং গভীর রাত্রির খানিকটা লোকালয়ের নিকটে কাটাইবার জন্য তাহাদের গ্রামে এখন কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় লইতে হইবে। প্রহর খানেক রাত্রি হইতেই তাহারা :গ্রাম পাইল এবং বাজারের দিকে গাড়ী চালাইয়া দিল।

পথে

রাত্রি শেষ প্রহরে পৌঁছিলেও তখনো ফর্সা হয় নাই, সুপ্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে কুকুরের দল চলন্ত গরুর গাড়ীর চাকার শব্দে সন্দিগ্ধ হইয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। শৃগালের দল রাত্রি শেষ ঘোষণা করিয়া নীরব হইল। দূরে কোথায় একটা 'ফেউ' ডাকিতেছে কিন্তু গ্রামের গরু বাছুরের সেজন্য কোন চাঞ্চল্য নাই, নির্ভয়ে তাহারা পথেই শুইয়া আছে। গ্রামস্থ পুরুষেরাও কেহ কেহ স্বচ্ছন্দে বাহিরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, অবশ্য একক নহে, প্রায় স্থানেই অন্ততঃ দুই তিন জনে একস্থানে শুইয়া আছে; তাহাদের নিকটে এক একটি আলো এবং হাতের কাছে এক একটা লাঠি। সহরবাসী পথিকেরা একটু শঙ্কিত ভাবেই পথ অতিবাহন করিতেছিল। গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িতেই পূর্ব্বাকাশ ফর্সা হইয়া আসিল। শুকতারা সম্মুখে দপ্ দপ্ করিতেছে, 'ফেউ' ডাকার তবুও বিরাম নাই, কিন্তু তথন আর কাহারো বুক দুর্ দুর্ করিতেছে না। আলোক-রাজের আগমন সূচনাতেই ভীতির জড়তা যেন দূরে সরিয়া যাইতেছে। স্নিগ্ধ প্রভাতবায়ু অবাধ গতিতে মাঠের মধ্যে ভাসিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে তরুলতা বন ঝোপ-ঝাড় সব একসঙ্গে দুলিয়া উঠিল। পাখীর কলকণ্ঠে প্রভাতী ঘোষণা দিক্ হইতে দিকপ্রান্তে বাজিতে লাগিল। মাঠের মধ্যে নিশাচর ছোট খাটো জীব কোথাও এক একটা খেঁক্‌শেয়ালি এইবার গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিবে কিনা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যেন ভাবিতেছে। পূর্ব্বাকাশ মৃদু গোলাপী হইতে ক্রমে ঘন লোহিতবর্ণ—সূর্য্যোদয় হইতে আর দেরী নাই, চরাচর সুন্দর সুপ্রকাশিত। গোযানের যাত্রিণীরা আবার মাঠের মধ্যে

নামিয়া দিক্‌প্রান্তে প্রকাণ্ড রাঙা থালার মত নবোদিত সূর্য্যের পানে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া পথ চলিতে লাগিল।

বেলা প্রহরাধিক হইলে আবার তাহারা একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একজন গৃহস্থ দোকানির দোকানের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইতেই গাড়ীর সম্মুখে বালক বালিকার ভিড় লাগিয়া গেল। তাহারা জানে যখন 'ছাপ্পোর' ঘেরা গাড়ী এবং সম্মুখে ঈষৎ পর্দ্দা তখন নিশ্চয়ই ভিতরে বৌ আছে, এখনি রঙিন্‌ বস্ত্র এবং মলের শব্দের সঙ্গে টুকটুকে একখানি মুখ 'ছই'য়ের ভিতর হইতে উঁকি দিবে। যাত্রিণী দুইটি নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নানাদি সারিয়া লইবার জন্য নামিলে বালিকারা একটু ক্ষুণ্ণই হইল, তথাপি সঙ্গ ছাড়িল না; তাহাদের স্নান এবং পাইকটির দোকানির একটা ঘর লেপা-পোঁছা ও রন্ধনাদির ব্যবস্থার জন্য পোঁটলা পুঁটলি টানাটানি, দোকান হইতে সওদা খরিদ প্রভৃতি সস্পৃহ নয়নে দেখিতে লাগিল। দোকানে যাহা পাওয়া গেল না তাহা তাহারা নিজেদের তল্পী হইতে বাহির করিল। মেয়েরা সেই নানা অসুবিধার মধ্যে কুটিয়া বাছিয়া রান্না চড়াইয়া দিতে দিতে দোকানির স্ত্রীকন্যাদিগের সহিত দিব্য গল্প জমাইয়া তুলিল। দর্শক বালক বালিকারাও ফল মিষ্ট প্রভৃতি কিছু কিছু উপহার পাইয়া তৃপ্ত হইল। খাইয়া ধুইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার যখন তাহারা রওনা হইল তখন বেলা তৃতীয় প্রহরের নিকট পৌঁছিয়াছে। গত বৈকালের ঝড়-জলের কথা তখন আর তাহাদের মনে নাই। তাহারা যে পথ চলার পথিক, তাহাদের যে চলিতেই হইবে। সূর্য্য যখন অস্তোন্মুখ, তখন এই পথিকেরা

পথে

একটা ছোট খাটো 'দহ' পার হইতেছিল। তাহার নাম 'পাগ্‌লা দহ'। খেয়া নৌকায় গরুর গাড়ী, মানুষ সবই একসঙ্গে পার হইতেছে। দহের জলের মাঝে ও দু'ধারের ঘন বনের মাথায় সূর্য্যের শেষ রশ্মির আভা তখন চিক্ চিক্ ঝিক্ ঝিক্ করিয়া হাসিতেছিল। দূরে 'পাগলা চণ্ডী'র ভগ্ন মন্দিরের ঈষৎ আভাস, প্রবাদ তাঁহার একশত আট বাঘ এই দহে রাত্রে জল পান করিতে আসে। ক্ষুদ্র দহটি দু'ধারের ঘন বন ও তাহার কাজল-কালো গভীর জলে দর্শকের মনে একটি গাম্ভীর্য্য সম্ভ্রমই আনিয়া দিতেছিল। দিনদেবও তাঁহার দিনের খেয়ায় পার হইয়া অস্তাচলের পথিক হইলেন—যাত্রীদের নৌকাও পরপারে ভিড়িল। গ্রামের পথ তখন গোধুলি সমাচ্ছন্ন, 'হাম্বা' হৈ হৈ শব্দ করিতে করিতে গোপালের সঙ্গে রাখালের দল ঘরের পানে চলিয়াছে। গ্রাম্য বধূরা কলসী কাঁখে জল লইয়া যাইতে যাইতে এই পথিক কয়টির পানে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে গেল।

দিনে রৌদ্রে পুড়িয়া রাত্রের অন্ধকারে গ্রামের বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া বৃষ্টি ও ঝড়ের ঝাপ্টা খাইয়া এই পথিকমন কিসের আকর্ষণে এমন করিয়া চলে আমরা জানি শুধু পথেরই মোহে। এই সব উন্মন পথিকধর্ম্মী মন সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরে বসিয়া থাকিতে তো পারে না, তাই তাহারা মাঝে মাঝে এমনি করিয়া পথে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ভয়ের আভাসে তাহাদের বুক দুরু দুরু কাঁপে, অন্ধকারের পানে চাহিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া যায়, তবু তাহারই আকর্ষণে ঘরেও থাকিতে পারে না। তাই জলে ভিজিতে,

যুগান্তরের কথা

রৌদ্রে পুড়িতে, অনাহারে অনিদ্রায় অনির্দ্দিষ্ট পথশ্রমেই তাহারা দিন কাটাইতে ভালবাসে। ঘরের সুখে স্নেহের বন্ধনে তাহাদের তৃপ্তি আসে না—দুঃখের স্বাদ সাধ করিয়া পাইতে চায়। পৃথিবীর এই সদা-চঞ্চল গতির সঙ্গে তাহাদেরও অন্তরের একটা গতিবেগ তাহাদের পীড়া দেয়, তাই পথের বাহির হইবার ঝোঁক্ তাহাদের দুর্দ্দম! এমনি যাযাবরধর্ম্মী প্রাণের বাহিরের সঙ্গে বোধহয় নাড়ীরই একটা যোগ থাকে। এ পথ চলা হইতে তাহারা জীবনে মুক্তি পায় না—পথের সঙ্গেই তাহাদের আত্মার চিরবন্ধন! একঘরে বেশীদিন বাস করাও তাহাদের পক্ষে তাই সম্ভব হয় না। পথে বাসের মতই তাহাদের সে বাস! সমস্ত জীবনযাত্রাটাই তাহাদের একটা পথ চলা! তার কিছুকাল বা ঘরে, কিছুকাল বা মাঠে পথে ঘাটে! কিছুদিন জনসমাজে, কিছুকাল বা নির্জ্জনে! এ বন্দনা তাহাদেরই প্রাণের উক্তি—

জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য-পথের পথিক
পথে চলার লহ নমস্কার!

২

গ্রামে

—"প্রভাত শিশিরে
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণি নদী তীরে।"

নদীর নামটি জলাঙ্গী কিন্তু তাহার অঙ্গে জল বারো মাস বেশী থাকিত না; বর্ষাতেই কেবল সে পূর্ণতোয়া হইয়া উঠিত। গ্রামখানিও ঠিক নদীর উপরে নয়, অন্ততঃ আধ মাইল দূরে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরতাপে যখন গ্রামের বহুদিনের অসংস্কৃত পুষ্করিণী কয়টি শষ্পমলিনা এবং গো মহিষ ও পল্লীবাসীদেরই ক্ষার কাচার অত্যাচারে পঙ্কিলদেহা হইয়া পড়িত তখনি সেই নদীর সঙ্গে গ্রামবাসীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইত।

সেদিন পূর্ব্ব আকাশে তখন কেবল মাত্র শুক্ক তারা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। তখনো আকাশের গায়ে রাঙা রঙের ছোপ ধরে নাই, একটা পাণ্ডুর আভা কেবল তাহার সর্ব্বাঙ্গে আভাস দিতেছে মাত্র। তখনো গ্রামের বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে ফিঙে তাহার জাগরণের সাড়ায় বনকে সচকিত করিয়া তোলে নাই। রায়েদের বহুস্থানে-ভগ্ন পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়ীটার কোন একটা ইটের ফাটলে একটি দোয়েল-দম্পতী বহুদিন হইতে বাস করিতেছে। তাহারাই কেবল উষার সেই পিঙ্গল আভাটুকুকে অভিবাদন করিয়া দুই একবার শিষ দিয়াই চুপ করিয়া গেল। সেই শিষে কিন্তু বাড়ীটার অন্ধকার-পুরীর মধ্যে একটি ঘর হইতে একটু সাড়া

জাগিয়া উঠিল। "মাসিমা, উঠুন; আর রাত নেই।" "দুর্গা দুর্গা, ব্রহ্মা মুরারী স্ত্রিপুরান্তকারী!" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠের শেষে "সুপ্রভাত সুপ্রভাত" শব্দ করিতে করিতে একজন বর্ষীয়সী সেই পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকার দালানের ঘন 'গুলমেক' বসানো সেকেলে ভারি দরজাটা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যে এখনো অন্ধকার। এ পাগলের মেয়ের দেখ্‌ছি নদীব স্নানের জন্যে সারাবাত ঘুমই নেই। এই অন্ধকারে কি বেরুতে আছে বাছা? শোও, আরও একটু শোও!" নিজে প্রাতরুত্থানের মন্ত্রগুলা পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—সেগুলিকে আর বাতিল করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না; বলিলেন, "আমি হাত মুখ ধুয়ে একটু জপে বসি।" "না মাসিমা, মন্দাদিদিকে ওবাড়ীর দিদিদের ডাকাডাকি কবতেই দেখবেন এ ঘোবটুকু কেটে যাবে। বেলা হ'লে বোদ পেতে হবে আসবার সময়, তার চেয়ে এমনি ঘোরে ঘোবে গিযে সকাল সকাল ফেরাই ভাল।" "এই অন্ধকাবে আমি তো দোরে দোরে ডাকাডাকি করতে পারব না বাছা—"

"না, না, আপনি কেন, আমি ডাকি মাসিমা!"

"তোমায় কি একা এমন সমযে বেরুতে দিতে পারি? নাও তবে গামছা কাপড়গুলো ঠিক ক'রে নাও! একটা ঘটিও নিও—একটু জল আন্‌ব!"

"সব ঠিক করাই আছে।" বলিতেবলিতে বৌ ছোট একটা কলসী ও কাপড় গামছা বাহির করিতেই মাসী শাশুড়ী একটু রাগের ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আবার কলসী নিচ্ছ বাপু? তোমার ধরণ দেখে

কে বলবে তুমি সহরের মেয়ে, তোমার বাবা একটা হোম্‌রা চোম্‌রা লোক ? চিরকাল যেন তুমি কলসী নিয়েই জল এনে থাক ! পুকুর থেকে না আন্‌লে নয় তাই নাহয় আন্‌লে, কিন্তু এই আসা যাওয়া এক ক্রোশ রাস্তা ভেঙে ভিজে কাপড় গামছা ব'য়ে, আবার তার ওপর একটা কলসী—"

"আমার বেশ লাগে মাসিমা ! সকলেই তো আনবে। ছোট্ট কলসী তো—"

"যা ইচ্ছা কর বাছা—হাতে ব্যথা হবে দেখো তখন—"

"মাসীমা, মাসিমা—ছোট বৌ—"

"ঐ রাধা ঠাকুরঝি ডাকছে, মাসিমা আপনি চণ্ডীমণ্ডপের দরজায় একটু বসুন ততক্ষণ, - আমি রাধা ঠাকুরঝির সঙ্গে এ বাড়ী ওবাড়ীর দিদিদের ডাকি।"

মাসিমা অপ্রসন্নভাবে ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "রাধার সঙ্গে একা তোমার বেবিয়ে কাজ নেই—আমিও যাচ্চি চল।" বলিয়া একটু উচ্চ সুরে হাঁকিলেন, "তুই ততক্ষণ আর সবাইকে ডাক রাধা— আমি এই বেরুচ্চি বৌমাকে নিযে।"

যখন এই স্নানার্থিনীর দলটি গ্রামের গাছপালার ঝোপ ঝাপ ছাড়িয়া খোলামাঠে বাহির হইয়া পড়িল, তখন পূর্ব্ব আকাশ লালে লাল হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে অজস্র পাখীর ডাক, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস কখনো ধীরে কখনো ব্যস্ত হইয়া মাঠের ছোট ছোট ঝোপে ঝাপে কোথায় কোন্ ফুল ফুটিয়াছে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছিল।

২

দেউলদ্বারে

"কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারী,
গোধূলি বেলায় বনের ছায়ায় চির উপবাসী ভুখারি,
ভাঙা মন্দির আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারী।"

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। বড় বড় বাঁশঝাড় ও আম জাম তেঁতুল কাঁটালের বনে ঘেরা গ্রামখানি চারি পার্শ্বের প্রকাণ্ড মাঠগুলির মাঝে যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ভয়েই শ্যাম বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে।

গ্রামের রাখালেরা গরুগুলাকে শস্যহীন "মেলামাঠে" যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া নিজেরা মাঠের পার্শ্বস্থিত ক্রম-প্রসারিত-বংশ 'কালি গাছে'র বিশাল ছায়ায় দল বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে কেহ বা তলতা বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিতেছিল, কাহারাও বা ক্রীড়া কলহে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদের বৃক্ষারোহণ স্পৃহা যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকিলেও এবং সেই বহুপ্রাচীন অদ্ভুত বৃক্ষটির বহু শাখা ভূমি-স্পর্শে বহুতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়া সে স্থানটিকে বৃক্ষের চক্রব্যূহ বেষ্টন করিলেও কেহ সে গাছের উপবৃক্ষের উপ-শাখাকেও পাদস্পৃষ্ট করিতে সাহস পায় না। সে অঞ্চলে ঐ জাতীয় বৃক্ষও আর একটিও ছিল না। পত্র তাহার প্রায় জামের মতই,

ঈষৎ সরু বলা চলে ; ফল বটের মত। এ জাতীয় বট সে দেশে আর কেহ দেখে নাই, তাই তাহার উপর বহুদিন হইতে এইরূপ একটা সম্ভ্রম বা ভয়ের সৃষ্টি হইয়া আছে। গাছটির প্রাচীনত্ব এবং স্থান-সংস্থান সত্যই সম্ভ্রমোদ্দীপক। মূল বৃক্ষটির বিপুল দেহ বোধ হয় পাঁচ সাত জন দীর্ঘবাহু লোকেও আঁকড়িয়া ধরিতে পারিবে না। তাহাতে অসংখ্য কোটর, তাহার মধ্যে দুই তিন জন লোক স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিতে পারে, চতুষ্পার্শ্বে স্থূল জটাগুলি বিশাল অজগরের মতই ঝুলিতেছে, কোনটার মাথা চ্যাপ্টা হইয়া বাঁকিয়া ঠিক যেন সাপের মতই ফণা ধরিয়া আছে। আদি বৃক্ষের বিপুল শাখাগুলি নিজ বৃদ্ধির ভারে ভূমি স্পর্শ করিয়া চারিদিকে ঠিক স্বতন্ত্র বৃক্ষের মতই স্থান গ্রহণ করিয়াছে, আবার তাহা হইতেও উপশাখা সকল মাটিতে লুটাইয়া অপর একদল তরুণতর বৃক্ষ সৃষ্টির উপক্রম করিয়া স্থানটিকে একটি ক্রমবিন্যস্ত বৃক্ষচক্রে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। পত্রবহুল সেই ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষচক্রের মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণও যেন কষ্টে প্রবেশ করে। গ্রামের ঠাকুরদাদারা ইহাকে 'সত্যকালের বৃক্ষ' বলিয়া নাতি নাতনীদিগের মনে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া থাকেন। সাধারণ লোকে ইহাকে 'চালানো গাছ' বলিয়াই জানে। পুরাকালে কোন ডাকিনীতে ইহাকে চালাইয়া আনিয়া এইখানে রাত্রি প্রভাত হওয়ায় ফেলিয়া দিয়াছে, সেইজন্যই এ গাছে ৺মা কালীর অধিষ্ঠান! গ্রামবাসী ইতর ভদ্র সকলেই ইহার নিকট দিয়া যাইতে হইলেই বৃক্ষগুলির দিকে চাহিয়া শির নত করে।

মূল গাছের তলাটি বাঁধানো (অধুনা ভগ্ন)। সেখানে বৎসরান্তে

যুগান্তরের কথা

ফাল্গুনী শুক্লপক্ষের কোন শনি-মঙ্গলবারে গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণে সমবেত হইয়া ৺কালীপূজা করিয়া থাকে এবং সকলে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বনপালনি করে। মুচিরা আসিয়া প্রথমে সমস্ত বন পরিষ্কার করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া দিয়া যায়, বাঁশের ছ্যাঁচা ও চাটাইয়ে রন্ধনশালা নির্ম্মিত হয়, ব্রাহ্মণের বিধবা সধবা পবিত্রা নারীরা ভোগ রাঁধেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ছোট বড় সকলের সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যে একত্র হইয়া এখানে সেদিন মহা উৎসব করিয়া থাকে। সেই গাছতলায় তখনো পূজার চিহ্ন সকল বৈশাখের ঝরা পাতার স্তূপে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে নাই, চ্যাটাইয়ের ঘরের ভগ্নাংশ তখনো কিছু কিছু বর্ত্তমান রহিয়াছে, জোল কাটিয়া রন্ধন হইয়াছিল সে গর্ত্তগুলা পাতায় ভরিয়া আছে। এই পাতা ঝরার সম্বন্ধেও গাছটির মহিমার কথা গ্রামে প্রসিদ্ধ। এ গাছে পুরানো পাতা থাকিতে কখনো নূতন পাতা বাহির হয় না। অল্পসল্প ভাবে পাতা ঝরিতে ঝরিতে সহসা চৈত্রশেষে বা প্রথম বৈশাখের কোন একদিনে গ্রামবাসী লক্ষ্য করে যে কোন্ দিন সব পাতা ঝরিয়া গিয়া ঈষদোদ্ভিন্ন কিশলয়ে সারা বৃক্ষ-চক্রব্যূহ শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষতলে যজ্ঞ-ভস্ম অর্দ্ধ-দগ্ধ সমিধ শুষ্ক ফুল ও সিন্দূর-চিহ্ন তখনো বর্ত্তমান। হঠাৎ এক সময়ে বালকেরা চকিত হইয়া দেখিল সেই বৃক্ষ-বেদীতে কে যেন প্রণত হইতেছে। চাহিয়াই চিনিল তাহাদের বাপ খুড়ার দিদি ঠাকরুণ এবং তাহাদের পিসি ঠাকরুণ, রায়বাড়ীর একটি অনতিপ্রৌঢ়া রমণী গলবস্ত্রে বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মুহূর্ত্তে তাহাদের কলহ চীৎকার ও বংশী-আলাপ

থামিয়া গিয়া, চুপ্ চুপ্ এই রকম একটা সঙ্কেত দলের মধ্যে নিঃশব্দে সঞ্চালিত হইল। কেহ বা অস্ফুটে কাহাকেও প্রায় ইঙ্গিতেই প্রশ্ন করিল, "ঠাক্‌রুণ এত বেলা এইখানে ব'সে জপ কচ্ছিল নাকি?" জিজ্ঞাসিত বালক সেইরূপ ইঙ্গিতেই উত্তর দিল, "কি জানি।"

"নোটো!" স্নিগ্ধ আহ্বানে সচকিত হইয়া একটি বালক সেই সৌমদর্শনা রমণীর নিকটে অগ্রসর হইলে তিনি বলিলেন, "চাট্টি বেলপাতা পেড়ে দিবি বাবা?"

"বেলপাতা, পিসি ঠাকরুণ? তা বেলপাতা এখানে—"

"হ্যাঁরে এইখানেই। এই ঠাকুর তলার বাইরেরই গাছটার নূতন পাতাগুলো দিব্যি বড় বড় হ'য়েছে!"

"আপনি এগিয়ে চল।" বলিয়া নোটো একবার তাহার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "পিসি ঠাকরুণ, আপনাদের 'আখাল্' ঐ 'রমূল্য' তোমাদের সেই 'পলুটি' গাইডে, যানার এই পইলে বাছুর হয়েছেন, তানাকে মাঠে ছেড়ে দিযে এসে এইখেনে খেলা করছে, তানাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্চিনে।"

'রমূল্য' নোটোর সঙ্গে এতক্ষণ যে কলহ করিতেছিল, নোটোকে এই ভাবে তাহার শোধ লইতে দেখিয়া সতেজে অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌নে বল্লেই হল? তোরাই তোদের গাই সব আগ্‌লিয়ে মাঠে ব'সে আছিস্ নাকি? না পিস্ ঠাকরুণ!"

"না পিস্ ঠাক্‌রুণ!"—নোটো অমূল্যকে মুখ ভাঙাইয়া বলিল, "বটে! মিছ্ কথার! আয়েদের সে 'পেয়ালা' রংয়ের গাইডে দেখা যাচ্চিল? মুখুয্যেদের, বোরিগিদের, কি বলে গিয়ে কায়েতদের

তাবাদে আমাদের 'ফড়ে' বাড়ীর—'হাপা' বাড়ীর—'লেঠেল' বাড়ীর সাদা শামলা লালি সব গাইই তো দূরে থেকেও বোঝা যাচ্ছে, তানারা মাঠে দিব্যি চরছেন, সেই পেযালাডাকেই বা দেখা যাচ্চে না কেন? যদি ঘোষেদের জমির দিকে গিয়ে থাকেন, তারা জমি চসছে এখনি ধরে 'পাণ্ডবে' নিয়ে যাবেন। ক্ষেতে কিছু থাকুক না থাকুক নোক্‌সান হোক্ না হোক্ ঘোষেরা এমনি নোক্।—নয় কি পিসি ঠাক্রুণ?"

পিসি ঠাকুরাণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অমূল্যের দিকে চাহিতেই অমূল্য ঈষৎ ব্যাকুল ভাবে বলিল, "তিনি হয়ত বাড়ী চ'লে গিয়েছে পিসি ঠাক্রুণ; 'পাণ্ডবে' তিনি কখনই যায়নি! আপুনি দেখগা বাড়ী গিয়ে সে হয়ত ফ্যান জলের 'পাত্‌না'র মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আছে, কি তেনার 'নালকি' বাছুরের খোঁয়াড়ের কাছে চরছেন।"

"আমি তো এখন বাড়ী যাব না অমূল্য,—'শিবের কোঠা'য় যাব! চল্ তো নোটো বেল্‌পাতা পাড়্‌বি।" বলিয়া রমণী অগ্রসর হইলে নোটো ঈষৎ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রশ্ন করিতে করিতে চলিল, "এতবেলায় আপনি শিবের কোঠায় যাবা পিসি ঠাকুরুণ? তারপরে খাবা দাবা কখন? এতবেলা তো কালিতলায় ব'সে জপ কচ্চিলে নয়? তারপরে 'আদাবল্লবে'র মন্দিরে যাবা না? ও, 'আদাবল্লবে'র কোঠা বুঝি এখন বন্ধ? সেই সাঁজ বেলায় আরতির সময় খোলে। আজ আমি কাকার সঙ্গে কেত্তন করতে যাব, জান পিসি ঠাক্রুণ? নেপ্‌লা রোজ যায়, ও

বেশ কেত্তন গাইতে শিখেছে।" 'ওহে' বলিয়া কীর্ত্তনের সুর টানিতে গিয়াই নোটো সচকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়াই সে নিজমনে বকিয়া যাইতেছিল, এইবার নিজের সুর নিজের কানে যাইবামাত্র পিসি ঠাকুরুণের উপস্থিতির কথা মনে পড়িয়া লজ্জিত ভাবে একবার চুপ করিল ; কিন্তু বেলগাছে না ওঠা পর্য্যন্ত তাহার রসনা সম্পূর্ণ নিরস্ত হইল না! "হাঁ পিসি ঠাকুরুণ, আপনি সকল দিনই পূজো কর তো থাওয়া দাওয়া কখন হন? এরপরে আবার 'নত্‌নো'দের পেসাদ দিতেও তো যাবা! আপনি গাঁয়ে না থাক্‌লে তো তারা ম'রেই যেত। তারা কোন্ গাঁ থেকে এসেছে পিসি ঠাকুরুণ?

"বেশী দূরের নয় রে—ঐ যে লক্ষ্মী জোলার কাছে যেথানে গৌর নিতাইয়েব ভাঙা মন্দির আছে—সেইখানে ওদের ঘর ছিল। পাড়ার সব ম'রে হেজে যেতে ওরা উঠে এই গাঁযে এসেছে। কিন্তু তুই এবার গাছে ওঠ বাছা!"

"উঠি" বলিযা শ্যামপল্লবমণ্ডিত বৃক্ষটির অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া সেই হাত মাথায ঠেকাইয়া নোটো গাছে উঠিতে উঠিতেও প্রশ্ন চালাইযা চলিল, "আচ্ছা পিসি ঠাক্‌রুণ, ঐ লক্ষ্মী জোলা দিয়ে কি সত্যি সত্যি লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ হরি হোড়ের বাড়ী থেকে কোঁদলের জ্বালায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়েছিলেন, তাঁনারই চোথের জলে ঐ লক্ষ্মী জোলার জোল? খ'ড়ের ওপারের হাত্‌ছালা গাঁয়েই কি সেই হোড় মশাযের হাতিশালা ছিল? ঐ দিকের ঐ 'সার বাড়ি' কি তানারই গরু মোষ হাতি ঘোড়ার নাদ ফেলা সারের বাড়ী? না

পিসি ঠাক্‌রুণ, আমাদের বীরপুরের জোব্বান মিয়া বলেছে যে, কোন মোছলমান সাহা ওগাঁয়ের পত্তন করেছিল, ওর নাম সাহার বাটি! জোব্বান মিয়া বেশ লেখাপড়া জানে—হিদয়পুরের পাঠশালায় ও নাকি লেখাপড়া শিখেছিল—আর কোন্ মৌলুবি না কে ওকে আরবি ফার্‌সিও একটু একটু শিখিয়েছিল।"

রাশিকৃত বিল্বপত্র বৃক্ষ-নিম্নে স্তূপীকৃত হইতেছিল। ঠাকুরাণী তাহা চয়ণ করিতে করিতে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোরাও কে কে না পাঠশালায় পড়তে গিয়েছিলি? তা ছাড়্‌লি কেন? তোদের 'মশায়' কি আর পড়ায় না?"

"বাবা শেখ্‌তে দিলে কই পিস্ ঠাক্‌রুণ?—বল্লে আমাদের ছেলের আবার নেখা পড়া! গরু চরাবে নাঙ্‌ল ঠেল্‌বে, তাদের আবার বাবুগিরি? বই কাগজ পেন্সিল এসব কিনিই দিতে পারলো না তা নিখ্‌ব কি—নৈলে মশাই খুব ভাল ছিল—তিনি তো আমাদের চাষার ছেলেদের মাইনে নিতেন্ না! বই ছিল না তবু মুখেই তিনি কত কি শেখাতেন। তানার কাছেই ঐ লক্ষ্মীজোল হরি হোড়—এই সব গল্প শুনেছি। তিনি কত গাঁয়ের কত গল্পই যে জান্‌তেন্!"

বৃক্ষ হইতে ঝুপ্ করিয়া নামিয়া একটি পক্ক বিল্বফল ঠাকুরাণীর সম্মুখে ধরিয়া রাখাল বালক বলিল, "এই পাকা বেল্‌ডা শিবের মাথায় দিও পিস্ ঠাক্‌রুণ! খাসা পেকেছে।"

স্নিগ্ধহাস্যের সহিত ফলটি গ্রহণ করিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন, "শিবকে বল্‌ব যে নোটোর বাবার যেন জমিতে খুব ধান হয়—নোটোকে যেন আবার পাঠশালায় দিতে পারে, না রে?"

নোটো সলজ্জ আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিল।

"রাধাবল্লভের কীর্ত্তনে আজ যাবি বল্লি,—হরিল্লুট পর্য্যন্ত থাকিস্, বুঝ্লি!"

দ্বিগুণ আনন্দে নোটো মাথা হেলাইয়া বলিল, "ঐ যে হরিশ 'পিরেন' গাঁয়ে যাচ্চে। বাবা, এই রোদে সাতখানা মাঠ ভেঙে সেই 'হিদয়পুর পোষ্টো আপিস্ থেকে আস্ছে। নেকা পড়া শিখে কি-ই বা হয় পিস্ ঠাক্রুণ! ওতো আমাদেরই জাতের নোক! বাবার সঙ্গে গল্প করে নিজের দুঃখের কথা। এগাঁয়ে সাতদিনে দু'দিন আস্তে হয় বটে, কিন্তু এম্নি চারিদিকের সব গাঁয়েরই বার্ আছে। ওকে রোজই এমনি রোদে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমরা তবু রোদের সময় ছ্যামায় বসি। কিরে রমূল্য, গাই পেলি?"

"পাব না'ত কি? যা বলেছি তাই পিস্ ঠাক্রুণ! বাড়ি গিযে না দেখি—"

অমূল্যের কথায় আর মনোযোগ না করিয়া ঠাকুরাণী গ্রামেব 'বিটের' পিযন যেন তাঁহাকে কি বলিবার জন্যই সেই কালিতলার পার্শ্বগামী সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথের মাঝে দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া সেই দিকে চাহিলেন। পিয়ন তাঁহার উদ্দেশ্যে হস্তের কাগজপত্র সহ উভয় হস্ত মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "পিসি ঠাকুরাণী, দেখুন তো এই চিঠিখানা কার? এই নামে একখানা কাগজ আর বুকপোষ্টও আছে। এ নাম—"

ঠাকুরাণী দেখিয়া বলিলেন, "ও আমাদের বড় বাড়ীর বৌয়ের। অল্প দিন এসেছে। কাগজ বইও তারই ভাইরা পাঠিয়েছে। খাম

পোষ্ট কার্ড এনেছ'ত হরিশ ? গাঁয়ের লোকেরা তোমার ভরসাতেই থাকে এটা মনে রেখো !"

"এনেছি বই কি মা ! অনেকেই আগের 'বিটে' ব'লে দিয়েছিল।" বলিয়া আবার মাথা নোয়াইয়া হরিশ গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। ঠাকুরাণী ঈষৎ অন্তমনা ভাবে হস্তে বিল্বপত্রের স্তবক লইয়া তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যে আশার বহু দিন সমাধি হইয়া গিয়াছে তাহারই স্মৃতিমাত্র কখনো কখনো মনে পড়িয়া মানুষকে এমনি যেন বিমনা করিয়া দেয়।

কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাবে কাটাইয়া তিনি যেন জাগিয়া উঠিয়া মৃদু একটু নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে গ্রামের পথ ধরিলেন। দক্ষিণ দিকে রায়েদের প্রকাণ্ড অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা, বামদিকের পথ ধরিযা তিনি আবার খানিকটা জঙ্গলের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল কেবল আস্‌সেওড়া, ঘেঁটু, কালকাসিন্দা প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুল্মের বৃহৎ পরিণতির ফল, যাহাতে তাঁহাকে প্রায় অদৃশ্যই হইয়া পড়িতে হইল। সেই বনের মধ্যে অনতিউচ্চ শিব মন্দিরের সমস্তটাই প্রায় আবৃত, কেবল মাথার দিকের খানিকটা আর লৌহ ত্রিশূলটি মাত্র দেখা যাইতেছে।

পূজান্তে তিনি যখন আবার সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহাকে যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যারতা অপর্ণার মতই দেখাইতেছিল।

বেলা তখন অপরাহ্নের দিকে গড়াইয়াছে। মুখে ঈষৎ ক্লান্তির চিহ্নে পূজায় প্রসন্নতার অভাবই পরিলক্ষিত হইতেছিল। গ্রামের যদি কেহ সম্মুখে থাকিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় শিব ঠাকুরের নিত্য পূজারীকে সতর্ক করিয়া দিত যে, "কৃষ্ণপ্রিয়া দিদি ঠাকৃরুণ আজ

তোমার উপর রাগ করেছেন, নিশ্চয় তুমি ঠাকুরের সেবার কিছু অন্যায় করে এসেছ।”

ক্লান্ত শ্লথ গতিতে গৃহাভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও কিসের একটা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। গন্ধ অতি মৃদু অথচ মনোহর, যেন জন্মান্তরের সুখস্মৃতির মত। বুঝিলেন রাধাবল্লভের অঙ্গনের বকুল এইবার ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার অজ্ঞাতেই যেন তাঁহার চরণ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এমনি ভাবেই তিনি চলিলেন।

মন্দির নয়, উচ্চ-চূড় গৃহ বলাই ঠিক। দেখিলে মনে হয় একদিন অতি যত্নের সহিতই ইহার নির্ম্মাণ ও পর্য্যবেক্ষণ সবই হইত। কিন্তু আজ সর্ব্বত্রই দুর্দ্দশা! চারিদিকের বালি চুণ খসিয়া ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উঠানের চারিপাশেও বেশ জঙ্গল, কেবল বকুল গাছটির তলটি খানিকটা পরিষ্কার। গ্রামের কোন ভক্তিমান বা ভক্তিমতী আসিয়া মাঝে মাঝে বুঝি ঝাঁট দিয়া বা কচিৎ লেপিয়া দিয়া যায়। বৈশাখ মাসের শেষ সারা মাস অঙ্গনে সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন হয়, তাই অন্য সময়াপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিগ্রহ তখনো নিদ্রামগ্ন,—দ্বার রুদ্ধ। প্রদীপ জ্বালিবাব সময়ই হয়ত গ্রামান্তর হইতে পূজারী আসিবে। ঈষৎ ভ্রূকুটি-আচ্ছন্ন মুখে দুই চারিটা বকুল ফুল সংগ্রহ করিবার জন্য ঠাকুরাণী বকুল বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, একব্যক্তি দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া বৃক্ষের গাত্রে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আপন মনে ঈষৎ সুর সংযোগে কি যেন গাহিতেছে। কৃষ্ণপ্রিয়া কান পাতিয়া শুনিলেন অতি মধুর সুরে সে গাহিতেছে—

মুখর মঞ্জীর নখ-শিশির কিরণাবলী
বিমল মালাঞ্জি রণুপদ মুদিত কান্তিভিঃ
শ্রবণ নেত্র স্বশন পথ সুখদ নাথ হে,
মদন গোপাল নিজ সদন মন্নু রক্ষ মাং।

* * *

ধৃত নরাকার ভবমুখ বিবুধ সেবিত
দ্যুতি সুধাসার পুরু করুণ কমপি ক্ষিতৌ
প্রকটয়ন প্রেমভর মধিকৃত সনাতনং
মদন গোপাল নিজ সদন মনুরক্ষমাং।

কৃষ্ণপ্রিয়া তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন লোকটি একজন বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বেশোচিত তুলসীমালা, শিখা, কন্থা, কৌপীন সমস্তই তাহার অঙ্গে রহিয়াছে তথাপি সমুজ্জ্বল গৌর বর্ণে, উন্নত সুদীর্ঘ দেহে, সাধারণ বৈষ্ণব হইতে তাহাকে সম্পূর্ণই পৃথক দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া একটু বিস্মিতার মত দাঁড়াইলেন,—কেন না এ গ্রামে এরূপ ব্যক্তির আগমন যেন সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত।

বৈষ্ণবটি স্তব সমাপনান্তে মন্দিরের দিকে একবার চাহিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, তাবপরে ঠাকুরাণীর দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাঁহার দিকেও মস্তক নত করিয়া বলিলেন, "এইতো এ গ্রামের রাধাবল্লভের মন্দির?"

"হ্যাঁ" বলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াও সেই বৈষ্ণবের উদ্দেশে মস্তক ঈষৎ মাত্র অবনত করিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি কি এ গ্রামে নূতন এসেছেন? কোথায় অতিথি হ'য়েছেন?"

বৈষ্ণব শেষ প্রশ্নটির মাত্র উত্তর দিয়া বলিলেন, "অতিথি হবার দরকার হয়নি, লক্ষ্মী জোলার গৌর নিতাই মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছি। ঠাকুরের দুয়ার কখন্ খুলবে বলতে পারেন কি?"

"কি জানি—যখন পূজারী আস্‌বে! রাতও হ'তে পারে।"

বৈষ্ণবটি যেন ব্যথিত ভাবে ঈষৎ স্বগতঃই বলিলেন, "সবই বিপর্য্যয়!"

কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী জোলার ওদিকে তো কোন লোকালয় নেই। আপনিই কি বৃন্দাবন থেকে সেইখানে এসে কিছুদিন আছেন? কিছু মনে করবেন না, ঐ দিকের একঘর এই গ্রামে মাস খানেক উঠে এসেছে,—তারাই একদিন বলেছিল যে, বৃন্দাবন থেকে একজন খুব মহাত্মা বৈষ্ণব এসেছেন—তিনি দিন রাত সেই বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন; কোথায় যে ভিক্ষা করেন, কি খান্ কেউ বল্‌তে পারে না।"

বৈষ্ণবটি তাঁহার কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত কুণ্ঠিত-ভাবে উভয় হস্তে প্রণামের ভাবে মস্তক স্পর্শ করিতেছিলেন। এইবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "জনশ্রুতি এই রকমেই বেড়ে চলে। তবে আমি শ্রীবৃন্দাবন ধাম থেকেই এসেছি বটে।"

"ক্ষমা করবেন! আপনাদের বৃন্দাবন ধাম থেকে এই বনের মধ্যে এই সব জনহীন, শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন, উন্নতিহীন, এক কথায় সকল বিষয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রামে, তাদের ততোধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিগ্রহের দুয়ারে আপনার মত লোকের আসা আশ্চর্য্যের চেয়েও আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয়।"

"হ্যাঁরে কৃষ্ণপ্রিয়া! বলি আজকে কি তোর পুজো ফুরুবেই না?—শিবের কোঠার দিকে গিয়ে দেখি সেখানেও নেই! আজ কি—" একটি অশীতিপর বৃদ্ধাকে যষ্টি হস্তে সেই দিকে বকিতে বকিতে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া ঈষৎ ত্রস্তভাবে ফিরিলেন। বৈষ্ণবটিও ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উভয় হস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এই অঞ্চলে আমার 'গুরুপাট'। সেই জন্যই আমি এখানে এসেছি।"

৪

গৃহে

"কথা কও, কথা কও! অনাদি অতীত! অনন্ত রাতে কেন ব'সে চেয়ে রও?
যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে!
যাহাদের কথা ভুলেচে সবাই, তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী—স্তম্ভিত হ'য়ে রও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত, কথা কও কথা কও!"

গ্রামের মধ্যে প্রবেশের প্রথমেই চোখে পড়ে বড় পুরাতন প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ীটা তাহার সেকালের ছোট ছোট ইটে গাঁথা বিস্তৃত দেহের অস্থি-পঞ্জরের কিয়দংশ কতকগুলা গাছের আড়ালে লুকাইয়া খানিকটা বা দ্বিপ্রহবেব রৌদ্রে পুড়াইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বাহিরের দিকের কথঞ্চিৎ অভগ্ন ইমারত বা সু-উচ্চ চণ্ডীমণ্ডপের থামের মাথায় তাহার চওড়া এবং স্থানে স্থানে ভগ্ন কার্নিশের উপরে বনপায়রারা একেবারে তাহাদের উপনিবেশই স্থাপন করিয়াছে; এই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে তাহাদের কূজনের আর বিরাম নাই। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে একদিকে দুখানা ভাঙা পাল্কী ও কতকগুলা ভগ্নাবশিষ্ট দামী 'কাঠ কাঠ্‌রা' ধূলি-জঞ্জালের মধ্যে অর্দ্ধমগ্ন ভাবে বোধ হয় তাহাদের অতীত সৌভাগ্যেরই ধ্যান করিতেছিল। অঙ্গনের

সবটাই প্রায় কালকাসিন্দার বনে আচ্ছন্ন। সম্পূর্ণ ভগ্ন দেউড়ির দুইধারে ছাতহীন কতকগুলা ইষ্টক স্তূপেমাত্র পর্য্যবসিত গৃহের ভিতরে গাব্‌ভেরেণ্ডার গাছগুলা বোধ হয উঠানের বনগুলার সহিত পাল্লা দিবার জন্যই সদলে ক্রমশঃ মাথা উঁচু করিয়া তুলিতেছে। এখানে বোধ হয় এক কালে দ্বারবানদিগের গৃহ ছিল। চারিদিকে ভগ্ন প্রাচীরের চিহ্ন বর্ত্তমান, কোথাও বা তাহা একেবারে সমভূম, কোথাও বা খানিকটা অংশ অতিকষ্টে তখনো অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। বিস্তৃত অঙ্গনের একপার্শ্বে কয়েকটা 'রাম লক্ষ্মণ গোলা' বা ধানের মরাই; এককালে তাহাতে হযত শত শত মণ ধান্য বোঝাই হইত, এখন তাহাদের অধিকাংশই জীর্ণ গলিত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিযাছে; যে কয়টি দাঁড়াইযা আছে তাহাদের অবস্থাও শোচনীয। কোনটার চালে মোটেই খড় নাই, বাঁধন পচিয়া বাতা খসিযা পড়িতেছে, কোনটা বা হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, গৃহস্থ তাহাদের মধ্যে এখন বর্ষার জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিযা রাখিয়াছে। পার্শ্বেই একটা বিস্তৃত গোশালার চিহ্ন বর্ত্তমান, কিন্তু সেস্থানে আর গরু রাখা চলে না, অদূরে অধুনা-প্রস্তুত একটি চালায় দুই একটি গাই ও বাছুরের উপযুক্ত স্থানেই গৃহস্থের বর্ত্তমান গোধন-সম্পত্তির পরিমাণের প্রমাণ দিতেছে।

দূরে কোন মাঠের দিকের বন হইতে একটা চাতক পাখী কেবলই 'ফটি-ই-ইক্ জল' বলিয়া চেঁচাইয়া মরিতেছিল। তাহার তীব্র শিষে সেই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের বুকে যেন একটা শিহরণ আনিয়া

দিতেছে। গৃহস্থের রন্ধন-গৃহের পার্শ্বে শাখাপত্রবহুল ঝাঁকড়া আম গাছের ঝোপের মধ্যে বসিয়া ঘুঘু দম্পতি তাহাদের ঘুঘু ঘুৎকারে সেই ফটি-ই-ইক্ জল শব্দের বিরাম অবসরটুকুও একটা করুণ অলসতায় পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। রন্ধন গৃহের মধ্যে একটি অল্পবয়স্কা বিধবা বধূ তখনো গৃহকার্য্য সারিতেছিল। একটি মধ্যবয়স্কা রমণী "মাসিমা কই?" বলিয়া ক্ষুদ্র উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বধূটি মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কে রাধা ঠাকুর্ঝি! এস ভাই! মাসিমা বুঝি কারও বাড়ী বেড়াতে গিয়েছেন।"

"এই রোদে পাড়া বেড়াতে?"

"আর তুমি?" বলিয়া বৌটি মৃদু হাসিল। "আমার কথা?" বলিয়া রাধা ঠাকুর্ঝি-অভিহিতা নারী একটু বিষাদগম্ভীর হাস্যে উত্তরটার সেইখানেই সমাধান করিয়া বলিল, "তা হ'লে এখন যাই, একটু কাজ ছিল, অন্য সময়ে আস্‌ব।" "এই রোদে আবার ফিরে যাবে কেন, ব'স না ভাই!" রাধা যেন আপত্তিসূচকই কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু দাওযার একপাশে দুই একখানা চিঠির সঙ্গে একটা অছিন্ন পুস্তকের মোড়ক দেখিয়া সহসা ধপ্ করিয়া তাহাদের নিকটে বসিয়া পড়িল এবং বালিকার মত আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি বই এসেছে ভাই বৌদিদি? একটু প'ড়ে শোনাবে বল? তাহ'লে বসি।"

"বই নয়, মাসিক কাগজ।" "কাগজ! কাগজের এরকম চেহারা তো কখনো দেখিনি! আমরা যা দেখ্‌তাম খুব বড় বড়, ন'বাবু পড়তেন—" অর্দ্ধপথে সহসা থামিয়া রমণী যেন বাক্যহারা

হইয়া গেল, যেন কোথা হইতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে। এক পরে যথাসাধ্য সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়া ভগ্ন কণ্ঠে যেন কোন্ দূর দেশ হইতে এই বলিয়া কথাটার সমাপ্ত করিল—"এরকম কাগজ কখনো দেখিনি!"

বৌটি আপন মনেই কাজ সারিতেছিল; উত্তর দিল, "এখন এই রকমই হ'য়েছে! বড় বড় যা আছে সেগুলো সপ্তাহে সপ্তাহে আসে। এ অন্য জিনিষ!" "প'ড়ে শোনাবে বৌদিদি?" বধূ চারিদিক চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে শোবার ঘরে চল, সেখানে পড়্‌লে কেউ শুন্‌তে পাবে না। আচ্ছা তুমি তো লেখাপড়া জান শুনেছি, নিজেও তো পড়্‌তে পার।"

রাধা একটু স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "হয়ত মনে নেই বৌদি! ছোট বেলায় দাদামণিরা জুলুম ক'রে কেউ কেউ আমায় পড়াতেন। মা খুড়িমারা তাতে তাঁদের কত বক্‌তেন, তবু দাদাবা আর খোকারা আমার ওপর মাষ্টারির লোভ ছাড়তে পারতেন না। কোথায় সেসব দিন আর সে সব—!" বক্ত্রী এবং শ্রোত্রী উভয়ের মধ্যেই সেই দ্বিপ্রহরের মতই একটা স্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। একটু পরে আবার রাধা বলিল, "যাঁরা আছেন তাঁরাও যদি বাস করেন তা হ'লে কি এ গাঁয়ের আর এ বাড়ীর এমন দুর্দ্দশা থাকে? দশ বৎসর আগেও এর এমন দশা ছিল না। কর্ত্তারা গেলেও বড় দাদাঠাকুর এক রকমে কতক ঠাট বজায় রেখেছিলেন। তখনো বাড়ীতে কত 'কৃষাণ মুনিস' খাট্‌তো, ধানের জমি থেকে ধান, আকশাল থেকে জালা জালা গুড় আস্‌ত! ঐ সব পুকুরেরই বা

কত ছেরি ছিল, ওর থেকে কি মাছটাই না ধরা হ'ত! আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনকার সঙ্গে তুলনা না হ'লেও—"

"আজ বই পড়া থাক্, তোমার ছোটবেলার গল্পই বল না রাধা ঠাকুর্ঝি! খুব ছোট বেলাকার কথা, যার আগে আর কিছু মনে পড়ে না সেইখান থেকে বল!"

"আমার প্রথম কথা বৌ, তোমার বড় জেঠ্‌শাশুড়ী যদি বেঁচে থাকতেন তাঁর কাছে শুন্‌তে পেতে। আমার তো তা মনে নেই। শুনেছ তো আমার মা এদেশের লোক নন্, এখানে তিনি কখনো আসেনওনি। আমাকে আর আমার একটা বোন্‌কে দু'টাকার তিনি তোমার বড় জেঠ্‌শাশুড়ীর কাছে বেচে দুর্ভিক্ষের দিনে প্রাণ বাঁচিয়ে তাঁদের গাঁযে চ'লে গিয়েছিলেন। বোন্‌টা চার পাঁচ বছরের আর আমি মাত্র নাকি তখন এক বছরের। তাকেও আমার মনে পড়ে না, কেননা সে বেশি দিন বাঁচেনি। তোমার জেঠ্‌শাশুড়ীর মেযে ছিল না তাই যত্ন ক'রেই আমায় বাঁচিয়েছিলেন। কুচবেহার থেকে ঐরকমে তার আগে যে-সব মেয়ে কিনে এনে বড় করেছিলেন তারা ঝি চাকরাণীর মতই কতকগুলো এ সংসারে তখন থাক্‌তো; তারা নাকি ঐ জন্যে আমার কত হিংসে করত!"

বৌটি একটু বাধা দিযা বলিল, "তাদের মধ্যের যারা এখনো আছে, তারা তো ভাই, দেখ্‌তে কেউ তোমার মত নয়! তুমি—"

রাধা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি যাঁর পেটে হয়েছিলাম তিনি নাকি খুবই সুন্দরী ছিলেন—মার মুখেই একথা শুনেছি। তোমার জেঠ্‌শাশুড়ীই যে আমার মা ছিলেন তা বোধ

হয় শুনেছ। আমার দেশের মেয়েগুলো যে হিংসে করত তার এও একটা কারণ। কিন্তু আমার বাবা আমার মার বিয়ে-করা স্বামীই ছিলেন। আমার সে মা কোথা থেকে অত-সুন্দরী হয়েছিলেন তা বলা যায় না। কিন্তু আমরা আমাদের বাপেরই সন্তান। পুষ্‌তে না পেরেই তারা বিক্রি করেছিল, একথা কর্ত্তারা কতবারই বলেছেন। এক টাকায় একটা জীবন বিক্রি। এ কি এখন কেউ বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বে? ন'দাদাবাবুর কাছে শুনেছিলাম কোন সভ্যদেশেও নাকি এই রকম মানুষ বিক্রি ছিল। তাদের যে কি ভীষণ দুঃখের কথা, ওঃ, শুন্‌তে শুন্‌তে আমি—"

বৌটি আবার বাধা দিয়া বলিল, "টম কাকার কুটীর তুমি শুন্‌তে বুঝি? ন'দাদা বাবু কে? তিনিই শুনিয়েছিলেন তোমায়?"

রাধা একটু স্তব্ধভাবে থাকিয়া শেষে বলিল, "ও বাড়ীব বাবু। এখন তো তাঁরা কেউ নেই। তাঁর দিদি ঠাক্‌রুণের কাছেই তো আমি থাকি।

"কেন ভাই ঠাকুর্ঝি! তুমি আমাদের শাশুড়ীর পালনকরা মেয়ে, এই বাড়ীরই তো তুমি; তুমি ও বাড়ী থাক কেন? ও বাড়ীর ঠাকুরঝি ঠাক্‌রুণ আর তাঁর পিসি তাঁদেরও আর কেউ নেই বটে, কিন্তু তাঁদের সেবা কি আমাদের কাছে থেকেও করা চল্‌তো না? তুমি ও বাড়ীর হ'লে কেন ভাই?"

"আমার ভাগ্য বৌদিদি! যা বলছিলাম শোন, কিন্তু তাই ব'লে কিনে এনে এঁরা তেমন কষ্ট কাউকেই দিতেন না। যাঁদের এখানে এনেছিলেন তাঁদের সব বৈষ্ণব ক'রে কণ্ঠি মালা দিয়ে

তাঁদের একটা জাত একটা দল ক'রেই দিয়েছিলেন। যে মেয়েগুলো এনেছিলেন তাদের সব ঐরকম বৈষ্ণবদের এনে বিয়ে দিয়ে দিতেন। তাদের কিছু কিছু জমি দিয়ে ঘর দুয়োর ক'রে গরু বাছুর দিয়ে দিব্যি এক একটা সংসারই ক'রে দিতেন। ঐ যে হরিদাসী, জান তো ও-ও কেনা মেয়ে ছিল তোমাদের। বেচারা ক'বছর হ'ল মরেছে ছেলে মেয়ে রেখে। মুটুরা এ গাঁ থেকে চ'লে গিয়েছে, বৃন্দে দিদি বুড়ো হ'য়ে এখনো বেঁচে আছে। ওকে আমরা জ্ঞান হ'তে ছেলে পিলের মা-ই দেখে আসছি। ওরা সবই কর্ত্তাদের কেনা মানুষ। এখন এক এক গৃহস্থ হয়েছে।"

বৌটি বলিল, "সে বইয়েও এরকম দয়ালু মনিবের কথাও দু একটা আছে বটে। কিন্তু যাই থাক্, কি কাণ্ডই ছিল তখন।"

রাধা সে কথা যেন কানে না করিয়া পূর্ব্বের জের টানিয়াই বলিল, "ছিল নাকি ? ভুলে গেছি কবে পড়েছিলাম !"

"তবে তুমি তা হ'লে নিজেই পড়্‌তে পার্‌তে। তবে কেন শোনাতে বলছিলে। লুকুতে চাও বুঝি ?"

"লুকুতে নয় বৌ, ভুলে গিয়েছিলাম ! তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎই মনে হ'ল ও কথাটা, তাই মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল। ভুলে গেছি এখন সবই, বোধ হয় নিজেকেও। এ সব কথা থাক্ বৌ, চল কি পড়্‌বে বল্‌ছিলে শোনাবে না ?"

বৌটি তখন অবশিষ্ট কার্য্য সমাপনান্তে রান্নাঘরে কুলুপ দিয়া শয়নকক্ষের দিকে চলিল। পুরাতন ইটের ছাদ্‌লাধরা আলিশা ও প্রাচীরযুক্ত গৃহ—সমস্ত বাড়ীতে বহু পুরাতন গৃহের একটা ভাঙ্গা

গন্ধ। মেঝে সেঁতো ধরা—'খেলো ডোবা' স্থানে স্থানে সুরকি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বত্রই চূণ বালি-খসা ইষ্টকের কঙ্কাল মূর্ত্তি। ঘরের মধ্যে সেকালের লম্বা লম্বা হুড়কাযুক্ত কাঠের সিন্ধুক, কড়ির আল্না, সেকেলে ভারি ভারি পায়াযুক্ত খাট! দেয়ালের গায়ে খানিকটা করিয়া মাটির লেপ এবং তাহাতে লক্ষ্মীর উদ্দেশে সূক্ষ্ম আলিপনার কারুকার্য্য এক একখানা প্রতিমার চালিচিত্রের মত দেখিতে। বধূ বলিল, "উপরের ঘরে গেলেই ভাল হয়। যাবে সেখানে?" রাধা একটু দ্বিধা করিল, শেষে বলিল, "আচ্ছা চল।" যে বারান্দা দিয়া সিঁড়ির ঘর তাহার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। মেঝেটায় ইটের চিহ্নই বোঝা যায়না, মাটি দিয়া সমস্ত ভরাট্ ও নিকানো, তথাপি অসমতল। এক দিকের কড়িতে দুই তিনটা বাঁশের ঠেকা দেওয়া বা 'থোপ্ ধরানো' রহিযাছে। সিঁড়িঘরের দরজাও খুব নীচু, মাত্র ইটের-গাঁথা সঙ্কীর্ণ সিঁড়িগুলিও প্রায়ই ভগ্ন—তবে ধাপ খুব নীচু নীচু—উপরে গিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানের খিলানেও দুইটি বাঁশের 'থোপ্'। সিঁড়ির একটা বাঁকের উপরে দুই ধারের ভিত্তিতে লৌহের শিকলে ঝোলানো দুই-খানা ভারি কপাট বড় বড় লোহার গুল্ বসানো—মাঝে মাঝে দুই চারিটা ফুটা দেওয়ালের গায়ে তোলা রহিয়াছে। রাধা সেই কপাটের গায়ে হাত দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কোথায় বা 'যদুপতির মথুরা' আর 'রামের অযোধ্যা', তবু এ দু'খানা এখনো ঝোলানো রয়েছে। যখন কর্ত্তারা সাত সমুদ্র না হোক্ তেরো নদীর পার থেকে নৌকাভরা নানা জিনিস পত্র টাকাকড়ি সঙ্গে

দেশে আস্‌তেন দেউড়ি ঘরে তো দারোয়ান থাক্‌তোই, তবু এই দরজা বন্ধ ক'রে নাকি তাঁরা ডাকাতের ভয়ে থেকে নির্ভয় হয়ে ঘুমুতেন। ঐ যে সব ফুটো—ঐ দিয়ে নাকি দরকার হ'লে গুলি চালাতে পারা যেত। আমার কালে আর তাঁদের এত 'দব্‌দবা' ছিল না—'মরন্ত' 'পড়ন্ত' দশাতেই অলক্ষ্মীর মত আমি আসি! ঐ জলাঙ্গীর ঘাটেই তাঁদের নৌকা এসে গল্পের সদাগরদের মত লাগ্‌তো নাকি। আমিও ঐ ঘাটেই এসে প্রথম হয়ত নেমেছি।" বধূটি মুগ্ধ ভাবে একমনে এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য রমণীর কথা শুনিয়া যাইতেছিল; এইবার বলিল, "তুমি কিন্তু ভাই অন্য সকলের মত নও, অনেক যে জান্‌তে তোমার কথার ফাঁকে তা যেন বেরিয়ে পড়ে। তুমি কি চিরকাল এমনি ভাবে এইখানেই আছ ভাই? তা কিন্তু মনে হয় না।" তাহারা তখন সিঁড়ির উপর ধাপে পৌছিয়াছে। সিঁড়ির উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে একটা টানা চোর-কুঠরীব মত সুদীর্ঘ অনতি-উচ্চ কক্ষ; রাধা সেইদিকে চাহিয়া প্রসঙ্গটা যেন উল্টাইয়া দিবাব জন্য বলিল, "ঐ ঘরটায় গিয়েছ কখনো? ওর উত্তরের দেযালে লম্বা কাঠের বড় বড় 'ঝিলিমিলি' গাঁথা আছে। চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুর পূজো হ'ত, আর যেখানে এখন ভাঙা পাল্কীগুলো রয়েছে ঐখানে গানের আসর বস্‌ত। তখন ঐ ঝিলিমিলি তুলে মেয়েরা ঠাকুর দেখ্‌ত, গান শুন্‌তো! ও ঘরটায় কি আছে এখন?" "দেখ্‌বে? চল।" বলিয়া বধূ একটু কৌতুক ও উৎসাহপূর্ণ ভাবে সেইদিকে যাওয়ায় রাধাও অগ্রসর হইয়া তাহার ক্ষুদ্র দরজার ভিতর দিয়া গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিল—সেকালের

অনেকগুলো ছোট বড় বেতের পেঁট্‌রা অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় এক কোণে জড় করা রহিয়াছে ; কয়েকটা লুপ্তবর্ণ চিত্রকরা হাঁড়ি, গাদা করা কাঠের বড় বড় বাক্সকোস্‌, পায়াভাঙা টুল, সামাদানের কয়েকটি আধার, এক কোণে কতকগুলো নীল শ্বেত সবুজ রঙেব কাঁচের ভাঙা ও গোটা হাঁড়ি, কতকগুলা ঝুলাইবার কাঁচের বেল আর দুই তিন খানা বড় বড় জলচৌকিব উপরে বহুপুরাতন সামিয়ানা ; বৃহৎ সতরঞ্চ—জীর্ণ গলিত অবস্থায় অব্যবহারের দরুণ শ্যাওলা ছাতাধরা দেহে সুপ্ত করীশাবকের মত বসিয়া আছে। এ সব ছাড়া একটি কোণে ভিত্তি-গাত্রলগ্ন একটি কাষ্ঠ দণ্ডের উপরে একটি শ্বেতবর্ণের পেচকরাজ পরম গম্ভীর মুখে বিরাজমান! সেই বিজন গৃহে সহসা জনসমাগমে তিনি সচকিতে চাহিলেন এবং খানিকক্ষণ পট্‌ পট্‌ করিয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া দারুণ বিরক্তিভরে শেষে ঘাড় না ফিরাইয়াই চক্ষুর দৃষ্টিকে গৃহেব ভগ্ন জানালাটির দিকে ফিরাইয়া লইলেন। তাহার সেই দৃষ্টি ফিরাইবার ভঙ্গীটিই বধূটির কৌতুক ও উৎসাহের উৎস! রাধাও হাসিয়া বলিল, “তুমি এইখানে আস্তানা নিয়েছ!—আচ্ছা থাক’, থাক’!—চোখ ফিবাতে হবে না—আমরাই চ’লে যাচ্চি।”

উপরের বারান্দার বিরল এবং ভগ্ন কপাট-জানালা হইতে ক্ষুদ্র গ্রামের বিরল বসতির কতকটা দেখা যাইতেছিল। দূরে আর একটা ইষ্টকস্তূপ ; তাহার অর্দ্ধেক ধসিয়া-পড়া বক্ষোপঞ্জর ভেদ করিয়া একটি তরুণ অশ্বত্থবৃক্ষ কালের জয়পতাকার মত তাহার সবুজ পাতা নাড়িয়া পত্‌ পত্‌ শব্দ করিতেছিল। তাহারই নিকটে

ত্রিশূল-চূড় শিবমন্দিরটি, জঙ্গলে যাহার অর্দ্ধেকই প্রায় ঢাকিয়াছে। রাধা সেইদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "যাঁদের প্রতিষ্ঠিত ঐ মন্দিরটি, তাঁদের বাড়ীটি পর্য্যন্ত ধ্বংস পেয়েছে—বাকি ঐ মন্দিরটুকু! আমার দিদি ঠাকরুণ হয়ত এখনো কালিতলা থেকে মন্দিরে আসেন নি।" বধূ বিস্মিতভাবে বলিল, "এখনো পূজো শেষ হয়নি?—আচ্ছা উনি কি রোজই কালিতলায় আর শিবের মন্দিরে যান্?" "রোজ! শুধু যাওয়া কি? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে পূজো করেন—জপ করেন।" অল্পবয়স্কা বধূ ঈষৎ চপলতার সহিত বলিল, "কেন ভাই? কৈ আর কেউ তো তা যান্ না—বরং রাধাবল্লভের মন্দিরের দিকেই সকলের যাবার একটু ঝোঁক্ দেখি।"

"এঁরা সব বৈষ্ণব, এ বাড়ীর সকলে পুরুষ-পরম্পরা ধ'রে ঐ রাধাবল্লভের পূজো কচ্চেন—আর উনি আর ওঁর শ্বশুর বাড়ীর সবাই শাক্ত—তাই উনি—"

"আচ্ছা উনি তো কখনো শ্বশুরবাড়ী যান্‌নি শুনি—তবে সেখানকার ধারা কি ক'রে ধর্‌লেন? আর শাক্ত হ'লেই কি বিষ্ণুমন্দিরে যেতে নেই—না পূজো কর্‌তে নেই?"

"বৌ, ভাই জান না ত এই আমাদের ধর্ম্মের শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া মনান্তর নিয়ে ওঁর জীবনের কি হয়েছে! কি পরিণাম তার! সেই কাণ্ড ঘটার পর আর তো উনি শ্বশুরবাড়ী যেতেও পান্‌নি, তারাও নিয়ে যায়নি! ওঁর বাপ জেঠারা ওঁকে তাদের কোন ধারা নিতেও দেননি জীবনে, নিজেদের গুরুকে দিয়েই ওঁকে দীক্ষা দেন। কিন্তু তাঁরা গত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে উনি এই রকম পূজো

ধরেছেন। কেউ বলে, উনি স্বপ্নে মা কালীর দয়া পেয়েছেন, মা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঁকে স্বামীর কুলের দীক্ষা দিয়েছেন—এমনি কত কি!"

"উনি তো বিধবা কিন্তু পূজোর পরে লাল চন্দনের ফোঁটায় ওঁকে কি এক রকম লাগে, না ভাই? কি সুন্দর চেহারা—যেন আলো ঝ'রে পড়ছে। উনি তো তোমারও খানিকটা বড় বলেছিলে না? কিন্তু ওঁকে ছোট বা বড় কিছুই মনে হয় না, মনে হয় যেন সাধারণ মানুষের মতই উনি নন্, যেন দেবতা! আমার ওঁর সঙ্গে কথা কইতে বড্ড ইচ্ছা করে—কিন্তু মুখের দিকে চাইলেই এমন একটা ভাব আসে যাতে কেবল প্রণামই কর্‌তে হয—আর কিছু না! নৈলে তোমাদের গাঁয়ের লোকের কথা—ছোট ছোট বৌরা গিন্নি বান্নিদের সঙ্গে কথা কইছে—এ নিন্দে আমি গ্রাহ্য কর্‌তাম না। আমি ওঁর সব কথা তেমন খুঁটিযে তো শুনিনি ভাই, যাকে তাকে ওঁর সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসা কর্‌তেও ইচ্ছে করে না, লোকে অনেক ভুল বোঝে—ভুল বলে। তুমি ওঁর চিরদিনেব সঙ্গী, তুমি যেমন ওঁকে জান এমন কে জান্‌বে! বল্‌বে ভাই একদিন সে গল্প?—আর তোমার সঙ্গেও কথা কইতে আমাব কেন এত ভাল লাগে তাও জানি না! সবাই কত বলে—দিদিরা কত ঠাট্টা করেন—" বলিতে বলিতে বৌটি নিজের সহসা-উত্তেজিত মনের বাক্ প্রগল্‌ভতায় নিজেই যেন একটু লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। রাধাও যেন তখন কোন্ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই মৃদুস্বরে বলিল, "জানি, সত্যিই যে আমি তোমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা

কইবার উপযুক্ত নই, আমি যে তোমাদের বাড়ির দাসী বৌ—আর তাছাড়া—"

বধূটি ব্যথিতভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ও কথা ব'লনা—আমি তোমায় ননদের মতই দেখি ভাই! তবে তুমি যে আমার বড় তা মনেঃ থাকে না, সমবয়সীর মতই মনে হয় যেন। আমার কারও সঙ্গে তো বেশী গল্প করতে এমন ইচ্ছে আসে না—কেবল তোমারই কথা কেন মনে পড়ে জানি না। নৈলে আমি তো একা নই, আমার সাথী—"

"জানি। আরও জানি যে তোমার সঙ্গী সাথী কারুই দরকারও নেই। তুমি নিজের সঙ্গে নিজেই পূর্ণ, তাই তুমি এমন নিঃসঙ্গ ঘরেও ছুটে ছুটে এস। তোমার হাতে যারা রয়েছে ঐ বই-কাগজ-গুলি ওরাই তোমার আদত সঙ্গী।—আমার ঐ দিদি ঠাকুরুণ—ওঁকে চিরদিন ধ'রে যা দেখে আস্‌ছি তারই নতুন আর একরূপ তোমার মধ্যেও আমি দেখেছি বৌ, তাই তোমার কাছে আমিও ছুটে ছুটে আসি। মনে হয় নিজের জীবনেরও সব ভার সব কথা যা জগতের কাছে অকথ্য তা তোমারই কাছে বলি। তুমি এখনি বললে না জগত অনেক ভুল বোঝে ভুল বলে? আমারও সম্বন্ধে কত কথা তুমি বোধ হয় শুনেছ, কিন্তু একমাত্র ঐ দিদি ঠাকরুণই জানেন সত্য যা; আর তোমাকেই কেবল বল্‌তে ইচ্ছা করে।"

"কিন্তু বলনা ত কখনো ভাই! আমারও যে কত শুন্‌তে ইচ্ছে হয়, সাহস ক'রে বল্‌তে পারি না।"

"রাধা দাসি! তুই কি বৌমার কাছে? কৃষ্ণপ্রিয়া যে

তোকে খুঁজছেন! মন্দির থেকে ফিরেছেন যে তিনি!” নিম্নতল হইতে কে ডাকিল। রাধা তড়িৎচমকের মত চমকিয়া দাঁড়াইল। “এত বেলা গেছে? ওঃ, কি অন্যমনস্ক হ’য়েই আবোল তাবোল বক্‌ছি! আর একদিন এসে আমার দিদি ঠাক্‌রুণের গল্প তোমার কাছে করব বৌ! ওঁর জীবনের কথা ওঁর কাহিনী মনে পড়লেই যেন চোখের ওপরই সেই দু’যুগের কথা ভেসে ওঠে। অথচ কিছু বড় হইনি তখন আমি! এমনি মনে দাগ পড়াব মত ঘটনা সে সব। আর-একটি কথাও এ পর্য্যন্ত বলিনি তোমার কাছে, আজ একবার বলি। তোমার স্বামী আমার মানুষ করা ছোট ভাইটির মতই ছিল। ছোটবেলায় আমারই বুকে সে বড় হয়েছিল!” বধূটি নতনেত্রে বলিল, “মন্দাদিদির কাছে শুনেছি।”

তার পরে উভয়ে নীরবে নীচে নামিয়া আসিলে বধূটির মাসি-শাশুড়ী অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, “এত কি গল্প কর্‌ছিলে বাছা? বেলা যে গেছে। আর জান বৌমা, আজ চিঠি এসেছে, ছেলের বিয়ে দিতে তোমার জ্ঞাতি শ্বশুর হরিনাথ রায় বাড়ী আস্‌ছেন। বংশের মধ্যে উনিই তো মাত্র একটু পুরোণো লোক! আসুন, তবু যে যেখানে আছে একবার গাঁয়ে আস্‌বে একসঙ্গে। আমাদের কিশোরীরাও বাড়ী আস্‌ছে গো, বড়বৌমা কৃষ্ণপ্রিয়াকে লিখেছেন শুনে এলাম!” বধূ সানন্দে বলিল, “তাই নাকি মাসিমা? দিদি যে বড় আমায় লিখলেন না? আচ্ছা আসুন তো আগে, তখন ঝগড়া করব!”

৮

ঘাটের পথে

ওরা চলেছে নদীর ধারে
ঐ শোনা যায় বেণু বন ছায়
কঙ্কণ ঝঙ্কারে।

অপরাহ্ন, কিন্তু তখনো মাঠ হইতে গাভীরা গ্রামে ফেরে নাই। রাখালেরা ঘুঘুর করুণ সুরের সঙ্গে তাহাদের তল্‌তা বাঁশের বাঁশীর পাল্লা স্থগিদ রাখিয়া এখন হৈ হৈ শব্দে পাল জড় করিতেছিল। গ্রাম্য পথে মাত্র কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থের বধূ ঈষৎ ত্রস্ত পদে বৈকালিক অবগাহন ও পানীয় জলের জন্য ঘাটে যাইতেছে। আজ হাটবার, গ্রামের পুরুষেরা দ্বিপ্রহরে প্রায় সকলেই গ্রামান্তরের হাটে গিয়াছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা ফিরিবে এবং জনবিরল পথটি এখনি তাহাদের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিবে। রমণীগুলির কক্ষে পিতলের কলসী, স্কন্ধে গামছা, কাহারো হস্তে গুটিসুটি করা বিবর্ণ বালুচরে চেলি বা অর্দ্ধমলিন বিষ্ণুপুরি তসর। শুচিতার জন্য পাটের কাপড় ছাড়া কার্পাস বস্ত্র তো ঘাটে আনা চলিবেনা। যাহার তাহা নাই তাহাকে ভিজা কাপড়েই ঘরে ফিরিতে হইবে, তাই তাহাদের তাগিদ একটু বেশী। একজন বলিল, "আর একটু দাঁড়ালেই মন্দা দিদি আস্‌তে পার্‌তো, তা

দিদির তর সইলোনা!" দিদি-উল্লিখিতা রমণী ঈষৎ ঝঙ্কারের সহিত বলিলেন, "হ্যাঃ, সে সেই পাত্র কিনা! এখনো ধান তুল্‌বে, উঠোন ঝাঁট দেবে, হ'তে হ'তেই তার গরু বাছুর রাখাল এসে পড়্‌বে। তার বেরুনো সেই ভরসন্ধ্যে বেলা ফ'ড়ে দিদির সঙ্গেই ঘটে। ভয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘড়া নিয়ে ছুটবে। এমন ভীতু আবার যে শেয়াল দেখ্‌লে মনে করে বাঘ! সেদিন সন্ধ্যের অন্ধকারে দূরে একটা কুকুর দেখে ভিরমি যাবারই যোগাড়, ফ'ড়ে দিদি ব'লে হেসে বাঁচেনা। তবু সেই সন্ধ্যে নইলে বাবুর বার হয়না।" অপর একজন সহানুভূতিব স্বরে বলিল, "কাজ মেটেনা বেচারার—কি করবে।" "কাজ মেটেনা ব'লে মব্‌বে নাকি একদিন দাঁত-কপাটি খেয়ে? না হয় পরেই কাজ সার্‌বে!" "কি লা? কার নিন্দে করতে করতে চলেছিস্? এ নিশ্চয়ই আমার নিন্দে।"

প্রায় ছুটিতে ছুটিতে একজন রমণী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহাদের দলে মিশিল। তাহাকে দেখিযা রমণীর দল ঈষৎ আনন্দের কোলাহল তুলিয়া তাহার প্রশ্নটি চাপা দিয়াই ফেলিল। "মন্দাদি আস্‌তে পার্‌লি ভাই,—কি ভাগ্যি!" দিদি-উল্লিখিতা রমণী পথের দুই পার্শ্বের বাঁশ ঝাড় ও উচ্চ বৃক্ষ শ্রেণীর মাথার দিকে চাহিয়া কৃত্রিম গম্ভীর মুখে বলিলেন, "যখন রণে রাবণ বেরিয়েছে তখন পালাও শেষ হ'য়ে এল বলে। দ্যাখ্‌ত গাছের আগায় ওটুকু রোদ না চাঁদের আলো?" মন্দা দিদিও কৃত্রিম ঝগড়ার সুরে বলিল, "যার জ্বালা সেই জানে গো! এখনো গরুর সাঁজাল্ দেওয়া হল না—ধানগুলো উঠোন থেকে সব তোলা হল না—" "তবে এলি যে বড়?"

"ফ'ড়ে দিদি হাটে গিয়েছে, ফিরতে তার রাতই হবে হয়ত—" "ওঃ তাই! আমরা মনে কর্‌ছি বুঝি আমাদেরই কপাল ফির্‌লো। সাধে বেড়াল গাছে ওঠেনি, তলায় তাড়া পেয়েছে!" "বেশ ভাই! আমার বুঝি তোমাদের সঙ্গে আস্‌তে সাধ হয় না! কি কর্‌ব, সময় কর্‌তে পারি না। গা ধুয়ে কি ভাই, আর উঠোনের ধুলো কি গরুর খিঁচ্‌মাটি ঘাঁট্‌তে ভাল লাগে? তাই একেবারে কাজ সেরে একাই আস্‌তে হয়। হাঁরে বৌ, বড়দিদি ঘাটে এল না? কিশোরী এলো না?" বৌ-অভিহিতা আমাদের পরিচিতা বিধবা বধূটি উত্তর দিল, "দিদি ওবাড়ীর ঠাকুরঝির কাছে গেছেন, তাঁর তো এতক্ষণে পূজো শেষ হয়। আর কিশোরী কোথায় বেড়াতে গেছে বুঝি?"

সকলে পুষ্করিণীর উচ্চ পাড়ের উপর পৌঁছিতেই জলের ঝপ্ ঝপ্ শব্দের সঙ্গে বালকণ্ঠের উচ্চ হাস্য সেই ঘন বৃক্ষ-সন্নিবেশে মলিনা প্রকৃতির সায়াহ্ন-গাম্ভীর্য্যকে যেন উপহাস করিয়া বনদেবীর নৃত্য-চপল নূপুরের মত বাজিয়া উঠিল। সে উচ্ছল হাসি যেন সেখানে একেবারে অপ্রত্যাশিত—অত্যন্ত নূতন—তাই নারীদলের মধ্যে দুই এক জনের 'কে রে' প্রশ্ন মুখের মধ্যেই প্রায় থাকিল—সকলেই একটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া ঘাটের অর্দ্ধভগ্ন বিস্তৃত চাতালের উপরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল সেই শান্ত সরসীকে মথিত করিয়া একটি কমল-কলিকার মতো বালিকা সাঁতার কাটিতে কাটিতে হাত ও পায়ের দ্বারা উচ্ছলভাবে জল ছিটাইতেছে ও উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছে, "ধরনা দেখি, ধরনা।" আর একটি রমণী সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া অলক্ষিত সন্তরণে তাহার জল ছিটানো হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহার

অনুসরণ করিতেছে এবং তাহাকে অনুনয়ের সুরে বলিতেছে, "আর না কিন্তু, ফিরে আয়,—লক্ষ্মী মাণিক—আর না !"

"ধরনা,—এসে ধরনা—কেমন—দেখি !"

নারীদল একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বালিকার সেই সন্তরণ-রঙ্গটি যেন মুগ্ধ চক্ষে দেখিয়া লইল। তারপরেই একজন রমণী অভিভাবিকার সুরে ঈষৎ তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমারই বা কি আক্কেল রাধা, এই অবেলায় ওকে এমনি ক'রে জলে নাম্‌তে দিয়েছ ? ওরা সহরে থাকে, এমন সময়ে পুকুরে ডুবপাড়া কি ওর অভ্যাস আছে ? বড়দিদিরই বা কি আক্কেল, এমনি ক'রে মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে ? যাদের মেয়ে তাদের তো কোন বালাই-ই নেই। চুলটুল সব ভিজে গেল, এই ভর সন্ধ্যেবেলায়।"

রাধাকে ভৎ'সনার বহর শুনিয়া বালিকার উচ্ছল জলরঙ্গ আপনিই থামিয়া গিয়া তাহাকে তীরাভিমুখী করিয়াছিল, হাসির শব্দও বন্ধ হইয়াছিল। রাধা কিন্তু অনুযোগের কোন উত্তর না দিয়া বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিঃশব্দ ইঙ্গিতে বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া লইয়া তাহার মস্তক ও গ্রীবা প্রভৃতি মুছাইয়া দিতে লাগিল। নারীদলও তখন একে একে ঘাটে অবতরণ করিয়াছিল। বধূটি মৃদুস্বরে একবার রাধাকে বলিল, "তোমরা কখন ঘাটে এলে রাধা ঠাকুর্ঝি ?" রাধা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বালিকা হাসিয়া বলিল, "অনেকক্ষণ কাকিমা !—রাধা পিসিকে খুব জব্দ করেছি।" পূর্ব্বোক্তা রমণী ঈষৎ ভ্রূভঙ্গে বলিল, "রাধা পিসিকে জব্দ ? ও সাঁতার দিয়ে বানের আগে ছুটতে পারে তা জানিস ?

এই সন্ধ্যেয় যে এমন ক'রে নেয়ে উঠ্‌লি, তোর মা কি বল্‌বে বল দেখি বাছা? রাধার এমন একা একা লুকিয়ে তোকে নিয়ে ঘাটে আসাইবা কেন? আমাদের সঙ্গে এলে হ'ত না?" "তোমাদের সঙ্গে এই সন্ধ্যেবেলা? তাহ'লে হ'ত আর কি! ক'বার এই পুকুরটা এপার ওপার করেছি জিজ্ঞাসা কর পিসিকে!" "ছিঃ মা তুমি এখন বড় হচ্চ, এ পাড়াগাঁ, লোকে দেখ্‌লে নিন্দে করবে।" "লোক বুঝি তোমাদের এই আম কাঁটাল গাছগুলো? বেশ যা হোক!" তাহার কাকিমা তাহাকে কথা না বাড়াইয়া উঠিয়া যাইতে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করায় কিশোরী জল হইতে উঠিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে রাধাও উঠিল। তারপরে সকলে শুনিতে পাইল, সিক্তবস্ত্র ছাড়াইবার জন্য রাধার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বালিকা আবার হাসিতে হাসিতে চপল হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইতেছে! তাহার হাসির ও পায়ের মলের ঝন্ ঝন্ শব্দে পুষ্করিণীর চারিপাশের স্তব্ধ মূক বৃক্ষ-প্রাচীরকে যেন স্পন্দ-চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহারা চলিয়া গেলে পূর্ব্বকথিতা রমণী একটু বিশেষ ভঙ্গীর সহিত বলিলেন, "রাধার এইগুলো বড় অন্যায়! তোর কিছু মনে নেই তাতো নয়। আজ দশ বারো বছরে যাহোক্ কথাটা সবাই ভুলেছে, আবার মেয়েটাকে নিয়ে এমনি বাড়াবাড়ি কর্‌লে সকলের কি নতুন ক'রে মনে পড়বে না? মেয়ে এখন বড় হ'চ্ছে, এতদিন বিয়ে দেওয়াই ওঁদের উচিত ছিল—শেষে কি একটা গোল উঠবে আবার? বড়দি যে ভার নিলেন মেয়েব, তিনিই বা কি করছেন এতদিন; আর মেয়ের নিজের পিসিতো ঠাকুরতলায় চোখ বুঁজেই দিন কাটিয়ে দেন—মেয়ে যে

আমার নলিনীর জুড়ি, সে এর মধ্যে ছ'বার শ্বশুর ঘর ক'রে এল সহরে থাকে ব'লে সেখানে কি কেউ কারুর খোঁজ রাখে না? বিয়ে কি দেবে না নাকি?"

আর একজন মৃদুস্বরে বলিলেন, "হয়ত সেখানেও কথাটা জানা-জানি হ'য়ে গেছে তাই—" "কি কথা জানাজানি হ'য়েছে?" মন্দা অভিধেয়া নারীটি প্রায় গর্জ্জন করিয়াই উঠিল, "সবাই বোঝে সেটা মিথ্যে কলঙ্ক তবু কেন এতদিন পরে সে কথা খুঁচিযে তোল বল দেখি? ছিঃ, মা নেই বাপ নেই, সম্পর্কে জোঠিতো মায়া ক'রে মানুষ করেছে, চাঁদের মত মেয়ে, বাছার মুখ দেখলে মাযা হয—আর ওর মাকে তোমরা দেখনি তাতো নয়, ঐ বয়সে যথন সে এই ঘাটে আসত অমনি হেসে কুটিপাটি স্বভাবটি ভাই দিদি, তোমারও কি মনে পড়্‌ল না? আমার তো এবারে ওকে দেখে অবধি ওর মাকে মনে আস্‌ছে! আর ঐ হতভাগি রাধা ঐতো প্রথমে ওকে ওর মরা মার বুক থেকে বুকে নিযে বাঁচিয়েছিল। যদিও পাঁচজনে ঢের যন্ত্রণা দিয়েছে এর জন্যে, সেও ওর ভাগ্যের ফল; কিন্তু তাই ব'লে মেয়েটার যেটাতে আখেব মন্দ হয এমন কথা যদি আমরাই বলি তাহ'লে পরে বল্‌বে না কেন বল?" দিদি-কথিতা যিনি এ সমস্ত কথার মূলস্বরূপা তিনি সহসা মধ্যস্থতা অবলম্বন করিযা বলিলেন, "মেয়ের কথা আবার কে কি বল্‌ছে? তবে বাধার যে একটুও 'হায়া' নেই এ বলতেই হবে। নৈলে যে মেযে তোর কোলে দেখে লোকে অত কথা ব'লেছিল, সেই মেয়েকে কাছে পাওয়া মাত্র তাকে নিয়ে ঘাটে মাঠে বনে যেন

সবারই চোখ বাঁচিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক'রে খেলা দিয়ে নিয়ে ফিরছিস্ ?"

"আহা" বলিয়া আবার মন্দা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে আমাদের বধূটি যে এই কথাবার্ত্তার মধ্যে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ়া হইযাছিল সে মৃদুস্বরে তাহাকেই প্রশ্ন করিল, "কিশোরী কি আমার দিদির পেটে হয়নি ?" সকলে একসঙ্গে তাহার দিকে চাহিযা একযোগে বলিয়া উঠিল, "আ-কপাল তুমি তাও জান না বুঝি ছোট বৌ ?" মন্দা বলিলেন, "ও কি ক'রে জানবে—ক'বারই বা এ গাঁযে এসেছে, সকলের সঙ্গে দেখাই বা কবে হ'য়েছে ! সে অনেক কথা ভাই—"

কেহ কেহ তখনি বলিবার জন্য উৎসুক হইতেছিলেন কিন্তু বধূটির রাধার সঙ্গে সেদিনের কথোপকথনগুলা মনে পড়িয়া গেল। এই ঘটনার সঙ্গেও তাহার জীবনের এবং সেদিনের কথার কিছু কিছু যোগ আছে বলিযাই মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল সে বলিযাছিল বাধার মুখ হইতেই একথা সে শুনিবে, অন্যত্রে নয়। ব্যস্ত হইযা সে মন্দা দিদিকে মৃদুস্বরে বলিল, "সন্ধ্যে দিতে হবে ভাই দিদি, একটু শীগ্‌গির চলুন না"—"যা বলেছিস্ ভাই, আমারও গরু ফিরে এতক্ষণ উঠোনেব ধানগুলো হযত শেষ করল, রাখাল ছোঁড়াতো আর ফিরেও তাকাবে না, বেড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পাল্লেই সেতো খালাস !"

ব্যস্ততায় ইহারা দুইজনে দলের অগ্রে অগ্রে চলায় পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী-দের কথা আর বেশী কানে গেল না, তবু গুঞ্জন যে বন্ধ হইল না

তাহা বেশ বোঝা গেল। হাট হইতে তখন দলে দলে লোক নানা দ্রব্য বেসাতি লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। গ্রামের সামান্য দোকানী তাহার দোকানের জিনিষ ফুরাইয়া যাওয়ায় পাইকারীদরে হাট হইতে চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, মিষ্টান্ন মায় কিছু কাপড় গামছা হইতে সূচ সুতা ঘুন্‌সি কাঠের চিরুণী প্রভৃতি খরিদ করিয়া হ্যাট্‌ হ্যাট্‌ শব্দে একখানি গোশকট চালাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছিল। আশা, গ্রামবাসী যেদিন দায়ে ঠেকিবে যেদিন হাট থাকিবে না, সেদিন সে এই পরিশ্রমেরও সুদে আসলে পোষাইয়া লইবে। কেহ একখানি বস্ত্র খরিদ করিয়া সে ঠকিয়াছে কিম্বা দোকানীকে ঠকাইতে পারিয়াছে তাহাই প্রত্যেকের নিকট যাচাই করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। হাট হইতে বৈষ্ণব ভিখারী একজন ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে, সন্ধ্যার বাতাস গায়ে লাগায় মনের আনন্দে খঞ্জনী বাজাইয়া মৃদুস্বরে সে গাহিতেছিল—

"আও তো ঘর লালন মেরে নাচি নাচি নাচিয়ে।
বালক যত তাল ধরত চোহুঁওর হি ঘেরিয়ে,
(বালক যত নৃত্য করত খীর নবনী যাচিয়ে
'মা তোর গোপাল এনে দিলাম বলে)

রমণীর দল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই নিকটস্থ ফ'ড়ে বাড়ী হইতে নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনিতে পাইয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিল, "এই ম'ল মাগি বেটা-বৌর সঙ্গে ঝগড়া কবে!" কেহবা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "কি করে আর না ক'রে! হয়ত মাগি এল

হাটে সারাদিন তরকারীর বোঝা বিক্রী ক'রে আর বৌটি হয়ত ভাতও বাঁধেনি, ছেলেটাও—" "কেহ কেহ নাক সিঁট্‌কাইয়া বলিল, "কি রূপেরই বৌ,—আলো ঘর আঁধার করে! দাঁতগুলোও কি তেমনি, মাগো।" "আ মর্ চাষা কৈবর্ত্তের ঘরে আবার কেমন বৌ হবে?" "তা ব'লো না ভাই, ঐ ওর আর সবারই বৌ আছে—এমনটি যেন আর গাঁয়েই নেই।" সকলে গরীবের অঙ্গন-ব্যবধানের কচার বেড়ার পার্শ্বে সঙ্কীর্ণ পথে যখন যাইতেছিল তখন শুনিল ফ'ড়ে গিন্নি গর্জ্জন করিতেছে, "ঐতো বৌয়ের ছব্বা, ওইতো উপ্, যেন মা অক্ষে-কালি—তাইতেই তোর বৌর ওপর এত মায়া, বউকে নড়ে বস্‌তে দিস্‌নে, আর যদি তোর বৌ ঐ সব বামুণ বাড়ীর বেন্দা বামুণ, নব্‌নে বামুণ, হরশে বামুণের বৌর মত বৌ হ'তোথ্ তাইলে আর মাটিতে বস্‌তে দিতিশ্‌নে, তাইলে 'আদার মদন গাদা' ক'রে আদারল্লবের বামে বসিয়ে আখ্‌তিথ্।"

কৈবর্ত্ত গৃহিণীর ঝগড়ার বচনবিন্যাস শুনিয়া নারীদল রুদ্ধ হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার মত হইতেছিল। বর্ষীয়সী 'দিদি' আর থাকিতে না পারিয়া কচার ধারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আ মর্! বাম্‌ণিদের পিণ্ডি চটকাচ্চিস্ কেন এই সন্ধ্যেবেলা?" ফ'ড়ে দিদি হাঁউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "দিদি ঠাক্‌রুণ, দেখে যাও একবার তুস্কুটা—" "সেতো তোর রোজকার দুঃক্কু, 'আদার মদন গাদা' আবার কিলো পোড়ার মুখী?" ফ'ড়ে দিদি তখন চোখ মুছিতে মুছিতে ঈষৎ হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল,—"আমার মুখে কি বেরোয় দিদ্‌ঠাক্‌রুণ, আদার মদন—কিযে বলে?"

"রাধার মদনমোহন বুঝি রাধাবল্লভের বাঁয়ে বসেন? সব দিকেই ঠিক্‌ঠাক্! আর মুখে বেরবে না তবু বলার সখটুকু আছে হতভাগির। বামুণগুলোকে হাতে ক'রে মানুষ করেছে, বড় হ'তে, বিয়ে হ'তে, আবার কাউকে কাউকে মব্‌তেও দেখেছে কিনা তাই যমের বাড়ী গিয়েও তাদের এই ভরা সাঁজে বিষম খাইয়ে দিচ্চে।" বর্ষীয়সী 'দিদি' সদুঃখেই কথাটা বলিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। তখন রাধাবল্লভের অঙ্গনে আরতির কীর্ত্তনধ্বনির প্রথম ঝঙ্কারের শব্দে দিকে দিকে মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

৬

মন্দিরে

"—ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির 'পরে।
*   *   *   *
—এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে!"

বহুকাল পরে গ্রামে আসিয়া হরিনাথ রায় গ্রামের কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন। বিশেষত ৺রাধাবল্লভের কোঠায়। যেখানের সন্ধ্যারতির একটা শব্দও এতদিন গ্রামবাসীর কর্ণে বড় বেশী প্রবেশ করিত না, পুরোহিত অনির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া কখন টুন্‌টুন্ করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কার্য্য সারিয়া যাইত, সেখানের একটা ঐক্যতান মধুর শব্দ প্রবাসী কর্ত্তাকে আজ অত্যন্ত আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। বিদেশে বহুকাল কার্য্য ব্যপদেশে থাকিয়া তিনি এসবের বড় ধার ধারিতেন না, কিন্তু নিজ গ্রামে আসিয়া বহুদিনের অদেখা প্রিয়জনের সব খবরই রাখিতেছিলেন, তাই পুত্রের বিবাহের ফর্দ্দাফর্দ্দিগুলি সহসা হাতবাক্‌সের মধ্যে ফেলিয়া তিনি ঠাকুর কোঠার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জনতা দুইভাগে বিভক্ত ও বদ্ধাঞ্জলী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ধূপ ও বকুল ফুলের সুরভিতে স্থানটি আমোদিত। উঠানে কয়েকটি বৈষ্ণব মৃদঙ্গ ও খোলের মৃদু তালের সঙ্গে আরতি গাহিতেছিল—

রাধারমণভুবনমনোমোহন বৃন্দাবন-বন দেব
জয় বৃন্দাবন-বন দেব।”

* * * *

গোবিন্দদাস হৃদয়-মণিমন্দিরে (রহু) অবিচল
মূরতি ত্রিভঙ্গ।

কর্ত্তা তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন বকুল বৃক্ষের নিম্নে এক দীর্ঘ অসাধারণ-মূর্ত্তি বহির্বাসধারী উদাসীন যেন সন্ধ্যার বৃক্ষছায়ার অন্ধকারে আপনাকে অনেকটা গোপন করিয়া স্থিরভাবে আরতি দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি যে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। প্রায় সকলেই আরতির মধ্যেই একবার একবার বকুল বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। কর্ত্তাও বোধ হয় ইঁহার কথা কিছু কিছু শুনিয়া থাকিবেন তাই মন্দিরের দালানে না উঠিয়া অঙ্গনের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন।

আরতি ও প্রণামের পর গায়ক বৈষ্ণবেরা সান্ধ্যোচিত কোন পদ ধরিতেছিল কিন্তু সহসা সেই সুন্দর বপু অঙ্গনের মধ্যস্থলে আসিয়া দুইহাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভাবগম্ভীর উদাত্ত স্বরে গাহিয়া উঠিলেন—

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
জয়তি জয়তি নামানন্দ রূপং মুরারে
বিরমিত নিজ ধর্ম্ম-ধ্যান পূজাদি যত্নং,

মন্দিরে

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃত মেকো জীবনং ভূষণং মে।
মধুর মধুর মেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নর মাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই 'নামানন্দে' মাতিয়া উঠিল। হরিনাথ রায় স্তব্ধ হইয়া শুনিতে ও দেখিতে লাগিলেন। জমায়েৎ লোকগুলির একটিও শেষ পর্য্যন্ত কমিল না এবং রায় মহাশয় নিজের সহিষ্ণুতাতে নিজেই একটু আশ্চর্য্য হইতেছিলেন। এরকম ব্যাপার তাঁহার জীবনেও এই প্রথম।

সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে সকলে বিগ্রহকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে, ইতি অবসরে সেই উদাসীনটি নিঃশব্দে অপসৃত হইবার জন্য একদিকে অগ্রসর হইতেই হরিনাথ রায় তাঁহার সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিবার জন্য অবনত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে উদাসীনও তদপেক্ষা সমধিক নত হইয়া গেলেন। "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" শব্দ করিয়া প্রণাম শেষে মাথা তুলিয়া বৈরাগী বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ! আমাদের সতত নমস্য। আমরা দীন ভিক্ষুক। আমাদের অপরাধী করবেন না।"

কর্ত্তা বেশী কিছু বলিতে না পারিয়া যোড়হস্তে কেবল মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি বৈষ্ণব, তাতে উদাসীন বৈরাগী।"

"এই ভেকের দায়ে বহুস্থানে এমনি পাপ সঞ্চয় করতে হয়। আপনাকে তো এতদিন এ গ্রামে দেখিনি?"

"আমি প্রবাসে থাকি। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে দেশে এসেছি। বৃন্দাবন হ'তে এসে একজন মহাপুরুষ এই গ্রামে মাঝে মাঝে আমাদের এই বিগ্রহ দর্শন করতে আসেন, আর তাঁরই প্রভাবে এই সময়ে এই স্থানটিতে গ্রামান্তর থেকেও ভক্ত বৈষ্ণবাদির সমাগম হয়—সুন্দর নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়, গ্রামে এসে পর্য্যন্ত শুন্‌ছি। আজ চক্ষে দেখে তার চেয়েও অধিক অনুভব করলাম।" উদাসীন একবার হাত যোড় করিয়া উদ্দেশে কাহাকে যেন প্রণাম করিয়া অনুচ্চস্বরে ইষ্ট স্মরণ করিলেন। রায় মহাশয় আবার বিনীত ভাবে বলিলেন, "এখন এ অঞ্চলে কিছুকাল কি থাকা হবে? কাল আবার কি দর্শন পাব?"

বৈরাগী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছা, তবে শীঘ্রই বোধ হয় দিন কতকের জন্য গ্রামান্তরে যেতে হবে।" রায় মহাশয় একটু যেন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কতদূরে যাবেন, আবার দেখা পাবতো?" উদাসীন একটু হাসিলেন, তাঁহাদের গতিবিধির বিষয়ে যে সন্ধান লইতে নাই তাহা এ সরল বর্ষীয়ান্‌টি জানেন না বুঝিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "বেশী দূর হবে না বোধ হয়!" "তবু কত ক্রোশ? এই অঞ্চলের মধ্যেই তো?" "আজ্ঞে হ্যাঁ!" সহসা রায় মহাশয় একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন, "আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। নিজে বেশীদিন তো থাক্‌তে পাব না, ছেলের বিয়ে দিয়েই আবার চ'লে যেতে হবে। আপনার মত ব্যক্তির দর্শন পেয়েই আরও কিছু বেশী পাবার জন্য লোভ আস্‌ছে, অথচ আপনি থাক্‌বেন না শুন্‌ছি, তাই অসংযত ভাবে এত প্রশ্ন কর্‌ছি!" বৈষ্ণব মধুর হাসিয়া

বলিলেন, "তাতে কি? আবার বোধ হয় এদিকে আস্‌তে হবে। আপনার পুত্রের বিবাহের আর কত দেরী?"

"আর দেরী নেই, পরশ্বই গাত্রহরিদ্রা। বিবাহও এই অঞ্চলেই, এস্থান হতে চার পাঁচ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান, সুন্দরপুর গ্রামে।" সহসা উদাসীন মুখ তুলিয়া রা: মহাশয়ের দিকে চাহিলেন, হরিনাথ রায়ের মনে হইল তাঁহার উদার চক্ষে কিসের যেন একটা প্রশ্ন! পলকে সে দৃষ্টি নামাইয়া বৈরাগী ঈষৎ স্তব্ধতার পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ও! তা আপনাদের কুটুম্বিতার উপযুক্ত ঘরে এ শুভকার্য্য হচ্ছে নিশ্চয়! তাঁরা কি বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি? কন্যাটি ভাল?"

"সে যদি বলেন, আমাদেব অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই তাঁরা এখন উন্নতিশীল! অবশ্য পুত্রের বিবাহ দিতে কন্যাটি ছাড়া এসব এত দেখার দরকার হ'ত না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি গুরুতর কথাও আছে। ওঁদের সঙ্গে আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ এবার নূতন নয়, বহু পূর্ব্বে স্বর্গগত কর্ত্তারা ঐখানে একবার এই সম্বন্ধ স্থাপন করেন, কিন্তু সেবারে আমাদের ঘরের কন্যা ওঁদের ঘরে গিয়েছিল এবং সে সূত্রে ঐ বংশের নিকট কর্ত্তারা অপমানই মাত্র লাভ করেছিলেন। সে দুঃখও আমাদের ঘরে ও বংশে জাজ্জল্যমান রয়েছে। কিন্তু সে অপমান যাঁরা ভোগ করেছেন তাঁদের অতি কনিষ্ঠ মাত্র আমি এখনো আছি, আর ওদিকে কেহই অবশিষ্ট নাই, মাত্র কতকগুলি বিধবা আর দুই চারিটি পুত্র কন্যা। তাঁরাই উপযাচক ভাবে আবার এই বংশে আমার পুত্রকে কন্যা দান করতে ব্যগ্র হওয়ায় আমার দিকে একটা প্রতিশোধ স্পৃহার সুখও অজ্ঞাতে যে রয়েছে

এবং সেইজন্যই যে এ বিবাহে কতকটা আমি সম্মত হ'য়েছি একথা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের নিকটে আমি লুকাবো না।" সাধু একটু যেন বিচলিত ভাবে হাসিলেন, আবার তখনি ইষ্টস্মরণ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কি প্রতিশোধ নেবেন? তাঁদের কন্যাকেও কষ্ট দিয়ে?—না সকলকে অপমান করে?"

কর্ত্তা জিভ কাটিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে না। ততখানি নীচতা এ বংশের মধ্যে আস্‌তে পারেনা ব'লেই মনে করি। আমরা তাদের ঘরে মেয়ে দিয়ে তাদের কাছে নীচু হ'য়েছিলাম—এবারে তারা আমাদের কাছে যোড়হাত করবে—মনের এই প্রতিহিংসা-বৃত্তির শোধ নেওয়া মাত্র, এর বেশী নয়।"

উদাসীন হাসিলেন। তারপরে সহসা বলিলেন, "কাল আবার সাক্ষাৎ হবে। এখন যদি অনুমতি করেন—"

"হবে? কাল আবার সাক্ষাৎ হবে?" সরলচিত্ত ভদ্রলোক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে কথা কইতে, আপনাকে দেখ্‌তে এত ভাল লাগ্‌ছে যে, আপনি গ্রামান্তরে যাবেন শুনে কষ্ট বোধ হ'চ্ছিল। আপনি লক্ষ্মী জোলার ৺গৌর নিতাই দেবের মন্দিরের নিকটে আছেন শুনেছি। গেলে কি দর্শন পাব?"

"সকালে ভিক্ষায় যাই, অন্য সময়ে যান্ যদি—"

"কই, এগ্রামে তো ভিক্ষায় আসেন না?"

"এইতো এসেছি। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যায় রাধাবল্লভদেবের দর্শনভিক্ষায় এ গ্রামে আসি। সর্ব্বত্রের ভিক্ষা তো সমান হয় না।"

মন্দিরে

মধুর অভিবাদনের সঙ্গে বিদায় লইয়া বৈরাগী কীর্ত্তন গায়কদের বলিলেন, "তোমরা যে পদ ধর্‌ছিলে বাধা দিয়ে অপরাধ করেছি, আমার ওপর সদয় হ'য়ে সেটি আবার ধর যদি বড় সুখী হই।"

গায়কেরা সবিনয়ে উদ্দেশ্যে হাত তুলিয়া সাধুকে অভিবাদন জানাইয়া সান্ধ্যদর্শন মিলনের পদ ধরিল।

"ঐ না—বেশে আইস আমার ঘরে হে।

ঐ না বেশে আইস তুমি, দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি,
তুয়া বঁধু ল'য়ে যাবার তরে।

রবি যবে বৈসে পাটে, মুই যাই যমুনার ঘাটে,
তুয়া লাগি চাহি চারি পানে হে॥

ব্রজের কিশোর যত, সবে চলি আওত,
আজি কেন তুমি সবার পাছে হে।

চঞ্চলা ধবলীর সনে, কতই না ভ্রমিলে বনে,
ও শ্রীমুখ গেছে শুকাইয়ে হে।—

আমার মন্দিরে গিয়ে, কর্পূর তাম্বুল খেয়ে,
আলিশ রাখ হে তথায় গিয়ে।

আমার মন্দির মাঝে বিচিত্র পালঙ্ক আছে,
আশে পাশে ফুলের বালিশ হে।

তাহাতে শুইবে তুমি, চরণ সেবিব আমি,
দূরে যাবে বনের আলিশ হে॥

কর্ত্তা এক সময়ে চাহিয়া দেখিলেন, উদাসীন কখন সকলের অলক্ষিতে চলিয়া গিয়াছেন। হরিলুটের পর 'জয়গানে'র সঙ্গে জনতা ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইল।

৭

উৎসবে

—কতবার বারে বারে এসেছিল সৌভাগ্য লগন
আশার লাবণ্যে ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা, হেসেছিল প্রভাত গগন।

* * * *

আজি উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে
বাতাসেরে করে যে উদাস।
কালস্রোতে এ অকূলে আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে,
বাঁশি কেন রহি রহি সে আহ্বান আনে বহি
আজি এই উল্লাসের গানে!"

সেই ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের এক পার্শ্বস্থিত অভগ্ন ঘরগুলির একটু নূতন দৃশ্য চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বকালের সদর দ্বার ও দ্বারবানদিগের গৃহের চিহ্ন-স্বরূপ যথেচ্ছ-পতিত ইটগুলো যথাসাধ্য সরাইয়া গুছাইয়া সে স্থানে দুইটা কলাগাছ রোপিত হইয়াছে। বহিরঙ্গনটি যথাসাধ্য পরিস্কৃত। অর্দ্ধভঙ্গ পূজামণ্ডপটিও পরিস্কার করিয়া দুইখানা বড় বড় সতরঞ্জি পাতা হইয়াছে, ভিতর বাড়ি হইতে সামিয়ানার বাঁশ ও কাপড় দেখা যাইতেছে এবং দরজার বাহিরে খানকতক চাটাই বিছাইয়া রসুনচৌকিওয়ালারা সদলে বসিয়া তাহাদের পোঁ ধরিয়াছে। বাড়ীর ভিতরে তখন ঘন ঘন উলু ও শঙ্খধ্বনি হইতেছিল। বরের সে দিন গাত্র-হরিদ্রা।

উৎসবে

বেচারী বর অতি নিরীহ লোকটির মত পীড়ির উপর বসিয়া আছে, পরণে নূতন লালপেড়ে ধুতি, কাঁধে রঙিন গামছা। সধবা বধূ ও কন্যাগণ তাহার চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জনৈকা গৃহিণী বলিলেন, "যেন জোড়া হয় না, সাত কিম্বা ন'জনে হলুদ দিও।"

"তাই হয়েছে, হরির বৌকে বাদ দেওয়া গেল।"

"কেন হরির বৌ বাদ কেন?"

একজন চোখ টিপিয়া বলিল, "ওযে দ্বিতীয় পক্ষ!"

"হ্যাঁগো খুড়িমা, ক'বার হলুদ ছোঁয়াতে হয়?"

"আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছ বাছা, তোমরা ত সব জান। সাতবার বুঝি, না বড়বৌমা?" "বাজন্দেরে মিন্সেরা করছে কি? বাজাতে বল্‌না! কিশোরী শাঁখ বাজা। সাতজন 'এয়ো' হলুদ হাতে নিয়ে বরের কপালে ছুঁইয়ে দাও! উলু দাওনা সবাই। দেখিস্ লো কাপড়ের বাতাসে প্রদীপ যেন খবরদার নেবে না।" "মেজবৌমা! তুমি এসব কর বাছা, ওদেরও ব'লে ব'লে দাও, আমি রান্না বাড়ী চল্‌লাম, সেদিকেব কতদূর গোছগাছ হ'ল দেখি!"

"বারবেলা পড়বে, বাববেলা পড়বে!" বাহির হইতে চীৎকার করিতে করিতে পরামাণিক ভিতরে প্রবেশ করিল। রসুনচৌকি তাহার পোঁ ধরিল, বাঙলা বাদ্য মহা সোরগোল বাধাইয়া তুলিল। বালক-বালিকারা গায়ে হলুদ দেখা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বাজন্দারদের নিকটে ছুটিয়া গিয়া অবাক্ ভাবে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্যে পাত্রের গাত্র হরিদ্রা শেষ হইল। বড়বৌ

ডাকিলেন, "খুড়িমা তুমি আগে আশীর্ব্বাদ কর, তবেত সবাই করবে।" "তোমরাই করনা বাছা, তা হলেই সব হবে!" "না তা কি হয়?" সকলের নির্ব্বন্ধে খুড়শাশুড়ী কুণ্ঠিতভাবে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ধানদুর্ব্বার পাত্রখানা সকলের হাতের নিকটে ধরিতে লাগিলেন। আশীর্ব্বাদ-ক্রিয়া শেষ হইলে খুড়িমা সকলের হাতে পান স্থপারী সন্দেশ ও সধবাদের ললাটে সিন্দুর দিয়া দিলেন। ওদিকে বালিকামহলে রং মাখানর ধূম পড়িয়া গেল। শুধু বালিকারা নয়, শেষে সকলেই সে পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পরস্পরকে রঙে ডুবাইতে লাগিলেন। একজন বয়স্কা বধূ বরকে তৈল মাখাইতে লাগিল। পান স্থপারি দেওয়া শেষ হইলে খুড়িমা বলিলেন, "আর দেরী ক'রনা, সবাই তেল হলুদ মেখে নেয়ে এস। বড়বৌমা, তোমরাও নাইতে যাও বাছা। তুমি ছোটবৌমা, গোপালের বৌকে নিয়ে নিরিমিষে যাও। ওবাড়ীর মেজবৌমা, নবৌমা, মুকুয্যেবৌমা তোমরা সব আঁষে যাও, আরও যাকে পাও জুটিয়ে নাও। তোমাদের জল বাটনা ঝিয়েরা দেবে। কিশোরী, আইবড় ভাতের পরমান্ন রাঁধ্‌বি কি বলিস্‌?" "হ্যাঁ, ছোট ঠাকুমা হ্যাঁ, আমি কাকার পায়েস রাঁধব!" "নে তবে আর রং খেলিস্‌নে! হলুদ মাখলিনে? একালের মেয়েরা হলুদ মাখেনা! আমরা সেকালে বিয়ে বাড়ীতে কত হলুদ মেখেছি,—না বড়বৌমা?"

মেজবৌ সহাস্যে বলিলেন, "দুঃখ ক'রনা বাছা, তোমার ছেলের গায়ে তার শোধ তুলে দিয়েছে! অমনি ক'রে কি হলুদ ছায় বরের গায়ে! ছাখত অন্যায়! ঠাকুরপো তুমিই বা কেমন? ছুঁড়ী-

গুলো যা খুসী করছে আর চুপ ক'রে আছ?" সেজবৌ কলহাস্যে বলিলেন, "চুপ ক'রে থাক্‌বেনা ত আজও 'তেরি মেরি' করবে নাকি? পাঁচদিন চোরের একদিন সাধের!" মেজবৌ বলিলেন, "আয় ভাই ঠাকুরপোকে নাইয়ে দি, নইলে ওরা আরও দুর্দ্দশা করবে!" পরামাণিক হাঁক দিল, "আমায় তেল হলুদের বাটীটা দাওনা গো, কর্ত্তা ওদিকে বকাবকি করছেন, এখনি আমায় কনের বাড়ী রওনা হতে হবে। দুঘণ্টা আর সময় আছে, তিন ক্রোশ হাঁটতে হবে!" রূপার বাটীতে বরের ব্যবহৃত তৈল ও হরিদ্রাবাঁটা কন্যার গাত্র হরিদ্রার জন্য পরামাণিকের হাতে দেওয়া হইল। এদেশে গাযহলুদের তত্ত্বের বৃষোৎসর্গ ব্যাপার চলিত নাই! বড়জোর এক ঘড়া তেল ও কিছু সন্দেশ বস্ত্র হরিদ্রাব সঙ্গে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বালিকা ও বধূরা খুড়িমার নির্দ্দেশ মত হলুদ তেল তেমন না মাখিলেও রঙে আপাদমস্তক রঞ্জিত হইযা সাবান গামছা ইত্যাদি লইযা ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত গ্রাম্যপথ মুখরিত করিতে করিতে ঘাটে গিয়া পড়িল। দীর্ঘিকার স্থির কালোজল অনেক দিন পরে অধীর তরঙ্গে সচকিত এবং বধূদের গাত্র ও বস্ত্রস্খলিত লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যিনি নিবামিষে যাইতে আদিষ্ট হইযাছিলেন তিনি স্নানান্তে বলিলেন, "দেখিস ভাই, সাবান ছোঁয়াস্‌নে, আমরা ঠাকুরভোগের ঘরে যাব!"

তারপরে সমস্ত দিনব্যাপী একটা হৈ হৈ ব্যাপার চলিতে লাগিল। এখন রান্না বাড়ীর দিকেই ধূম বেশী। বধূরা মাজায় কাপড় জড়াইয়া 'আখা' নামক বৃহৎ হোমকুণ্ডে বড় বড় কড়া ডেকচি

চড়াইয়া যজ্ঞের পূর্ণাহুতির ব্যাপার প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল। তরকারি কোটার ব্যাপার রাত্রেই শেষ করিয়া রাখা হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে কাঁচা তরকারীর স্তূপ কমিয়া মাছের আমদানি আরম্ভ হইল। উঠানের একধারে বঁটী পাতিয়া ঝিয়েরা মাছ কুটিতেছে, কেহ বা ধুইয়া আনিয়া আমিষ-রান্নাঘরে ঢালিয়া দিতেছে। অগ্নির প্রবল উত্তাপে বধূদের মুখ ফুলের মত টকটকে হইয়া উঠিতেছে, তথাপি সহাস্যমুখে সানন্দে "এতে হবে না খুড়িমা, এক কড়া ছাঁচড়ায় কি কুলুবে? এইটাই লোকে বেশী খাবে। আরও চাট্টি আলু বেগুন সিম কুটে দিতে বলুন, মাছের কাঁটা চোবড়া এখনো ঢের আছে। মুগের ডালও বোধ হচ্চে আর এক ডেক চাই। শুক্ত, শাকও বোধ হয় আর এক কড়া চড়াতে হবে। দু' কড়াতে হবে ত? বুঝে দেখুন বাছা।" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদের অশ্রান্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন এবং ফুটন্ত তৈলে মাছ ছাড়িয়া দিতেছেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাদের জন্য জল পান দধি ইত্যাদি লইয়া বারে বারে আসিতেছেন ও "বড়বৌমা, ছোট-বৌমা, বাছারা আগুনের জ্বালে খুন হ'ল, ঠাকুরভোগ হবে তবে বাছারা একটু জল মুখে দিতে পাবে।" ইত্যাদি বাক্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন; অথচ নিজে এখনো স্নান করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পান নাই।

ঠাকুরভোগের পর বরের আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন আরম্ভ হইল। একপাল বালকও বরের সঙ্গে পায়স ভক্ষণে বসিল। তখন আবার সকলকে পাকশালা হইতে হাত ধুইয়া পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতে

হইল, নইলে খুড়িমা ছাড়িবেন না। ব্যাচারা বর সেবার আশী-র্ব্বাদিকাদিগকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, মাতা মনে করিয়া দিলে সে অপ্রস্তুতভাবে ভ্রম সংশোধন করায় মেজবৌ সহাস্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, আর ভুল হয় না যেন! এ ক'দিন প্রত্যেক কাজে বভ্যিনাথের গরুর মত মাথা নাড়ার কসরৎ দেখানো চাই!"

'আইবড় ভাতে'র ভোজ মিটিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। একজন জ্ঞাতি বরকে রাত্রিভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। দুইদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে করিতে বর ব্যাচারা ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিল। সহরের মত এক থালা মিষ্টান্ন ও বস্ত্র পাঠাইয়া এখানে প্রতিবেশীরা নিষ্কৃতি লয় না। বরের সঙ্গে তাহার বাটীতে সমাগত আত্মীয়কুটুম্ব সন্তান-গুলিও প্রত্যেকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে।

পরদিন অধিবাস। 'এয়ো'দের ডাকাইয়া তাহাদের মধ্যে জনৈকা গরিষ্ঠাকে প্রধান সধবার পদে বরণ করিয়া নূতন কাপড় পরাইয়া কামাইতে বসান হইল। নাপিত বধূও নূতন কাপড় পরিল। তখনও অল্প স্বল্প রঙের খেলা চলিল। একে একে সমাগতা সকল সধবা ও কুমারীদের আলতা পরাইয়া পান সুপারি সন্দেশ দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইল। পুত্রের আয়ুর্বৃদ্ধি কামনায় গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের বাড়ী তৈল সন্দেশ পান সুপারি বিতরিত হইতে লাগিল। মুচি আদি নীচ জাতিরা অধিবাসের দিন নিজেরা দলে দলে আসিয়া তৈল সন্দেশ মুড়ি মুড়কী বস্ত্রাঞ্চল পূরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সন্দেশ এক একটি চিনির ঢিবি মাত্র, লুচি কচুরী ক্ষীর আদির ছড়াছড়ি একে-বারেই নাই; তথাপি দুটা মুড়ি মুড়কী লইতে তাহাদের কি আগ্রহ!

পরামাণিকের ব্যস্ততার সীমা নাই। সে সপুত্র গোটা কয়েক কলাগাছ আনিয়া ডাক হাঁক জুড়িয়া দিল, "ন' কড়া কড়ি দাও, গিঁটে হলুদ সুপুরী দাও, ছান্‌লাটা বেঁধে দিয়ে যাই—আমার কি এক কাজ! মালী মাগী শুধু টাকা আর সিধে নিতে জানে! ছান্‌লায় টাঙ্গাতে কদমফুল পাতিময়ুর দ্যাযনি? আপনারা ত কিছু বল্‌বেন না, দেশে না থেকে থেকে সবই ভুলে গিয়েছেন। হ'ত আমাদের বাড়ী ত টের পেত।" ইত্যাদি বকিতে বকিতে নরসুন্দর ছান্‌লা বাঁধিয়া দিয়া গেল। খুড়িমা বলিলেন, "একজন এয়োস্ত্রী ছান্‌লাতলা নিকোও, সেজবৌমা তুমি পিটুলি বাঁট, আজই পিঁড়েয় আল্‌পনা দিতে হবে! কালকে ভোরে জলসাধা নান্দীমুখের হাঙ্গাম, আবার বরযাত্র সকালেই খেয়ে রওনা হবে,—কাল আর কখন কি হবে? নাপিত বৌ, পাড়ার বৌঝিদের ডেকে আন্‌, নান্দীমুখের চাল কাঁড়্‌তে হবে। রাঙ্গাদিদির বাড়ী 'ছিরি' গড়তে দেওয়া হয়েছে আন্‌তে হবে!" জনৈকা বধূ বলিলেন, "হ্যাঁ গা, কুলো ডালা সাজান হয়েছে ত? অধিবাসের ডালায় বাইশ রকম জিনিষ লাগে। কুলোয় চাট্টি ধান দিয়ে তার ওপরে 'ছোবা' চারটে রাখতে হয়, 'ছোবা'র ভেতরে হলুদ মেখে চাল কলাই কড়ি গিঁটে হলুদ দিয়ে একখানা চেলির কাপড়ে কুলো ঢাক্‌তে হয়। কুলো যে মাথায় করবে সে এক বচ্ছর কাসন্‌ করবে না, বড়ী দেবে না, ছাতু খাবে না, মাকেই কুলো মাথায় করতে হয়!"

"মেজবৌমা তার বৌকে দিয়ে কুলো ডালা সব গুছিয়ে দিইয়েছে।"

উৎসবে

পাড়ার সধবা কুমারী সকলেই বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের নিজ গৃহকর্ম্ম আজ বিয়ে বাড়ীর মাঙ্গলিক কার্য্যের নিকটে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। "ওরে কেউ বরকে ডাক্! আমি চালের ধামা নিই, হরির বৌ পান স্থপুরীর থালা নিক্, কিশোরী শাঁক বাজা, নলিনীকে জলের ঘটী দে। মেজবৌমা রামকে কোলে নাও, ওরা তো তোমাদের দেওর নয় বাছা, পেটের ছেলের চেযেও ছোট!" মেজবৌ হাসিতে হাসিতে কিশোর বরকে কোলে তুলিয়া লইতে গিয়া বলিলেন, "শোন ভাই! আমরা আজ দেওর ব'লে তোমার মান্য কর্‌ব মনে করছি কিন্তু খুড়িমা তা কর্‌তে দিচ্চেন না!" বর কিন্তু কিছুতেই কোলে উঠিতে রাজী না হওয়ায় অগত্যা বরের হাত ধরিয়া এবং পান দিয়া বরের চোথ ধরিয়া মেজবৌ অগ্রসর হইলেন। "কিশোরী আগে চল, গোটা দুই বাজনদারকে সঙ্গে ডেকে নে; আমার ত ঢেঁকি নেই, কৈবর্ত্ত বাড়ী যেতে হবে। বড়বৌমা, ছোটবৌমা কুট্‌নো ফেলে একবার উঠে চল বাছা, দেওরের বিয়ের সব কাজ দেখতে হয!" বড়বৌ আপত্তি করিলেন, "ওরাই যাক্, আমরা উঠলে এখনি কুট্‌নো ফেলে এরাও দৌড় দেবে, আর ধর্‌তে পারব না!" খুড়শাশুড়ী না শুনিয়া হাত ধরায় অগত্যা তাহাদের উঠিতে হইল।

কৈবর্ত্ত বাড়ীর অঙ্গন বিয়ে বাড়ীর এয়োয় ভরিয়া গেল। কৈবর্ত্ত গৃহিণী "এসো মা সকলে এসো।" বলিয়া সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিল। শাশুড়ী বলিলেন, "আটদিন ঢেঁকি পাড়্‌তে পাবি না ভাই!

তোদের নিত্য ধান ভানা, ক্ষেতিতো হবে বড্ড!" "তাহোক্ ছোট দিদি ঠাকৃরুণ! কত ভাগ্যে তোমার ছেলের বিয়ে! কেন আমি ত যশার মাকে বলেছি দিদি ঠাকৃরুণকে আমার ঢেঁকি নিতে বলিস্! আহা সেকালে গিন্নিরা আমার ঢেঁকি ছাড়া আর কেউরি ঢেঁকি নিতেন না! বছরে তখন এবাড়ীতে দুটো তিনটে ক'রে বিয়ে হ'ত! কোথায় গেল সে সব ধনেরা! গিন্নিরাই কোথায় গেল! তারা থাকৃলে কি আজ ওবাড়ীর অমন দশা হয়?" কৈবর্ত্ত গৃহিণী চোখ মুছিতে লাগিল। আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে করুণ রাগিণী বাজিয়া ওঠায় সকলেরই নাসাপথ হইতে এক একটা নিশ্বাস বহির্গত হইল। বড়বৌ বলিলেন, "আজ আর ওসব কথা কেন? শুভ কাজ! কই ঢেঁকি নিকিয়ে রেখেছিস্ ত?" "আমি 'আঁড়্' মানুষ, আমি কি পারি? নেপ্লার বৌড়াকে ধ'রে নিকিয়ে নিইছি!" "তোর সব বিট্কেল! ঢেঁকি নিকুবি তাও দোষ?" "খুড়িমা! ঢেঁকির মাথায় তেল সিঁদুর পান সুপুরী সন্দেশ দাও, ঢেঁকি বরণ কর! দাসশাশুড়ী একটা বাটী আন্ বাছা, ঢেঁকির মাথার নীচে পাত্, নইলে তেলটা সব প'ড়ে নষ্ট হবে। নে তোরা ন'জন বা সাতজন ঢেঁকিতে ওঠ, আমি চাল্ দেওয়াই।" পান দিয়া বরের চক্ষু ঢাকিয়া, স্বর্ণরজ্জুতে (হারে) যুগল হস্ত আবদ্ধ করিয়া ঢেঁকির গড়ে চাল্ দেওয়াইতে দেওয়াইতে মেজবৌ বলিলেন, "কনের নাম কি গো?" নলিনী, রাণী কলহাস্যে বলিল, "মেজ জ্যেঠিমার সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার ভার্য্যা? কনের নাম জানেন না অথচ সব করান'

চাই।" "কি জানি বাছা অত খোঁজ রাখতে পারি না। নে বল্ শীগ্গির, ব্যাচারা হাত বাঁধা কতক্ষণ থাকবে?"

"সুবর্ণলতা গো সুবর্ণলতা!" "বল ঠাকুর পো! সুবর্ণলতার চাল কাঁড়াচ্চি! তিনবার চাল্ দিতে হবে। মন্তর বল্‌ছ ত মনে মনে?" "হ্যাঁ হ্যাঁ হল তো তোমাদের?" "ওকি উঠ্‌ছ কেন? চোখ ঢেকে যেতে হবে আবার! শুধু বৌটি পাওয়া নয় গো, এতে অনেক ঝক্‌মারী। আর এই ত কলির সন্ধ্যে! বাসর ঘরের ধাক্কা সামলে এসো তবে বল্‌ব বীর পুরুষ! নেলো তোরা পাড় দে, সাতবারের বেশী হয় না যেন।" শঙ্খ হুলুধ্বনি ও পদালঙ্কারশিঞ্জিতের সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকি তালে তালে সাতবার উঠিল ও নামিল। কোথায় গেলেন কালিদাস! নীরস শুষ্ককাষ্ঠও বোধ হয় তাঁহার বর্ণনায় এই দোহদে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিত! আবার সধবাদের হস্তে পানসুপুরী ও ললাটে সিন্দুর দেওয়া হইল। এই দলে কিশোরী দাঁড়াইয়া অবাক্ নেত্রে উৎসবের প্রতি কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহাকেও কেহ কিছু করিতে গেলে ছুটিয়া পলাইতেছিল। এখনো তাহার ঠাকুরমা সম্পর্কীয়া বরের মাতা তাহার কপালে সিন্দূরের টিপ ও হাতে পানসুপারী দিতে গেলে সে পলাইল। ঠাকুরমাতা বলিলেন, "দাঁড়া শালি, আই-বুড়ি থুবড়ি! তোরও বিষ দাঁত শীগ্গির ভাঙাতে হচ্চে। বড়বৌমা, আর দেরি কর্‌ছ কেন বাছা? মেয়ে তো বড় হয়েচে, এইবার তুমিও মেয়ের বিয়ে জোড়। সবাই এক জায়গায় হয়েচে, একসঙ্গে দুটো শুভকাজই হয়ে যাক্।" বড়বউ বলিলেন, "আমার কি অসাধ

বাছা? অমৃতে অরুচি কার? অভিভাবকরা যে কানেই তোলেন না।” “কে অভিভাবক? কৃষ্ণপ্রিয়া? সে আপনার পূজো আচ্ছা নিয়েই থাকে—সে আবার কি করবে বাপু? তোমারই যখন সব ভার তখন তুমিই মেয়ের পছন্দ মত বিয়ে দেবে।”

“তাও কি হয় খুড়িমা? যতই হোক তাঁরই তো ভাইঝি। দেখি এবার কি করেন।” “আমরাও বলব। নাও এইবার তোমরা জলধারা দিয়ে বর বাড়ী নিয়ে যাও। “আমি ‘ছিরি’ বরণ করে নিয়ে আসি, সেজবৌমা ‘ছিরি’র সিধেটা এনেছ ত? রাণী, নলিনী, তোরা কুলো ধর, একা তুলতে নেই।” হুলুধ্বনির সঙ্গে খুড়িমার মস্তকে কুলা দেওয়া হইল। তাঁহার বারাণসীর আঁচলে একখানা হলদে রঙের ছোপান নূতন ন্যাক্‌ড়াবাঁধা, সেটা মাটিতে লুটাইতেছে। ইহার নাম ‘সোহাগ’। বরকন্যার যাহাতে পরস্পরের এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট আদর বর্দ্ধিত হয় সেজন্য এ ‘তুক্‌’! বাহিরে আসিয়া বালিকা নলিনী তাহার সমবয়স্কা হরির বৌকে বলিল, “তোমার পানসুপারী কই কনে বৌদিদি?” হরির বৌ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, “নেপ্‌লার বৌকে দিয়ে দিয়েছি! কি বারে বারে পান আর সুপারি হাতে নেওয়া, কাপড়ে সন্দেশের চট্‌চটে হাত দিতে হচ্চে!” কৈবর্ত্ত শাশুড়ী সগর্জ্জে বলিল, “কি বল্‌লি কনে বৌ? পান সন্দেশে কাপড় খারাপ হবে? যত কিছু ‘নাবোন্‌ ভোবন্‌’ সব ঐ ঘটের প্রসাদে,—ঐ সিঁদুর কৌটাটি—ঐ পানসুপারীর কত মান্য তা জানিস? এ সব মঙ্গল কাজে ঐ তুচ্ছি জিনিষ হাতে পাওয়া কি কম ভাগ্যির কথা? এইত তোদের বড়দি, ছোট্‌দি ঐ কাঁচা বৌটা দেখছিস্‌

তো? তোদের বুকের পাটার বলিহারী! একালের মেয়েরাই অমনি!" —"থাম্ থাম্" করিয়া সকলে তাহাকে থামাইল। দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া প্রত্যেক কার্য্যে তাহাকে বাদ্ দেওয়াতে বেচারা হরির বৌ বড় চটিয়া গিয়াছিল; সেও ত বালিকা বৈ নয়! এখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সেজবৌ বলিলেন, "হ্যাঁ মেজদি! হাই আম্লা কাদের দিয়ে বাঁটানো যাবে? অধিবাসের ডালায় সকালেই ত চাই!" "যাদের খুব ভাব এমন জামাই বা ছেলে বৌ ধ'রে বাঁটিয়ে নে!" "ও মেজদি তবে সে তোমাকেই বাঁট্তে হবে!" সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাবে সায় দিয়া গেল। মেজবৌ "দূর পাগল্বা সব!" বলিয়া কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বড়বৌ আসিয়া বলিলেন, "তাই কর্তে হবে লো। ওসব ছেলে ছোক্রারা রাজী হবে না, একালের চ্যাটা সব। আর তোরা বাঁট্লেই বরকনের বেশী ভাব হবে। আমি ঠাকুরপোকে ডাকাচ্চি, হাত ছুঁইয়ে দিয়ে যাক্, শেষে তুই বেঁটে নে।"

তুমুল হুলুধ্বনি ও সন্দেশ ছড়াছড়ির মধ্যে 'হাই আম্লা' বাঁটা শেষ হইল। যাঁহারা আম্লা বাঁটিবেন তাঁহারা এবং পার্শ্বচরেরা সকলেই কলহাস্যে পরস্পরকে সন্দেশ খাওয়াইয়া, ছুড়িয়া মারিয়া উক্ত কর্ম্ম শেষ করিলেন।

প্রায় সমস্ত রাত্রি পান সাজিয়া কুট্না কুটিয়া কাটাইয়া শেষ রাত্রে আবার 'দধি মঙ্গলে'র ধুম। পরদিন উপবাস করিবে বলিয়া বর ব্যাচারাকে সেই রাত্রে ক্ষীর চিঁড়া ভোজনের জন্য টানিয়া আনা

হইল। তাহার পক্ষে যদিও ইহা নির্য্যাতন ভিন্ন অন্য কিছু নয় কিন্তু ইহা মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অন্তর্ভূ'ত, অতএব করিতেই হইবে। সধবা ও কুমারীগণ পাতা পাতিয়া 'দধি মঙ্গলে'র নিয়ম রক্ষার্থ দুই চারিটা চিঁড়া মুখে দিলেন। খুড়িমা বলিলেন, "এই শেষ রাতে কি খেতে পারে?" মেজবৌ বলিলেন, "তা ব'লে ফাঁকি দিলে চল্‌বেনা বাছা! বেলা হোক্ তখন খেতে পারি না পারি বুঝিয়ে দেব।" একটি দেবর যোড়হস্তে বলিলেন, "ঐ ছালা বোঝাই চিঁড়ে এবং হাঁড়ী হাঁড়ী দই ক্ষীর থাকল, মশায়রা যত পারেন খাবেন, কিন্তু এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু শীগ্‌গির ক'রে উঠে আপনাদের 'হাঁড়ী মঙ্গল', 'সরা মঙ্গল' আর যা আছে সেরে ফেলুন; বর যাত্রীরা সকালেই খেয়ে বেরুবে, নান্দীমুখের অনেক গণ্ডগোল আছে, হেঁসেলে চট্‌পট ঢুক্‌বেন, অন্নপূর্ণাদের দোহাই।"

অতি প্রত্যূষে শঙ্খ হুলু ও বাদ্যশব্দে সমস্ত গ্রামকে জাগরিত করিয়া সধবারা 'জল সাধিতে' বাহির হইলেন। সর্ব্বাগ্রে আভাঙ্গা পুকুরের জল লইবার জন্য বংশপুঞ্জ-বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথকে ভূষণঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিলেন। ঊষার পিঙ্গল আভা সে বনের মধ্যে তখনো প্রবেশ করিতে পায নাই; শেষ রাত্রির সুমন্দ চন্দ্রকিরণ বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া যথাসাধ্য অন্ধকার বিদূরিত করিতেছিল।

দীর্ঘিকার বুকেও খণ্ড চন্দ্র হাসিতেছিল। আকাশ পাণ্ডুবর্ণে রঞ্জিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লঘু মেঘস্তরে কোথা হইতে ঈষৎ গোলাপি আভায় আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রবিম্বিত পুকুরের স্থির কালো

জল উষালোকে বিচিত্র শোভা ধরিয়াছে। 'পাড়ে'র চারিধারে আম্র কাঁটালের ঘন বন; বাতাসে বনফুলের গন্ধে মাখামাখি হইতেছিল। কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল, মাছরাঙ্গা নানা ছন্দের রাগিণী আলাপ ধরিয়াছে। বালিকা কিশোরী চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "পাড়েব বাগানেও আজ বোধ হয় বিয়েবাড়ী।"

সাত জন এয়ো হাতধরাধরি করিয়া হুলুধ্বনির সহিত মঙ্গল কলসে জল ভরিয়া বলিল, "চল,—সাত বাড়ী জল সাধ্‌লেই হবে। ওদিকে বেলা হচ্চে।" তাহাদের হুলুধ্বনিতে ক্রুদ্ধ হইয়াই বোধ হয় পাপিয়া গ্রামের উপব গ্রামে তান চড়াইতে লাগিল। কোকিলও তাহার ভোরে স্নিগ্ধ 'কু-উ'স্বর পঞ্চম হইতে সপ্তমে তুলিল।

জল সাধিয়া বাড়ী ফিরিয়া আস্তে ব্যস্তে বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া তাহারা রন্ধনের দিকে ছুটিল। পুরোহিত মহাশয় কলাগাছেব 'পেটো' লইয়া এবং পরামাণিক তাঁহার হুঁকা কলিকা লইয়া সমান ব্যস্ত। কর্ত্তার তাগাদায় অগত্যা পুরোহিত মহাশয় নান্দীমুখেব অন্য সমস্ত দ্রব্য ঠিক করিয়া উভয়ে নান্দীমুখে বসিয়া পড়িলেন। বরকেও স্নান করাইয়া 'শুভ গন্ধাধিবাসে'র জন্য নিকটে বসান হইল।

বাহিরে ৮।১০ খানা গোশকট রঙিন্ সতরঞ্চিতে 'ছাপ্পো'র ঘিরিয়া বাঁশের গায়ে ও গরু মহিষের শৃঙ্গে নানা বর্ণের দাগ কাটিয়া বরযাত্রী লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। পাল্কীর বেহারারা নিরীহ গাড়োয়ানদের সাহঙ্কারে বলিতেছে, "আরে তোমরা গিয়ে সেই গাঁয়ের কোলে পৌছুবার পরও যদি আমরা

রওনা হই তো আগে গিয়ে পৌঁছুব। তোমরা তাগাদা ক'রে বেরিয়ে পড়না!" তাহাদের গর্ব্বে ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া জনৈক যুবা গাড়োয়ান বলিল, "যাবি ত ভার কাঁধে ব'য়ে! কাঁধও যা মাথাও তাই! মাথায় ব'য়ে সোয়ারি নিয়ে যাবি তার আবার এত অহঙ্কার! আমরা তোফা নবাব পুত্তুরের মত ঘুমুতে ঘুমুতে আয়েস ক'রে যাব। তোদের মত ত কাঁধে বইব না।" জনৈক বেহারা উত্তর দিল, "কাঁধে কে না বয়! এই যে গরু মোষ, ওনারাও তো মানুষ! ওনারা কি কাঁধে বইবেন না?" এ অকাট্য প্রমাণে গাড়োয়ান বেচারা আর প্রতিবাদের পথ পাইল না! 'আমকেষ্ট', 'রভয়' প্রভৃতি যুবকেরা মাথায় টেরা সিঁথি কাটিয়া, গায়ে ইস্ত্রিকরা ডবল ব্রেষ্টের কামিজ এবং তদুপরি অর্দ্ধ মলিন 'ফোতা' বা 'উড়ুনি' পরিয়া, কোমর বাঁধিয়া সকলের উপর সর্দ্দারি এবং বরযাত্রীর সকল বিষয়ের তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। "কেদার! এই তামাকের সরঞ্জাম তোমার জিম্বা, রাস্তায় যেন তখন এটা কই, ওটা কই ব'লে গোল বাধিওনা! তামুক চাইলেই যেন সবাই পান্! রংমশাল তুবড়ী হাউয়ের ঝুড়ি ক'ডা হুরমুৎ ভাই তোমার জিম্বা, গাড়ীতে যেন ভাঙ্গেনা বা নষ্ট হয় না! সব গাড়ীতে বিছানা পাতা হ'য়েচে ত? দাদাঠাকুর! গাড়োযান আর বেহারাদের সব খাইয়ে দেন, এরা তবে সব বাঁধা ছাঁদা করতে পাবে। রায়বেঁশের দল যে এখনো এসে পৌঁছুলনা। থাক্‌বে তানারা প'ড়ে। বাজন্দার ভাই সব খেয়ে লাও, এখনি 'ছি আচার' আরম্ভ হবে, তোমরা তখন বাজাবে না গরাস্ তুল্‌বে?

আ-ছিঃ দাদাঠাকুর এখনো আপনারা খেতে বস্‌লেন না ? দোপর গড়িয়ে যায় ! তিন ক্রোশ যেতে হবে, পারপারানি 'ঝড় ঝঁ্যাওটা'র সময় ! এসব 'শুবকর্ম্মে' একটু আগাম 'শুবযাত্রা' করাই ভাল !"

বরযাত্রী বালবৃদ্ধযুবারা আহারাদি সমাপনান্তে যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া গোযানারোহণ করিলেন। কেবল বব ও বরকর্ত্তার পাল্কী এবং 'রভয়" প্রভৃতি 'স্বেচ্ছাসেবকে'রা কেহ কেহ বর লইয়া রওনা হইবার জন্ম অপেক্ষায় রহিল। "ওগো আর দেরী ক'রনা, কি কি কর্‌বে ক'বে নাও না !" পরামাণিকের চীৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া এয়োরা সব একত্র হইল। সেজবৌ বলিলেন, "খুড়িমা আমরা বরের হাতে স্থতো বেঁধে দিচ্ছি, তুমি বাছা দশবার জপ ক'রে একটু জল মুখে দিয়ে এস, নইলে বর রওনা করা হবে না।" বরকে একখানা ঝাঁপের উপর দাঁড় করাইয়া চারিদিকে সাতজন এয়ো দাঁড়াইল এবং নলীর স্থতা খুলিয়া বরের চতুর্দ্দিকে সাত খেই বেষ্টন করিয়া দিল। সধবারা সেই সূত্র হস্তে ধরিয়া সাতবার বরের পাযে ও ললাটে ছোঁয়াইয়া শেষে বরের পায়ের নীচে দিয়া তাহা বাহির করিযা লইয়া বরের দক্ষিণ হস্তে যথাসাধ্য জটিল গ্রন্থি বাঁধিয়া দিল। বিবাহের পর এই সূত্র কন্যার দ্বারা খোলাইতে হইবে। "খুড়িমা, এইবার এসে কুলো মাথায ক'রে পান দিয়ে বরের চোখ ঢেকে দাঁড়াও বাছা, আগুরিটা হ'লেই হয় ! ধোবা দিদি, এগিয়ে আয় ! তিনটে ক'রে খড়ের নুড়ো এনেছিস ত ? ঐ খড় কটা দিযে আগুন জ্বাল, এক একটা ক'রে তিনবার তিনটে নুড়ো নিয়ে পা ববণ কর। ঠাকুরপোর পরণের এ কাপড়খানা

ধোবারা পাবে।" বরণ সমাপনান্তে ধোপাবৌ খড়ের ছাই লইয়া জিহ্বাগ্রে তিনবার স্পর্শ করিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "তেত' না মেটো?" ধোপাবৌ তিন বারই বলিল, "মেটো।"

"আগুরি সমাপ্ত হইলে বর অগ্নিস্পর্শ করিয়া এবং সে বস্ত্র ছাড়িয়া অন্য বস্ত্র পরিয়া 'কামানে' বসিল। নরসুন্দর কার্য্য সমাপনান্তে নিজ প্রাপ্য বস্ত্র লইতে ভুলিল না। কপালে সাতবার হলুদ ছোঁয়াইয়া, ছাউনি হাঁড়ির জল মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া তখন সকলে বরসজ্জায় মন দিল। চন্দনে চর্চ্চিত, ফুলের গড়ে মালায় ভূষিত, ললাটে দধির ফোঁটা, মস্তকে টোপর হস্তে দর্পণ ও বারাণসীর জোড়ে সজ্জিত বরকে তখন ছান্‌লাতলায় আনা হইল। সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জননী নিজ পদধূলি লইয়া বামহস্তে পুত্রের মস্তকে দিলেন, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ঈষৎ দংশন করিযা, বক্ষে থুৎকুড়ি দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কোথায যাচ্ছ বাবা?" পুত্র নতমস্তকে বলিল, "তোমার দাসী আন্‌তে।" হুলু, বাদ্য ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বর শিবিকারোহণ করিল। নবসুন্দব ছুটিযা আসিয়া বলিল, "যাঃ বরের রাত্রের জল খাবারের পান নেওযা হয়নি। আগে যে সেই জল খাবার বর খাবে, তার পরে তাদের বাডীব খাওয়া। শীগ্‌গির দেন, যা আমি মনে না করব তা'ত আর হবে না!"

অতঃপর মহা সোরগোলে বর ও বরকর্ত্তার পাল্কী চলিয়া গেল। পূজা অন্তে মণ্ডপের মত বিয়ে বাড়ী নিমিষে 'ভোঁ ভাঁ' হইযা পড়িল। খুড়িমা সজল চক্ষে দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বিমর্ষ ভাবে বসিল।

উৎসবে

সন্ধ্যাকালে একবার ছান্‌লাবরণ করিতে এয়োরা একত্র হইয়া, কুলো ডালা শ্রী ইত্যাদি লইয়া সকলে সাতবার ছান্‌লাকে প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু 'বিয়ে বেরিয়ে' যাওয়ার পর 'বিয়েবাড়ী'র কোন কার্য্যেই পূর্ব্বের মত উৎসাহের সুর মিলিল না।

পরদিনও ঐরূপ 'সিম্‌সামে' কাটাইয়া বৈকালে সকলে বর-কনে আসার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ছান্‌লাতলায় জোড় পীঁড়ি পাতিয়া 'কুলা-ডালা শ্রী' সব বাহির করিয়া রাখা হইল। সর্ব্বকার্য্য সমাপনান্তে বধূগণ যেই নিজ সজ্জায় হাত দিয়াছেন অমনি গ্রামের বাহিরে বাদ্যের শব্দ শোনা গেল। "বিয়ে এসে প'ল বিয়ে এসে প'ল !" রবে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। গ্রামের বালক-বালিকা বৃদ্ধা যুবতীরা বিযেবাড়ী অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মুখে উলু, হস্তে শঙ্খ, কেহবা অঞ্চলে খই কড়ি লইযা সদর দরজাভিমুখে ছুটিল। বাদ্য শব্দের উপরও তিনগুণ 'হেঁইও হুঁইও' শব্দ করিতে করিতে বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধে উপস্থিত হইল। পশ্চাতে 'রাযবেঁশে'রা লাঠি ঘুরাইয়া পূবা দমে নাচ আরম্ভ করিয়াছে। পাল্কীর পার্শ্বে পার্শ্বে 'স্বেচ্ছাসেবকে'রা মাল্‌কোচা মারা, রঙে-চুবান ডবল ব্রেষ্টের সার্ট ও উড়ানিপরা, মুখে পান, চেবা-সঁতি, আলুথালু চুল, ললাটে ঘর্ম্ম, জনসংঘের মধ্য দিয়া পাল্কীকে অগ্রসর করিয়া আনিতেছে। শিবিকা থামিতেই পাল্কীর উপর খই কড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি বর্ষিত হইল এবং বিবাহের মঙ্গল কামনায শিবিকার তলায একঘড়া জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। ঘড়াটা বাহকেরা দখল করিল। দুইজন সধবা পাল্কীর দুই দ্বারের

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই থালা চাউল তদুপরি এক একটা মুদ্রা লইয়া পাল্কীর তলা এবং ভিতর দিয়া পরস্পরের হস্তে দিতে লাগিলেন। তিনবার এইরূপ করার পর থালা ও মুদ্রা বাহকদের দখলে গেল। পুত্র ও বধূর মুখে খুড়িমা শিবিকার ভিতরেই মিষ্ট দিলেন এবং মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন। বরের হাত ধরিয়া ও বধূকে ক্রোড়ে করিয়া ছানলাতলায় আনিয়া বধূকে দুধে-আল্‌তার পাত্রে, বরকে পীঁড়িতে দাঁড় করান হইল। বধূর কক্ষে মঙ্গলঝারি, হস্তে মৎস্য এবং মস্তকের উপর বরের বামহস্ত স্থাপনা করিয়া তাহার উপরে ধ্যানের আড়ি সিন্দূর কৌটাসহ দেওয়া হইল। ঝারি ও ধানের আড়ি সধবা বালিকারা ধরিয়া রহিল, কেননা বরকন্যা বেচারারা তখন নিজেরাই অসম্বৃত! খুড়িমা ধান দুর্ব্বা পান প্রদীপ ইত্যাদি লইয়া পুত্র ও বধূকে বরণ করিতে লাগিলেন। মেছুনিরা মাছের ডালা আনিয়া বধূর সম্মুখে ধরিতে লাগিল, কেননা যেমন তেমন মাছ দেখাইয়াও তাহারা টাকা ও বস্ত্র লাভ করিবে। বরণান্তে সকলের আশীর্ব্বাদ লইযা জলধারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নববস্ত্রের উপর দিয়া বর-বধূ গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। সেই সময়ে বধূর মস্তকস্থ ধান্য বর দর্পণ দ্বারা কাটিয়া চারিধারে বধূর পশ্চাতে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। ঘরে গিয়া বধূ বসাইয়া শাশুড়ী সর্ব্ব ভূষণের অগ্রে একগাছি লোহা লইয়া বধূর বাম হস্তে পরাইয়া দিলেন। কড়ি খেলাইবার জন্য রহস্য সম্পর্কীয়াগণ চারিধারে ঘেরিয়া বসিল।

গৃহ-দেবতা রাধাবল্লভের গৃহে লইয়া গিয়া বরবধূকে প্রণামী দিয়া প্রণাম করাইয়া আনা হইলে সমস্ত গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া

বর-বধূ আশীর্ব্বাদ ও যৌতুক গ্রহণ করিতে লাগিল। সবশেষে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী বর-বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। বরের মাতাও প্রায় সমবয়স্কা ভাসুর কন্যাকে সাদরে আহ্বান করিয়া বর-বধূকে বলিলেন, "তোমাদের পিসিমা:ক প্রণাম কর।" গ্রামের একজন বয়স্থা প্রতিবাদের ভাবে বলিলেন, "বরের পিসি বটে কিন্তু কনের বোধ হয় জেঠিমা হবে আমাদের কৃষ্ণপ্রিয়া, এইরকম শুনছি যেন, না?" কৃষ্ণপ্রিয়া সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া ধান্য দূর্ব্বায় বর-কন্যার আশীর্ব্বাদ শেষ করিলেন। তাঁহার পায়ের ধূলা লইলে উভয়ের শিরশ্চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিবামাত্র দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান একটি সুদর্শন যুবক তাঁহার পায়ের নিকটে নত হইয়া প্রণাম করিল; পদধূলি গ্রহণ করিয়া স্মিতমুখে মাথা তুলিয়া বলিল, "আপনি আমাদের জেঠিমা?" কৃষ্ণপ্রিয়া বিস্মিত নেত্রে সেই তরুণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিল। আবার সেই বয়স্থা গৃহিণীই অগ্রসর হইয়া তাহার বিস্ময় ভঞ্জন করিয়া বলিলেন, "এটি বুঝি কনের ভাই? কনের সঙ্গে এসেছে?" বরের ভাই পাশেই ছিল, সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ উনি বৌদির দাদা! পিসিমার সঙ্গে দেখা করতেই উনি আজও এসেছেন। বল্‌ছেন, কখনো তাঁকে দেখিনি, প্রণাম করতে যাব।" কৃষ্ণপ্রিয়া তথাপি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। নবাগত যুবা যেন আশ্চর্য্য ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া ছিল। কোন উত্তর না পাইয়াও আবার বলিল, "সুবর্ণ আপনাকে প্রণাম করেছে ত জেঠিমা?" কৃষ্ণপ্রিয়া

এইবার সসম্মতির ভাবে মাথা হেলাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ"।
—"আপনারা কোন্ বাড়ীতে থাকেন?"

"অন্ত বাড়ীতে!" "চলুন আপনার সঙ্গে যাই।" বরের ভাই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বারে, জলটল খান্ আগে, সকলের সঙ্গে দেখা শোনা হোক্! ঐ তো পিসিমাদের বাড়ী, যাবেন এখন—এত তাড়া কি?" "আসব আবার, চলুন জেঠিমা!" কৃষ্ণপ্রিয়া শান্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "একটু পরেই যেও, নৈলে সকলে উদ্বিগ্ন হবে!" তিনি অঙ্গনে নামিয়া চলিয়া গেলেন। যুবক একটু যেন ক্ষুণ্ণ ভাবেই অগত্যা নিবৃত্ত হইল।

বধূকে 'ভরা হেঁসেল' দেখাইয়া তবে সমাগত বরযাত্রীদের ভোজন করান হইল। পরদিন বৌভাত, গ্রামের সকলেই নিজের কাজ ভাবিয়া যার যথাসাধ্য করিতে লাগিল। তুপুব রাত্রি পর্য্যন্ত ভোজ চলিল। আহূত অনাহূত সকলেরই সমান আদর! উঠানে কলাপাতা পাতিয়া শাক শুক্তাঘণ্ট চড়চড়ি ও শুষ্ক অন্ন, লুচি সন্দেশ পোলাও কালিয়ার অপেক্ষা সকলে সাদরে ভোজন করিতেছে। কার্য্যগতিকে যে খাইতে আসিতে পাবে নাই তাহার জন্ত পর্য্যন্ত অন্ন পাঠাইয়া দেওবা হইতেছিল। পাড়ার ছেলেরা দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত মাথায় করিয়া ভাত বহিতেছে, 'জোল' কাটিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত নামাইতেছে। তাহাতে তাহাদের লজ্জা অপমান বা আলস্থ শ্রান্তি ছিল না। তুই যুগ পূর্ব্বেব গ্রাম্য যুবকদিগের সহিত এখনকার গ্রামের ছেলেদেরও অনেক বিষয়েই অনেকখানি পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

৮

নব পরিচয়ে

—যাত্রীরা তব বিস্মৃত পরিচয় !
সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুন্নতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

ফুলশয্যা এবং 'সুবচনীর ধার শোধা' অথবা পূজার পরে বিবাহ বাড়ীর জমাট ভাব যেন একটু ফাঁকা হইয়া আসিয়াছিল। পাড়ার সধবারা নিজ নিজ গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছে। 'সুবচনীর কথা'য় গরীব ব্রাহ্মণ বালকের রাজার বাড়ী রাখালির কাহিনী এবং রাজবাড়ীর খোঁড়া হাঁসের ইতিবৃত্তের সঙ্গে কোঁচড় ভরিয়া খইমুড়্কি মোওয়া পাইয়া পাড়ার বালক বালিকারাও পরিতুষ্ট ভাবে কয়দিন নিশ্চিন্তে খেলায় মন দিয়াছিল, ইতিমধ্যে নববধূর 'ধূলপায়ে লগ্ন' অথবা শ্বশুর গৃহ হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্য বাড়ী গিয়া আবার শ্বশুর গৃহে আসা, দ্বিরাগমন অভিনয়ের এই সংবাদে তাহারা সজাগ হইয়া উঠিল এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই নববধূব অনুযাত্রী হিসাবে গিয়া তাহার সঙ্গ ধরিল। প্রয়োজন মত কালে যদি দ্বিরাগমনের দিন না পাওয়া যায় তাই বিবাহের অষ্টাহের মধ্যেই এই গমনাগমনে পঞ্জিকার 'শুভদিনের নির্ঘণ্ট'কে ফাঁকি প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

খুড় শাশুড়ী বলিলেন, "কোন্ বাড়ীতে বৌমাকে পাঠাই বলত বড়বৌমা।" সবাই আত্মীয়। পাছে কেহ ক্ষুন্ন হন তাঁহার এই ভয়? বড়দিদি বলিলেন, "একি আর জিজ্ঞাসার কথা বাছা? নিজের জেঠিমাই রয়েছে যখন বৌয়ের!"

"তা বটে! কৃষ্ণপ্রিয়াকে একটু খবর দেবে কি? তাঁর তো ঠাকুরতলাতেই বেশীর ভাগ কাটে! কিশোরীকে বলনা ব'লে আসুক। তোমার কিশোরীর কিন্তু টিকি দেখ্‌বার জো নেই! দিন রাত পিসির বাড়ী! এই ত্যাখ বাপু, এতেই বলে 'যে গাছের বাকল সেই গাছেই গিযে জোড়া লাগে!' তুমি যে এত ক'রে মানুষ ক'চ্চ কিন্তু নিজের গন্ধ পাওয়া মাত্র সেইখানে অতটুকু বালকেও ছোটে।"

বড়দিদি একটু যেন ম্লান হাস্যে বলিলেন, "সে তো সত্যিই, কিন্তু ও পাগ্‌লিটা এখনো হয়ত জানেইনা, কিম্বা কেউ কিছু বল্লেও মনে নিতে শেখেনি। হেসেই অস্থির হয়, বলে এরা সব পাগল নাকি? আমি কিছু বল্‌লে রেগে আমায় মেরেই বসে দু' চার ঘা! ও বাড়ীতে তার পিসির কাছেত সে যাযনা, তার যত ঝোঁক রাধার ওপরে। সে যা হুকুম করবে বায়না ধর্‌বে রাধা তাই কর্‌বে—এই তার রাধার ওপর জুলুমের শেষ নেই। নিজের পিসির ধারও ধারেনা সে। সে ঘেঁসেনা ব'লে ঠাকুরঝিও কোন একটু কিছু বলা বা আপনার ভাবে কাছে টানা কিচ্ছু কোন দিন করেন না। তিনিও যেন পাঁচ জনের মতই একজন! বরং তাঁর পিসি বুড়ি একটু বক্ বক্ করে! ঠাকুরঝির একেবারেই যেন

নিঃসত্ত্ব ভাব! তাঁর কাজে আর মনে চিরদিনই তো এক। ওঁর মত মানুষ কি হয়!"

খুড়িমা একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তা সত্যি! তুমিই তো বাপু সেদিন অভিমান করছিলে যে, মেয়ে বড় হচ্চে তা আপনার লোকে খোঁজ রাখেনা। কৃষ্ণপ্রিয়া জানে, ও তোমারি মেয়ে, তোমারই ওপর ওর সব ভার।"

"সেতো আমিও বুঝি খুড়িমা, তবু আমাকে ভেবে চল্‌তে হয়! ওঁর মত না নিয়ে কি আমি কিছু কর্‌তে পারি? 'ভাল কর্‌তে ভগবান আর মন্দ করলে অমুক! জানতো 'ডাকের' কথা!"

বড়বধূ কন্যার সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর আবাসের দিকেই চলিলেন। বাড়ীখানি মাটির। মাঝে পরিস্কার নিকানো বিস্তৃত উঠান, পড়িলে সিন্দূর তুলিয়া লওয়া যায়। চারিদিকে চারিখানি বড় বড় মাটির ঘর। খড়ের চাল, সুন্দর আলিপনা দেওয়া দেওয়াল। ধারি-বাঁধা উঁচু দাওয়া। একখানি দাওয়ায় একটা চরকা লইয়া বসিয়া একটী বৃদ্ধা একমনে সূতা কাটিতেছেন। উঠানে একটি পেয়ারা গাছ আর তাহারই একটী নীচু ডালে শ্রীমতী কিশোরী আরোহণ করিয়া বৃক্ষ-নিম্নস্থিতা কাহাকেও সগর্জ্জনে আদেশ করিতেছেন, "ঐ যে কেমন সুন্দর ডাঁসা; আমি যে উঠতে জানি না! হাঁ, তুমি পাড়তে পার্‌বে, নিশ্চয় পার্‌বে। ওঠোনা বল্‌ছি, শীগ্‌গির ওঠো, নৈলে ভাল হবেনা কিন্তু!"

"কি ভাল হবেনা শুনি? তোরও যেমন আদর দেওয়া রাধা,

তেমনি খুব হচ্চে! নে, ওঠ্, মেয়ের আব্দার রাখ্তে গাছেই ওঠ্ এইবার!"

রাধা এতক্ষণে সহানুভূতির লোক পাইয়া বাঁচিল! "দেখুন দেখি বৌ ঠাকরুণ—"

"তাইত! তাই ব'লে অমন পেয়ারাটা বাদুড়ে খেয়ে যাক্ আর কি রাত্তিরে? সে হবেনা পিসি, তোমায় পাড়তেই হবে যেমন ক'রেই হোক্। মা তুমি যাও তো এখান থেকে।"

মা অর্থাৎ বড়বধূ সহাস্যে বলিলেন, "আচ্ছা যাচ্চি বাপু! ঠাকুরঝি কইরে রাধা? পিসি ঠাক্রুণ তো কানেই শুন্তে পাবেন না, কে ওঁর সঙ্গে চেঁচাবে!"

"নাইতে গেছেন,আসবার সময় হয়ে এল। কেন বৌ ঠাক্রুণ?"

"আমাদের কনেবৌকে ওবেলা এইখানেই দ্বিরাগমন কর্‌তে আন্‌ব।"

দ্বারের নিকট হইতে কে ডাকিল, "জেঠিমা?" উভয়ে যুগপৎ চাহিয়া দেখিল একটি স্কন্দপ্রতিম যুবা দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী বৃক্ষারূঢ় অবস্থাতেই বলিয়া উঠিল, "ঐ কে এসেছে পিসি, ওকে দিয়েই পাড়ানো যাক্। এই দিকে এসোত! ছাখ, ওই যে ডাল্‌টা যেটার ভেতর দিয়ে ঐ সরু ডাল দুটো চ'লে গিয়েছে, ওরই আগায় ঐ পাতার গোছা দিয়ে ঢাকা একটা সুন্দর পেয়ারা, দেখ্‌ছ্‌ত"? বড়বধূ ও রাধা সলজ্জে কিশোরীকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই যুবক আগাইয়া গাছতলায় আসিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া বলিল, "কই? দেখ্‌তে পাচ্চিনা তো?" "ও-ই যে

পাতার আড়ালে, ঐ? এইবার দেখেছ ত?”—“না!”—“তাও দেখ্‌তে পেলেনা? তবে তোমার কর্ম্ম নয়! কাকে দিয়ে পাড়াই তাহ’লে? আমি যে ছাই গাছে চড়্‌তে জানিনা! পাড়ার কোন’ ছেলেদের ডাকনা!” বড়বধূ এইবার অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কাকে ফর্‌মাস্ কর্‌ছিস তা দেখেছিস? তোর পিসিমার ছেলে, তোর দাদা হন্! নেমে প্রণাম কর!” কিশোরী সেই অবস্থাতেই একটু ফিরিয়া দেখিয়া অম্লান মুখে বলিল, “ক’নের দাদা, আমার কেন হবে? পেয়ারাটা পাড়িয়ে তবে নাম্‌ব। ও রাধা পিসি, ডাকনা কাউকে।” বড়বধূ তাঁহার ধিঙ্গি মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া লজ্জায় সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, “তোমার জেঠিমা স্নান করতে গেছেন! দাওয়ায় উঠে বস।”

“বসছি, আগে পেয়াবাটা পাড়া যাক্!” রাধার দিকে চাহিয়া যুবা বলিল, “একটা আঁক্‌সি দিতে পারেন? কিম্বা ঐ রকম লম্বা মতন একটা কিছু।” কিশোরী ভ্রুভঙ্গের সহিত বলিল, “আঁক্‌সি দিয়ে? ওঃ ওতো সবাই পারে।” রাধা আর কথা না বাড়াইয়া একটী আঁক্‌সি আনিয়া দিবামাত্র কিশোরী বৃক্ষকাণ্ড হইতে নামিয়া পড়িয়া সেটী হস্তগত করিল। নির্লজ্জা মেয়ের প্রগল্‌ভতা দেখিয়া সকলের তখন না হাসিয়া গত্যন্তর ছিলনা। বড়বধূ কুটুম্ব যুবার সামনে কন্যাকে বেশী তিরস্কার করিতে না পারিয়া এতক্ষণ মনে মনে রাগে ফুলিতেছিলেন, এইবার হাসিয়া ফেলিলেন। কিশোরী আঁক্‌সি লইয়া বৃক্ষশাখার সঙ্গে লড়ালড়ি করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে অঙ্গনে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার

নির্জ্জন গৃহে জন-সমাগম দেখিয়া তিনি একটু সন্ত্রস্ত হইয়া বড়বধুর দিকে চাহিলেন। বড়বধু বলিলেন, "কনেবৌকে তার জেঠিমার কাছেই দ্বিরাগমনের জন্য আজ রেখে যাবেন। খুড়িমা তাই আজ বল্‌তে পাঠালেন ঠাকুঝি!" যুবা ঈষৎ যেন আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল, "সুবর্ণকে! কখন্?" তার পরে জেঠিমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কাল তাকে নিয়ে আপনাদের এখান থেকে যাব জ্যেঠাইমা! তাই আপনাকে বল্‌তে এসেছি!" জেঠিমা মৃদুস্বরে বলিলেন, "কখন?" "পাল্‌কী নিয়ে আমাদের লোকজন এলেই,—বোধ হয় বিকেলে।" জেঠির প্রশ্নের উত্তর দিয়া যুবা আবার বৃক্ষতলে আগাইয়া গিয়া সহাস্যে কিশোরীর হাত হইতে আঁক্‌সিটা লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল, "হয়েছে ত! এইবার আমায় দাও, পেড়ে দি!"

অপমানে কিশোরীর শুভ্র সুন্দর মুখ গোলাপ ফুলের মত হইয়া উঠিল। এক ঝট্‌কায় আঁক্‌সিটাকে অপর দিকে লইয়া সক্রোধে বলিল, "আমি যতক্ষণে হয় পাড়ব, তোমার কি? তোমাকে কে ডেকেছে সর্দ্দারি করতে?" যুবা ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমিই ডাক্‌লে!"

"সে বুঝি আঁক্‌সি দিয়ে বাহাদুরী কর্‌তে? গাছে চড়তে জানেন না, কিছু না!" যুবার বোধহয় বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য হাত পা নিস্‌পিস্ করিতেছিল, কেবল স্থান কাল পাত্রের সম্ভ্রমে সে সে ইচ্ছাকে মনে মনে দমন করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বড়বধু বলিলেন,

"কি দস্যি মেয়ে! যতীনের সঙ্গে বুঝি খুব আলাপ হয়েছে? তাই এত জোর দম্ভ!" রাধা মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওকি বেশী কম আলাপের তোয়াক্কা রাখে? ওর স্বভাবই ঐ!" দাওয়ায় বসিয়া বৃদ্ধা এতক্ষণ চরকা কাটা স্থগিদ রাখিয়া নিজ মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলেন, এখন বড়বধূকে নিকটে আসিতে দেখিয়া একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কি বেহায়া মেয়েই ক'রে তুলেছ বৌ! সহরে কি এমনি শেখায়? এ যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের শতগুণ বেহদ্দ! অতবড় ধাড়িমেয়ে—একটা বেটাছেলে দেখেও সমীহ নেই, যেন মেয়েমানুষই নয়! সমান বাহাদুরি চালাচ্ছে! মেয়ের খুরে দণ্ডবৎ মা!" বড়বধূকে একটু অপ্রস্তুত হইতে দেখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া পিসির কর্ণের নিকটে মুখ লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "রক্তের গুণে হয়েছে পিসি, বংশের স্বভাব কি যায়? এই বাড়ীরই তো মেয়ে!" কথাটা অবশ্য সকলেই শুনিতে পাইল এবং পিসিও দ্বিগুণ রাগে গরগর করিতে লাগিলেন।

বড়বধূর দিকে চাহিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, "ছোটবৌকে একটু পাঠিয়ে দিও, একটু খাবার দাবার করবে, রাধা তাকে গুছিয়ে দেবে সব।" সকলেই জানিত কৃষ্ণপ্রিয়ার পূজাহ্নিক সারিতে অপরাহ্ণ হইয়া যায়। বৃদ্ধা পিসিকে খাওয়াইয়া তিনি নিজের জপতপের জন্য শিবের কোঠায় কিম্বা কালীতলায় চলিয়া যান্। আজও তাহার অন্যথা হইবে না। কৃষ্ণপ্রিয়া এবার পেয়ারা গাছতলায় গিয়া পরিশ্রমের ঘর্ম্মে ও লজ্জায় আরক্ত বালিকার হস্ত স্পর্শ করিয়া নিজের সেই শান্ত স্বরে বলিলেন, "আঁকসিটা

যতীন্‌কে দাও, সে পেড়ে দিক্!” তাঁহার স্পর্শেরই গুণে কিম্বা কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে বালিকার হস্ত হইতে আঁক্‌সি নামিয়া পড়িল। যুবার পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সে একটু সরিয়া দাঁড়াইতেই যতীন অগ্রসর হইয়া তাহার হস্ত হইতে আঁক্‌সি লইল। তখন তাহার মুখে আর সে পরিহাসের মৃদু হাসি নাই। গুরুজনের আদেশপালনের মত সম্ভ্রমসূচক ভাবে সে কৃষ্ণপ্রিয়ার নির্দ্দেশ মত দু'এক ঝট্‌কাতেই পেয়ারাটা পাড়িয়া ফেলিল। কৃষ্ণপ্রিয়া কিশোরীর পানে আবার চাহিতেই সে অতি লক্ষ্মী মেয়ের মত ফলটা কুড়াইয়া লইয়া মাতার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, “যতীন, ওবেলা তোমার এখানে নিমন্ত্রণ!”

যতীন উল্লসিত ভাবে বলিল “আপনার প্রসাদের তো?” কৃষ্ণপ্রিয়া একটু হাসিলেন। বড়বধূ বলিলেন, “তবেই হয়েছে! সন্ধ্যার আগে সেই হবিষ্যি!”

যতীন মাথা নামাইয়া মৃদু স্বরে বলিল, “হাঁ সেই প্রসাদই আমি খাব আজ জেঠাই মা। নিজে নিমন্ত্রণ করলেন, ভুলবেন না যেন।”

কৃষ্ণপ্রিয়া একটু অপলক দৃষ্টিতে সেই তরুণ যুবকের বালকোপম সরল সুন্দর মুখের প্রতি, তাহার শ্রদ্ধা-অবনত ভঙ্গীটির প্রতি চাহিলেন, পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া বড়বধূকে বলিলেন, “আর বর-কনের সঙ্গে ছেলে পিলে যারা যারা আস্‌বে এইখানেই রাত্রে খাবে। দিনটুকু থেকে রাত্রে বর-কনে ফিরে যাবে। খুড়িমাকে গিয়ে বলগে। আর ছোটবৌকে পাঠিয়ে দাও গে।” কিশোরীর পানে ফিরিয়া বলিলেন, “কনেবোর সঙ্গে তুমিও আসবেত কিশু?”

কিশোরী মাথা নামাইল। তাহার মাতা সহাস্যে উত্তর দিলেন, "কনেবৌর কাছ ঘেঁসে নাকি ও? বলে ও পুঁটুলির সঙ্গে আমার পোষাবেনা! নিজের যেন কখনো পুঁটুলি হতে হবেনা।"

"হবে বৈকি! কক্‌খোনো নয়।" নিজের সংযমের প্রাণান্ত চেষ্টাকে ঠেলিয়া কিশোরীর অবাধ্য কণ্ঠ মায়ের উপর মৃদু তর্জ্জন করিয়া উঠিল। তার পরে "আমি আগে যাচ্চি!" বলিয়াই দক্ষিণা হাওয়ার মত এক নিমেষে সেখান হইতে ছুট্ দিল। মা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "একা ঘাটে যাবে নাকি? ও রাধা—" কৃষ্ণপ্রিয়া আশ্বাস দিলেন, "যায় তাই বা ভয় কি!" কিন্তু তাঁহারা দুই চারিটি কথা কহিতে কহিতেই এক সময় লক্ষ্য করিলেন, যতীন যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বার বার সে পথের পানে চাহিতেছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার দিকে চাহিতেই রাধা উঠিয়া "দেখে আসি মেয়েটা কোন দিকে ছুট্‌ল!" বলিয়া বাড়ীব বাহির হইয়া গেল। বড়বধূও নিশ্চিন্ত হইয়া তখন "এখন আসি ঠাকুরঝি, খুড়িমাকে বলিগে!" বলিয়া চলিয়া গেলেন। যতীন তখন দাওয়ায় উঠিয়া ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে আবদারের সুরে ধরিয়া বসিল, "জেঠিমা, যাবেন না আপনি আমাদের সঙ্গে? একবার চলুন না কেন? হ্যাঁ, আপনাকে যেতেই হবে। আপনার কথা এতদিন একবারও শুনিনি। জান্‌লে কি এই ক্রোশ চারপাঁচ রাস্তার জন্যে এতকাল একবারও দেখা কর্‌তে পারতাম না? বিয়ের সময়েই প্রায় আমাদের এক জেঠিমা আছেন এখানে শুন্‌লাম। হ্যাঁ আপনাকে যেতেই হবে।"

৯

যুগান্তরের ব্যথা

স্তব্ধ অতীত! হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও!
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।

* * * *

কোন কথা কভু হারাওনি তুমি, সব তুমি তুলে লও।

দ্বিপ্রহরে রন্ধনগৃহের কার্য্যের সঙ্গে দুইটী রমণীর মৃদু কথোপকথন চলিতেছিল। রাধাই প্রধান বক্তা। ছোটবধূ শ্রোতা। "সে আজ কতকালের কথা বৌ, দু' যুগ বোধ হয় হ'যে গেল। সে-ই বোধ হয় আমার জীবনের প্রথম উৎসবের স্মৃতি, কৃষ্ণপ্রিয়া দিদির বিয়ে। সেটা বোধ হয় আষাঢ় মাস। হ্যাঁ বোধ হয় কেন—ঠিকই। তারপরে বাবা—তোমার জেঠ্ শ্বশুর কতবার বলতেন, 'মেয়েটার আষাঢ় মাসে বিয়ে দিতে কতবার বারণ কর্‌লাম ভায়াকে, ওর ফল যে হাতে হাতে!—আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা!' তা রাধাবল্লভের ইচ্ছা কি কেউ বারণে ঠেকাতে পারে? সে বিয়ে আর এখনকার বিয়ের ঢের তফাৎ বৌ! কোন খানে কোন কুটুম্ব আর বাকি ছিলনা। তখন এই সব সবিক এক বাড়ীতেই ছিলেন কি-না? খুড়তুতো ভাইঝির বিয়েতেও তাঁদের বলগে। ন যত আত্মীয় আছেন সব জড় হয়েছিল। বরপক্ষ ফিরিয়া বর্ম্নি ধুম! মেয়ে আশীর্ব্বাদের সন্দেশ দই মাছের ভারে

উঠানটা ভ'রেই গিয়েছিল! ভারীরা আন্‌ছে আর নামাচ্ছে, তাদের পরণে সব হলুদে ছোপানো কাপড়, বেশ মনে পড়ে। আমাদের বাড়ীতেও সব রঙিন্ কাপড়ের ধুম কি? ঢুলি বাজন্দারেরা পর্য্যন্ত রঙিন্ কাপড় প'রে ঢোলের পাখা দুলিয়ে বাজাচ্ছিল! বর এলো যখন—পাল্কী পর্য্যন্ত বেনারসীতে মোড়া! দুই পক্ষের বরকন্দাজদের কি লাঠি খেলা, লাঠিয়ালদের সে কি নাচ! বর যখন জরীমোড়া বরাসনে বস্‌লো অত যে বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠন রঙিন হাঁড়ি বেল্ দিয়ে সাজানো 'আসর' সব শোভা যেন 'কানা' হ'য়ে গেল! এমনি বরের রূপ! ঐ চণ্ডীমণ্ডপেই বরের সভা বসেছিল। তখন ঐ বারবাড়ির শোভা কত! তোমাদের ঐ উঠানেই ছান্‌লাতলায় রংমশালের আলোতে বর-কনে যখন দাঁড়িয়ে, সে ছবিটি এখনো যেন আমার মনের চোখে লেগে আছে! রাধারাণীকে কেউ কখনো চোখে দেখেছে কিনা জানি না, কিন্তু যদি কেউ কখনো ভাবে তো বোধ হয় আমার রাঙাদিদির সেদিনের ছবিটিই তাকে ভাব্‌তে হবে; কিন্তু বরটি ত কৃষ্ণঠাকুর হন্‌নি। তাই বাসরে তাঁদের আশীর্ব্বাদের সময়ে তোমাদের এক্ ঠাকুরদা-শ্বশুর কৃষ্ণপ্রিয়া দিদিকে কোলে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, "কৃষ্ণপ্রিয়া! তুই যে বিষ্ণুপ্রিয়া হবি তাতো জানিনা! এ যে সাক্ষাৎ গোরাচাঁদকে ধ'রে আন্‌লি!" জানিনা কি ক্ষণে তাঁর মুখে সেকথা বেরিয়েছিল!

বিয়ের পরদিন বর-কনে বিদায়ের আগেই কি একটা কথা সকলের মুখে মুখে "ওমা সেকি!" "একি কথা!" "কি সর্ব্বনাশ!"

এই রকম শব্দে ঘুরতে লাগ্‌ল। আমরা একে ছেলেমানুষ, তাতে ঝি চাকরের মেয়ে আমরা একটু দূরে দূরেই থাক্‌ছিলাম তখন! কোন একটি ছেলেকে কোলে ক'রে বা কতকগুলির অভিভাবক হয়ে বাজ্‌নদারদিগের কাছে কিম্বা কোন উৎসবের জায়গাতেই আমাদের দলের বেশীর ভাগ স্থিতি ছিল। ক্রমে আমাদেরও কথাটা কানে গেল। বরকর্ত্তা গ্রামের বারোয়ারী পাঠশালা ইত্যাদিতে আশাতীত সাহায্য করেছেন, গ্রামের ৺কালীতলায় বরকে নিয়ে মোহর প্রণামী দিয়েছেন, কিন্তু গৃহদেবতা রাধাবল্লভের মন্দিরে বরকে যেতে দেন্‌নি বা প্রণামীও দেন্‌নি। বলেছেন, "আমরা শক্তিসাধক জগদম্বার সন্তান। আমরা অন্য দেবতা স্বীকার করি না। অন্য দেবদেবী প্রণাম বা পূজা আমাদের ঘরে নিষিদ্ধ।" এসব কথা তখন আমরা বড় বেশী বুঝতে পারিনি পরে শুনেছি, তখন কেবল এইটা বুঝলাম যে বরেরা রাধাবল্লভকে নমস্কার করেনি। শুনে আমরা পর্য্যন্ত ভয়ে যেন শিউরে গেলাম। সেই বৈষ্ণব পরিবারে পালিত হয়ে জ্ঞান জন্মানো থেকে জেনেছি রাধাবল্লভই জগতের সকলের বড়, তিনি ভগবান। ভগবানকে মান্‌লে না, প্রণাম কর্‌লে না আমাদের রাঙাদিদির রাঙা বর এমন কেন হ'ল? কি হবে তা'হ'লে? সেই সব শিশুমনেই যে সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল তাতে মনে হ'ল এতো সর্ব্বনাশের কথাই বটে!

সেই বেনারসী মোড়া পাল্‌কীতে বর-কনে সাজিয়ে নিয়ে আসার বরযাত্রীরা চ'লে গেল, কিন্তু সে যেন একটা দারুণ থম্‌থমানির মধ্যে। সেই সকালেও যাদের নিয়ে উৎসবের আনন্দের সীমা ছিল

না, তখন তাদের দিকে চাইতেও সকলে যেন কি এক ভাবী অমঙ্গলের ভয়ে স্তব্ধ হচ্ছিল। বিদায়ের আগে বাড়ীর সেই বুড়ো কর্ত্তা বরের বাপ-জেঠার হাত ধ'রে শত অনুনয়ে বর-কনেকে একবার রাধাবল্লভের মন্দিরে কুলপ্রথামত প্রণাম করিয়ে আনার অনুমতি চাইলেন, বরকর্ত্তারা অটলভাবে একই কথা বল্লেন। বীর দর্পে কি একটা শ্লোক বলেছিলেন, অনেকবার শুনেছি অনেকদিন দাদাবাবুদের মুখে, তাই তার একটু আজও মনে আছে "ন স্পৃশেৎ জাহ্নবীবারি হরের্নাম ন উচ্চরেৎ!" তাঁরা গঙ্গাজল ছোঁননা, হরি নাম উচ্চারণ করেন না। বুড়োকর্ত্তা তো 'হরি হরি' শব্দ কর্‌তে কর্‌তে সাত হাত পিছিয়ে এলেন। বাড়ীর কর্ত্তারা তো কোন' রকমে কুটুম্বভোজ সেরে বরকর্ত্তা ও বরযাত্রীদের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে বিদায় কর্‌লেন। তখন বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তিদের কাপড় টাকা এই সব মর্য্যাদা দিতে হত। যাক্, বর-কনে বিদায়ের সময় কার' চোখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত এলোনা! রাঙাদিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখি সে মুখও বাসি স্থলপদ্মের মত শুখ্‌নো, অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে। কনের সঙ্গে মেলানি ভার আর কোন একজন ভাই যাবে তাও যেন কারু মনেই পড়্‌লোনা কিম্বা কর্ত্তাদের রুচিই হচ্ছিল না। শেষে রাঙাদিদির মা কাঁদ্‌তে লাগলেন দেখে বড়দাদাবাবু, তোমার বড়ভাসুর, তিনি জনকতক লোকের কাঁধে দই সন্দেশের মেলানি ভার সাজিয়ে নিজে হেঁটে চ'লে গেলেন। রাঙাদিদির নিজের ভাই তিনি তখন বোনের চেয়ে সামান্যই বড়, ছেলেমানুষকে সেই অনাচারী নাস্তিকদের দলে পাঠাতে কারও সাহস হ'ল না। মেয়ের

যখন বিয়ে হয়েছে তখন জলে আগুনে যেখানেই হোক পাঠাতেই হবে। বর-কনে বিদায় দিয়ে সবাই গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে ব'সে গেলেন, এত সাধ আহ্লাদ কোথায় যেন সব উড়ে গেল। সকলের মুখই কালো বিরস। নিজেদের বিশ্বাসে বা ধর্ম্মে আঘাত পড়্‌লে তখনকার লোকেরা একেবারে এম্‌নি অধীর ব্যাকুল হ'যে যেতেন।

তিন চার দিন পরে মায়ের কান্নায় বংশের একজন প্রবীন লোক পাল্কী ক'রে মেয়ে দেখ্‌তে ও মেয়ে-জামাই জোড়ে আনবার নিমন্ত্রণ করতে বরের গ্রামে গেলেন আর পরদিনই তিনি চ'লে এসে বল্লেন, "তাদের এখনো বৌ পাঠাতে দেরী আছে, বড় রকম একটা কালী-পূজা এখনো বাকি আছে! বাড়ীতে প্রত্যহই পাঁঠাবলি তাদের নিত্য পূজায়! সেখানে অন্নজল খেতেও রুচি আসেনা। কি করি, ভায়া যখন মাথা মুড়িয়েছেন তখন সেই ক্ষুরে আমাদের তো সকলেরই মাথা মুড়নো হয়েছে। ভয়ে ভয়ে কিছু জলযোগ ক'রে অসুখের অছিলায় পালিয়ে এসেছি। মেয়ে-জামাই আন্‌তে এবার ছেলে ছোক্‌রা কারুকে পাঠিও বাপু! আমাদের আর টেনোনা।" "মেয়ে কেমন আছে, জামাইকে পাঠাবে কিনা?" এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ত্তা বললেন, "মেয়ে আছে অমনি কাঠ হ'য়ে আর কি! আর জামাই পাঠাবে কি না জানিনা।" জামাই পাঠানোর কথা বলতেই বেয়াই বল্লেন, "তুলসীপাতা খাইয়ে আমাদের ছেলেকে ছাগল বানিয়ে না দাও তো পাঠাতে পারি!" তারপরে আমাকে ধ'রে রাখ্‌বার জন্যে সে কি জেদ্‌! "আজকের দিনটে থেকে যাও ভায়া, গোঁসাইয়ের উত্তমরূপে সেবা একজন বোষ্টম দিয়েই করানো হয়েছে!

বোষ্টম না হ'লে গোঁসায়ের সেবা কি কেউ করতে জানে? সে খেলে তোমার রাধাবল্লভের প্রসাদ কচু আর ঘেঁচু মুখে রুচ্‌বে না!" এই ব'লে সে কি হাসি! "গোঁসাই কি বুঝেছ! পাঁঠা রান্নার নাম 'গোঁসাইয়ের সেবা'! তারপরে বৈষ্ণবদের ঠাট্টা ক'রে ক'রে সে যে কত রকম উদ্ভট গল্পের রসিকতা হ'ল আমার সঙ্গে সারা সকালটা! আঃ! একেবারে দারুণ তান্ত্রিকের ঘরে মেয়েটাকে দিলে ভায়া!"

রাঙাদিদির বাবা তো ভাইদের কাছে মাথা হেঁট ক'রে রইলেন, আর মা খুড়ি জেঠিদের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। মেয়েকে যেন হত্যাই করা হয়েছে, এমনি তাঁদের ভাব! তাঁদের সে ভাব আমাদের দলেও সংক্রামিত হ'ল। রাঙাদিদির জন্য সকলেরই চোখ্‌ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। যেন তাঁকে আর ফিরেই পাওয়া যাবে না।

আরও তিন চার দিন পরে দিদি ও তাঁর বরকে নিয়ে বড়দাদা-বাবু পাল্কী ক'রে এসে নাম্‌তেই আমরা যেন হাতে স্বর্গ পাবার মত ক'রে দৌড়ুলাম। মা খুড়িমারাও ভেতর বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে উঁকি দিতে লাগ্‌লেন। বড়দাদাবাবু তাঁদের দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, "কই শাঁক বাজাচ্ছ না? উলু দিলে না?—তোমাদের জামাই আনা এই বিষ্ণুশর্ম্মা গিয়েছিলেন ব'লেই সম্ভব হ'ল! এখন কি দেবে আমাকে দাও সকলে।" তখন সকলের মুখে উলু এল, কেউ শাঁক আন্‌তে ছুটলেন, কেউ কেউ ঘোমটা দিয়ে জলধারা নিয়ে বর-কনে তুলে আন্‌তে এগুলেন। বর-কনের পাল্কী এনে ভেতর

দরজার কাছে বেহারারা রাখল। বর-কনের হাত ধ'রে পাল্কী থেকে তুলে সেই শুখনো কলাগাছের হতশ্রী ছান্‌লাতলায় দাঁড় করিয়ে একবার একটু বরণও হ'ল। সকলে অমনি এ ওর মুখের দিকে চাইল, কেননা এই সময়েও সর্ব্বাগ্রে গৃহদেবতাকে গিয়ে প্রণাম করতে হয়। রাঙাদিদি তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড কর্‌লেন। কাউকে কিছু না ব'লে ছান্‌লাতলা থেকে বেরিয়ে পড়্‌তেই তাঁর আঁচলে টান পড়্‌লো, অমনি বরের বেনাবসী চাদরটা শুদ্ধ নিজের আঁচলের টানে টেনে নিয়ে দিদি ঠাকুরবাড়ীর দিকে চললো। "কোথায় যাস্ কোথায় যাস্ কৃষ্ণপ্রিয়া? বরের সঙ্গে জোড়ে ঘরে উঠ্‌তে হয় যে!" খুড়ি জেঠিদের কথায় কর্ণপাত না ক'রে রাঙাদি চ'লে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ছুট্‌লাম। মনে কর্‌তে এখনো বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে বৌ! দিদি তখন বছর দশ এগারোর মেয়ে বইত নয়! রাধাবল্লভের সাম্‌নে গিয়ে রাঙাদিদি প্রণামের ভাবে একেবারে ধড়াস্ ক'রে প'ড়ে গেলেন। মুখটা মাটীর নীচে গোঁজা! দুটি হাত মাথার ওপর দিকে জোড় করা! মায়েরাও একটু পরে পেছনে পেছনে এসে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে মেয়েকে হাত ধ'রে তুল্‌লেন, পূজারীর হাত থেকে নির্ম্মাল্য চেয়ে নিয়ে মাথায় গুঁজে দিলেন, চরণামৃত খাইয়ে দিলেন। দিদি যখন অমনি ক'রে প'ড়ে তখন চেয়ে দেখ্‌লাম বরও বড়দাদার সঙ্গে খানিক দূর এসে অবাক্ হ'যে দিদির কাণ্ড দেখ্‌ছে! সবাই দিদিকে ফিরিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল, তাঁরা তখনো ঐদিকেই বেড়াতে লাগ্‌লেন। বরকে জল খেতে যখন ডেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, আমার যেন মনে পড়ে তাঁর

মুখটা ভারী শুখ্‌নো দেখেছিলাম। বিয়ের সময়ের মত তেমন হাসি-ভরা আর নেই। একদিন থেকেই বর চ'লে যায়। ক্রমশঃ আমরা বিভীষিকাটা ভুলে যেতে লাগ্‌লাম। পূজার সময় বাড়ীতে দুর্গা-পূজোর ধূম, ঐ চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা এসে বসলেন। তত্ত্বের ভার নিয়ে নতুন জামাই আন্‌তে রাঙ.দিদির নিজের ভাইকে পাঠানো হ'ল। জামাইকে পাঠালেনা। উপরন্তু লোকজনকে এত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে তারা যে তাই নিয়ে গ্রামে কি হুলহুল কুলকুল। রাগে দিদির ভাইয়ের মুখ রক্তবর্ণ! যারা ভার নিয়ে গিয়ে ছিল তারা চাপ্‌বে কেন? বেহাইরা নাকি বলেছেন, "বোষ্টম বাড়ীর দুর্গাপূজা, বলি হবে ত কচু কুমড়ো? মা দুর্গার কি অভাগ্যি মুখ চুল্‌কে মর্‌বেন! সেই কচুর 'রাধা রসা' খেতে আমাদের ছেলে যাবেনা। তোরা বরং শ্রীরসা খেয়ে যা, গিয়ে গল্প করিস্‌! যখন তোমাদের মেয়ে আসবে এ বাড়ী, মাংস তুলে নিয়ে ঝোল্‌টা তোদের পাতে দেবে, আর বল্‌বে, "ভয় নেই এ হাড় পাঁটার নয—নুনের সঙ্গে ছিল। নুন পরিষ্কার কর্‌তে যে হাড় দেয় তাই বোধ হয়!—এ শুনে আর তোমাদের বোষ্টম মনে কিছু বাধ্‌বে না! এ শ্রীরসা কি ক'রে রাঁধা হয় জানিস্‌? যত বৈরিগির টিকি আর তেলে পাকা মালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে!" বরের বাবা নাকি এই সব ব'লে হাহা ক'রে হেসেই অস্থির! লোকগুলোকে এক এক পেট সন্দেশ খাইয়েছেন, অবশ্য জোড়া টাকা কাপড় ও বখশিষ দিয়েছেন বড় মানষি দেখিয়ে, কিন্তু ঐ সব কথায় তাদের সে সব পাবার আনন্দ কোথায় উড়ে গিয়ে-ছিল। একবার যারা তত্ত্বর ভার নিয়ে যেত, ফিরে বার আর তারা

যেতে চাইতোনা, যারা যেত তারাই বোষ্টমদের কত রকম কেচ্ছা শুনে ভয়ে মুখ শুখিয়ে আসত। বেশীর ভাগই তারা এঁদেরই কৃষাণ চাকর পাক্ পাইক। তারা বল্‌ত, "রাঙাদিদির একি ঘরে বিয়ে দিলেন বাবুরা। যেন রাক্ষসের বাড়ী! কি সব হাসি আর গল্প— শুনলেই ভয় লাগে। রাঙাদিদি কি ক'রে ঘর করবে?"

যাদের অল্প বয়স রক্ত গরম তারা এই সব শুনে রেগে অস্থির. বলে, "অমন জানোয়ারদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে হবেনা। আর তত্ত্ব পাঠাতে হবেনা, আমরাও কেউ যাবনা। দিদির ভাই তো সেই থেকে তাদের নাম শুনলেও আগুন হ'য়ে উঠ্‌তেন। কেবল বড়দাদা আর বড়কর্ত্তা, আমাদের বাবা, সকলকে থামাতেন। এমন কি দিদির বাবা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌তেন।

এক রকমে বছর ঘুরে এল। ষষ্ঠীর সময় কি ভাগ্যি তারা জামাইদাদাকে পাঠালে কিন্তু দু'তিন দিনের বেশী থাকবার হুকুম ছিলনা। সেই ক'দিন সেই যে ইতুর কথায় বলে 'বিল ছেঁকে মাছ আন্‌লেন গাঁ ছেঁকে দুধ আন্‌লেন।' তেমনি ভাবে জামাই আগার উৎসব চলেছিল। অষ্টমঙ্গলার জোড়ে আসার সময়ে তাঁকে যে কেউ 'ঠাকুর কোঠা'য় প্রণাম করাতে নিয়ে যায়নি, তাই শুনে বেহাই পক্ষ বুঝি খুসী হয়ে ছেলে পাঠিয়ে ছিলেন। শ্রাবণ মাসে দিদিকে অনেক জিনিষপত্র দিয়ে ঘর বসতে পাঠাতে হ'ল, ছোট মেয়ে ব'লে আপত্তি টিক্‌লোনা। কিন্তু আট দশ দিন পরেই তার বাবা গিয়ে নিয়ে এলেন। সেই কয়দিনেই দিদি শুখিয়ে যেন আধখানি হ'য়ে গেছেন। মুখে তাঁর ভয়ের বিভীষিকা! মায়ের কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে কি

বল্‌তেন আর কাঁদতেন, মায়ে প্রবোধ দিতেন, লজ্জায় জা ও অন্য সকলের কাছেই নিজেদের ব্যথা তাঁরা যেন চাপ্‌তেন।

রাঙাদিদি চোদ্দবছর বয়সে প্রকৃত শ্বশুরঘর করতে গেলেন। আমিও বড় হয়েছি, সব কথাই মনে পড়ে। মাস খানেক পরেই খবর অর্থাৎ বেয়াইয়ের চিঠি নিয়ে লোক এল "তোমাদের মেয়ে নিয়ে যেতে পার সে অসুস্থা।" বাপে গিয়ে উত্থানশক্তিরহিত দিদিকে পাল্কী ক'রে এনে ধরাধরি ক'রে ঘরে তুল্লেন। ব্যাপারটা বাইরের লোকের কাছে চাপা থাকলেও বাড়ীর সবাই বুঝ্‌তে পারলে অনাহারে এবং মনের কষ্টেই মেয়ের এ অবস্থা! তাদেরও জেদ্ তারা বৌকে নিজেদের রুচির মত খাওয়াবে, জেদি মেয়েও তা খাবেনা প্রাণ গেলেও। এই অবস্থায় একটা পাঁঠার মুণ্ড তার পাতে দেওয়ায় একদিন সে অজ্ঞান হ'য়ে যায়, আর সেই দিন থেকে খাওয়া বন্ধ করে। আর এক দিন জোর ক'রে বলির স্থানে নিয়ে যাওয়ায় চোখ কান বুজে থাক্‌লেও মেযে মনের বেগে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। তার পর থেকে প্রায়ই অজ্ঞান ভাব চলে। বেগতিক দেখে বাপকে ডাকিয়ে "মেয়ে যদি কখনো আমাদের ঘরের উপযুক্ত হয় তো পাঠাবেন, নয়ত এই পর্য্যন্ত! আমার ছেলের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।" ব'লে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাক্, এখানে আনার পরে ক্রমে দিদি সুস্থা হলেন।

কথাটা শীগ্‌গির শেষ করি, কাজে বড় বাধা পড়্‌ছে তোমার। দু'বৎসর আর কোন উচ্চবাচ্য থাক্‌লো না দু' পক্ষেরই। এঁরা বুঝ্‌লেন মেয়েকে তারা ত্যাগই করলে। মায়ে মেয়েকে কত বল্‌তেন

বোঝাতেন, তাদের মনোমত হবার শিক্ষা দিতেন! তেজস্বিনী মেয়ে নিঃশব্দে তা-যে অসম্ভব তা বুঝিয়ে দিত। জামাই পাছে বিয়ে করেন এই ভয়েই মা কাঁটা হতেন। তার পরে হ্যাঁ, বিয়েও বর্ষার প্রথমে —সেবারও বর্ষা। শ্রাবণের মাঝামাঝি বন্যার জলে চারিদিক থৈ থৈ করছে। বর্ষায় কথনো থাকনি তাই এদেশের সে সময়ে এক একবার কি অবস্থা হয় জান না। সমস্ত মাঠ ঘাট জলে জলময়। নৌকা ভিন্ন এক পা চলার উপায় নেই, মাঝে মাঝে বান এসে সেই জল বেড়ে গ্রামে ঢুকে এমন অবস্থা হয় যে এবাড়ী ওবাড়ী যেতেও হাঁটু জল। এমনি এক সন্ধ্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, হঠাৎ বড় দাদাবাবুর গলা, "ও খুড়িমা কাকে ধ'রে এনেছি ভাখ! বাবু 'পাথার' বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, ডিঙ্গি ক'রে গ্রামের কোল্ দিয়ে ভেসে চ'লে যাচ্চিলেন, আমিও ডিঙ্গি চালিয়ে পাকড়াও করলাম ওঁর ডিঙ্গিকে! তার পরে বুঝতেই পারছ! মাঝি দু'টোকে পাঁচ টাকা ঘুষ বাপু তোমাদেরই দিতে হবে, আমি গরীব মানুষ কোথায় পাব?"

রাঙাদিদির সেই রাঙাবর! কিন্তু তখনকার চেয়ে এখন বড় হয়েছি, সুখ দুঃখের কিছু বার্ত্তাও জেনেছি, তাই আনন্দটা গায়ে মুখে না চালিয়ে মনের মধ্যেই বেশীর ভাগ রেখে উৎসবে লেগে গেলাম! তাঁরা সেই বর্ষার সন্ধ্যায় সেই বান বন্যার দেশে অপ্রত্যাশিত দুর্ল্লভ বস্তু পেয়ে কি খাওয়াবেন ভেবেই পান্‌না! আর আমরা এক হাঁটু জল ভেঙে রাধাবল্লভের কোঠা থেকে প্রসাদী বকুল ফুলের মালা এনে রাঙাদিদির খোপায় জড়িয়ে দিলাম। তাঁর

যুগান্তরের ব্যথা

রাঙা-মুখখানা বার বার আনন্দে চেয়ে দেখ্ছিলাম। বরের ভাবটাও দেখতে ছাড়িনি, বেচারা লজ্জায় তিনগুণ রাঙা!

বিধাতার বিধান! ভোরের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে পড়লো। সে কি বৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে জলের স্রোত। বানে চারদিক সমুদ্র হ'য়ে উঠ্লো, ঘরের পেছনে যেন কাশ ফুল ফুটছে এমনি ফেনা ভেসে চল্লো। ছেলেরা দোলাই গায়ে মুড়ির ধামি নিয়ে দুয়োরে দুয়োরে ব'সে জলের দিকে চেয়ে গাইতে লাগ্লো।

"এলোরে দুরন্ত বান ডুবালো মাঠের ধান
সর্ব্ব জীবে করে হায় হায়।
আসমান হুড় হুড় ক'রে পূবে লাগে ঢেউ
গেরামের কুকুরগুলা করে ঘেউ ঘেউ।
গাছপালা ডুবিয়ে গেল আর বনের বাঘ,
গাছের আগায় বেঁচে র'ল ধেড়ে বেটা কাগ।
ভাঙিতে ভাঙিতে বান বর্দ্ধমান নিল,
সহর পহর গ্রাম সকলি ডুবাল।
মরা গরুর ভেলা পেয়ে বাঘ যায় ভেসে
গাছের আগায় ব'সে কাক ম'ল হেসে।
বাঘ বলে, "কাগা যখন ডুববে বাঁশের আগা
কোন্ চুলোতে থাকবি ওরে হরিনগরের কাগা?"
"শাখায় আছি পাখা নেড়ে উড়ে যাব আমি,
হাঁটু জলে বাঘ ভায়া প'ড়ে থাক্‌বে তুমি।"

যুগান্তরের কথা

কাগে বাঘে গণ্ডগোল অপরূপ কথা—
।স্রোতের ঠেলায় ভেসে গেল হুগলি কল্‌কাতা।

সেই সুখের দিনক'টির স্মৃতির মধ্যে এই গানটাও ধরা আছে বৌ, তাও ব'লে গেলাম এই সঙ্গে। তখন জান্‌তাম না সে বানের জলে কি লুকানো আছে! সেই ঘোর বানের ও বর্ষণের মুখে কে প্রাণ থাক্‌তে প্রাণাধিকদের ছেড়ে দিতে পারে? জামাই কিছুতেই যেতে পেলেননা, তাকে প্রায় বন্দী ক'রেই রাখা হ'ল সেই তিন দিন! মাঝি ব্যাটারা টাকা পাওয়া সত্ত্বেও কোন্ এক সময়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের ডিঙ্গি নিয়ে। প্রকাশ তো হবেই, তারজন্য বড়দাদা নৌকা নিয়ে নিজে গিয়ে পৌছে দেবেন, এই সব কথা হচ্চে ইতিমধ্যে নূতন একখানা নৌকা নিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে বরের বাপের ৩।৪ জন পাইক মাঝি এসে উপস্থিত হল। যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই ছেলে ছেড়ে দিতে হবে বাপের এই আদেশ। চিঠিও কি ছিল, সে কেবল জামাই দাদাই পড়লেন, আর কেউ দেখলেনা। বড় দাদাবাবু সঙ্গে যেতে চাইলেন, জামাই দাদা কিছুতেই রাজী হলেন না। বল্লেন, "তাঁদের দেখ্‌লে তিনি আরও রেগে যাবেন। এ হয়ত কোন রকমে শেষে ক্ষমা করবেন।" তখনো টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে, জলস্রোত কল কল হুড় হুড় শব্দে গ্রামের পথ থেকে দক্ষিণা স্রোতের টানে মাঠে গিয়ে পড়ছে। মাঠে মাঠে বন্যার জল দ্বিগুণ বেগে দক্ষিণে ছুট্‌ছে, সবাই বল্‌ছে, "বাদল বামুন বান দক্ষিণা পেলেই যান, এইবার বান বাদল সবই ছাড়বে!"

গ্রামের বাইরে গিয়ে তিনি নাকি নৌক'য় উঠে চ'লে গেলেন। দাদাবাবু খানিক পরে ফিরে এলেন।

রাঙাদিদিকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ছাতে গিযে দেখি তিনি চিলে-কোঠার আড়ালে ব'সে। মাঠের দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন। সেদিক গাছে ঘেরা, কিছুই দেখা যাযনা—তবুও! কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বল্লাম, "দিদি!" দিদি উত্তর দিলনা।

তিন চার দিন পবে কি ক'রে খবর এল জানিনা, বোধ হয় পাথাই আছে তার, রাঙাদিদিব সেই রাঙাবর, তিনি বাড়ী ফিরে যান্‌নি! সেই বানের জল কি করেছে সেই জানে! মাঝি মাল্লারা বলেছে, বাবু ইচ্ছে ক'রেই ঝাঁপ দিযেছে বানের টানের মুখে। তলিয়ে যেতে স্বচক্ষে দেখেছে তারা, ভেসে আর উঠ্‌লে না। তাবা নৌকা চালিযে গোটা দিন ছুটোছুটি ক'রে তবে খবর দিয়েছে।

একদিন আমি লুকিযে তাঁদের কথা শুনেছিলাম। নিজেরো ইচ্ছা জন্মাবার বযস হযেছিল, গুরুজনদেরও সাহায্য ছিল মেয়েকে জামাই ভালবাসে কিনা জান্‌বার জন্য। শুনেছিলাম তিনি বল্‌ছিলেন, "বেঁচে আমাদের সুখ কি প্রিযা? আমার জন্য তোমায় আর সে ব্যাপারের মধ্যে যেতে বল্‌তে পারি না। মরণ ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নেই।" তাই কি নিজে ইচ্ছা ক'রেই সেই পথ নিলেন?

১০

সম্বন্ধ

"বাহিরে তোমার ঐ আঁখ ছবি ভগ্ন-ভিত্তি লগ্ন মাধবী
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি হেরিয়া হাসিছে স্নেহে!
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি প্রাচীন তোমার গেহে।"

"তার পরে ঠাকুর্ঝি?"

"আজ আর নয় বৌ! ঐ দেখ কনে এল এ বাড়ীতে দলবল সঙ্গে! গাঁয়ের ছেলেমেয়ে বুঝি আর ঘরে কেউ নেই! দেখি, দিদি ঠাকুরুণ ঠাকুরতলা থেকে এসেছেন কিনা,—আদর করে তুলে নিতে হবে যে! দিদির সব দিনই সমান! মেয়ে জেঠির বাড়ী আস্‌ছে তাও যদি একটু ভাবনা আছে!"

ছোটবৌর কানে তখন এসব কথা কিছুই প্রবেশ করিতেছিলনা, তাহার মন তখন সেই দূর অতীতের মধ্যে, কানেও বাজিতেছিল ক্ষণকাল পূর্ব্বের সেই গভীর অনুভূতিভরা রুদ্ধ কণ্ঠস্বরের মৃদু মৃদু ভাষায় সেই সাংঘাতিক কাহিনী! সে স্তব্ধভাবে শুধু উঠানের সেই আনন্দের বিচিত্র অভিযানের দিকে চাহিল মাত্র। কিছুই যেন বোধগম্য হইতেছিল না। নানা কলভাষায় ও ঘুঙুরের শিঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবিকার কণ্ঠস্বর কানে আসিল, "কইগো, কনের ভাই

জেঠিমার প্রতিনিধি হয়ে বোন্ নিয়ে এল, এখন ঘরের কর্ত্রী কই ?” কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া বলিল, “বলনা কি করতে হবে ? তাঁর এখনো পূজো হয়নি যে ! কনে ঘরে তুলতে হবে বুঝি তারই জন্যে এত চেঁচামেচি ? এসতো—” বলিয়া দুই হাতে কনের দুই হাত ধরিয়া কিশো ়ী তাহাকে গৃহাভিমুখে টানিয়া লইয়া চলিল। অভিভাবিকা সত্রাস কণ্ঠস্বরে বলিলেন, “হয়েছে হয়েছে থাম বাপু, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। দস্যি মেয়ের সব তাতেই দস্যিনি। তোমাকে ঘরের গিন্নির পদ কে দিলে ?” রাধাদাসী এতক্ষণ একটু দূরেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে একে শূদ্রা, বিধবা, তাহাতে তাহার সর্ব্ববিষয়ে কুণ্ঠার অনেক কারণই বর্ত্তমান ছিল, এখন তাড়াতাড়িবড় ঘরের দাওয়ায় একখানা পুরাতন বৃহৎ সতরঞ্চ টানিয়া পাতিয়া দিতে দিতে ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিল, “কে আর দেবে দিদি, যে বোঝাবার সেই বুঝিয়ে দেয়।” অভিভাবিকাও একটু কোমল সহানুভূতির সঙ্গে বলিলেন, “সত্যি, এইতো ওর—” রাধার ইঙ্গিতে এই অর্দ্ধোক্তিতেই তিনি থামিলেন। রাধা ততোধিক মৃদুস্বরে বলিল, “চুপ কর দিদি, এখনি রেগে কেঁদে ছুটে পালাবে।”

উঠানে সকলের পশ্চাতে যতীন দাঁড়াইয়া ছিল। সতরঞ্চখানার বৃহত্ত্ব দেখিয়া ব্যস্তভাবে “দেন আমি পেতে দিচ্চি !” বলিয়া দাওয়ায় উঠিয়া রাধার সতরঞ্চের একদিক ধরিতেই কিশোরী তাহার অন্যদিক ধরিয়া যতীন সেটা ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতেই একটানে হস্তচ্যুত করিয়া দিল। “তুমি পাতবে কি ? তুমি না কুটুম্ব মানুষ ? পিসি আর আমি পাত্‌ব।” আবার সেই দ্বন্দ্বের উপক্রম দেখিয়া

রাধা তাড়াতাড়ি "সত্যি কথাই তো, তুমি ব'স আমরা পাত্‌ছি।" বলিয়া মুখ নীচু করিয়া মৃদু হাস্য লুকাইতে লুকাইতে সতরঞ্চি পাতায় মনোনিবেশ করিল। অভিভাবিকা অবাক্ অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "যতীনেরও অধিকার আছে তা জানিস? যতীন যে তোর জেঠিমার ছেলে।" কিশোরী যতীনের দিকে তাহার কালো মেঘের মত চোখের দৃষ্টি বিদ্যুৎ খেলাইয়া ঝটিকার মত ভ্রুভঙ্গী তুলিয়া বলিল, "হাঁ তাই বইকি! তা হ'লে এতদিন ছিলেন কোথায়?" যতীনের মুখের হাসি একটু মলিন হইয়া গেল। সে মাথা নামাইতেই রাধা বলিয়া উঠিল, "আর তুই! তুই বা কোথায় ছিলি, কোথায় থাকিস্?" "যেখানে খুসি আমার!" বলিয়াই কিশোরী রান্নাঘরের দিকে ছুট্ দিল। সেই ভরা হেঁসেলের মাঝখানে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বাঃ কাকিমা, 'আঁদোসা' যে চুঁয়ে যাচ্চে! উঠোনের দিকে কি দেখ্‌ছ?"

উঠানে তখন কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী আসিয়া দাঁড়াইয়া সাদর বচনে সকলকে আপ্যায়িত করিতে করিতে হাতের ফুলের সাজি একদিকে রাখিতেছিলেন। পরণে তাঁহার ঈষৎ গৈরিকাভাযুক্ত বসন, রুক্ষ চুলের রাশিতে তাঁহাকে যেন যোগিনীর মতই দেখাইতেছিল। ক্ষণ-পূর্ব্বের কথিত কাহিনী-মগ্নহৃদয়া ছোটবৌ স্তব্ধ হইয়াই তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। ইঁহাকে দেখিয়া রাধাদাসীবর্ণিতা সেই দুই যুগ পূর্ব্বের রাধারাণী মূর্ত্তি বিবাহের কথা এবং ষোড়শী কৃষ্ণপ্রিয়ার সেই নিদারুণ বৈধব্য সব যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার কল্পনাকুশল মনশ্চক্ষে ভাসিতেছিল।

"ও কাকিমা, মালপুয়া পুড়ে যায় যে! এর নাম এখানে বলে 'আঁদোসা', তা জান? গড়নটাও করে ঢিবি ঢিবি অন্য রকম। কি বিচ্ছিরি নামটা, না কাকিমা?" কাকিমা তখন সংসক্ত হইয়া হস্তের কার্য্যে মন দিয়াছেন। বাহিরে আনন্দালাপ চলিতেছিল, "আপনি ছিলেন না, আপনার দেওরপো আর ভাইঝিই যা করবার সব করেছে, কিন্তু ভাইঝির দাপটে ছেলের বেশী এগুবার যো নেই। বেচারী বোন এনে জেঠিমার ঘরে তুলে দিয়েই একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।" কৃষ্ণপ্রিয়া প্রফুল্ল দৃষ্টিতে যতীনের পানে চাহিলেন। মুখে কিছু না বলিলেও সেই দৃষ্টিতেই যতীন আনন্দিত হইয়া উঠিল। জেঠিমা মৃদুস্বরে বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন যতীন, বোস।" অভি-ভাবিকা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ঘরের কর্ত্রী কিশোরীরাণীর যে কর্তৃত্ব, কিজানি না বস্‌তে বল্‌তেই বস্‌লে যদি কোন ফ্যাসাদ বাধে তাই বোধহয় যতীন একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।" তাঁহারা তখন কনে সহ সদলে বিস্তৃত সতরঞ্চের উপর চাপিয়া বসিয়াছেন। যতীনের সলজ্জ হাসিভরা মুখের পানে আবার প্রফুল্ল দৃষ্টি মেলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, "বোস।" যতীন বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ভগিনীর পার্শ্বেই বসিয়া পড়িল। কৃষ্ণপ্রিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কিশু তাহলে এসেছে এই সঙ্গে? আমার ভয় হ'য়েছিল আজ আর বুঝি এই সব ব্যাপার দেখে এদিকে ঘেঁস্‌বেই না।"

"ওদের সঙ্গে নয় পিসিমা! আমি অনেক আগে এসেছি।" রান্নাঘর হইতে কিশোরী চেঁচাইয়া উত্তর দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাসিয়া উঠিল। কিশোরী বাহিরে আসিবার জন্য উঠিতে যাইতে-

ছিল, সেই হাসির শব্দে রাগে স্তব্ধ হইয়া আবার সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

মালপুয়া ভাজিতে ভাজিতে ছোটবৌ ভাবিতেছিল, কৃষ্ণপ্রিয়ার এই বিবাহ এই বর-কনে সেই শ্বশুরবাড়ীর বংশীয় এই দেওর-ঝি দেওর-পো'দের না জানি কেমন লাগিতেছে!

সন্ধ্যা না হইতেই বধূর দ্বিরাগমনের অভ্যর্থনাসূচক মাঙ্গলিক ভার স্বরূপ দুই হাঁড়ি দই সন্দেশ, থালায় করিয়া পান সুপারি বাতাসা এবং বড় একটা মাছ কৃষ্ণপ্রিয়ার উঠানে আসিয়া পড়িল এবং সন্ধ্যার পরে যাহারা বধূকে লইয়া এবাড়ী আসিয়াছিল তাহারাই নূতন যাত্রীর মত বধূকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বরকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আর একবার মঙ্গল-অভিযান করিল। আর একবার হাসি গল্প আনন্দ কোলাহল জাঁকিয়া উঠিল। তারপর সকলের আহারপর্ব্ব শেষ হইলে শঙ্খ ও উলুধ্বনির সঙ্গে বরের দ্বারা কনের হস্ত ধারণ করাইয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া সকলে সদলে বিবাহবাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। কিশোরীর মাও এ দলে ছিলেন, তিনি কন্যাকে আহ্বান করিতেই সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "আমি এখনি তোমাদের বাড়ীর লোক হ'তে পারবনা। আজ আমি এই বাড়ীই থাকব।"

মা একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে দাঁড়াইলেন। রাধা ব্যস্ত ভাবে বলিল, "পরিবেষণের ধূমে ওর কি খাওয়া হয়েছে বৌঠাকরুণ? খাওয়া হোক্ তার পরে—"

"তারপরে কি? আমি আজ তোমার কাছেই শোব! না মা, কাকিমা আমায় রান্না ঘরেই একটা 'পাটিসাপ্‌টা' আর একটা

মালপুয়া খাইয়ে দিয়েচে, তুমি যাও বাপু বর-কনে বরণ ক'রে তোল গে! তোমার খুড়িমা এখনি "বড়বৌমা কই?" ব'লে চেঁচাতে লাগ্‌বেন। আমি আজ যাচ্ছিনা, আর আমি কিছু খাবওনা।" সে জানিত যে মা তাহার সম্মুখে না উপস্থিত থাকিলে তাহার খাওয়া মঞ্জুরই হইত না। তাই তাহার খাওয়া শেষের কথা মাকে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিতে চেষ্টা করিল। তাহার কাকিমার তখনো রান্নাঘরের কাজ শেষ হয় নাই, কিশোরীর আহারে আপত্তি শুনিয়া বলিলেন, "কেন বাপু, তখন যে পরে খাব বল্লি! বাড়ীর লোক হ'য়ে তখন যে কত গিন্নিত্ব করা হল—" "ওদের সঙ্গে খাব কি গো? ওরা যে নেমন্ত্রুণে লোক, ওদের পরিবেষণ করব! আর এখন, আর খাবনা কি?" কিশোরী গোঁজ হইয়া দাঁড়াইল। রাধা বিপদ দেখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াকে ইঙ্গিত করিতে তিনি আসিয়া কিশোরীর স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, "মাছের ডাল্‌না রয়েছে, ওগুলো যে নষ্ট হবে তুমি না খেলে কিশু? সকলকে খাইয়ে শেষে যা থাকে তাইত পরিবেষণীকে খেতে হয়। নইলে বাড়ীর লোক কিসের?" কিশোরী আর বাক্য ব্যয় না করিয়া কাকিমার কাছে গিয়া খাইতে বসিল বটে, কিন্তু গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিল, "তবে ওঁর ছেলে না দেওরপো যিনি যতীন-বাবু গো,—তিনি কেন সাত্ কুটুম্ব সেজে আগেই খেয়ে গেলেন? ভারি তবে বাড়ীর লোক!" কাকিমা হাসিটা একা হজম করিতে না পারিয়া সকলের কাছে সেটী প্রকাশ করিয়া ফেলিতে বড়বধূ বলিলেন, "ও তাই ওর রাগ? সত্যই তো যতীনের অন্যায়! তারও উচিত ছিল এখন রান্না ঘরের দাওয়ায় পীঁড়ে পেতে ব'সে, সব

হাঁড়ির 'শেষানি কোসানি' মুছে পুঁছে খাওয়া! দাঁড়া যতীনকে গিয়ে বল্‌ছি একথা!"

কিশোরী মুখে আহার পুরিয়া গোঁ গোঁ করিয়া বলিল, "বলগে না বড় ব'য়েই গেল! সবাই বলছেন বাড়ীর লোক আপনার ছেলে—ভারি তো!" সকলের উচ্চ হাস্যের মধ্যে কৃষ্ণপ্রিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শাশুড়ীর ডাকাডাকিতে বড়বধূ, ছোটবধূ আর বেশীক্ষণ তিষ্ঠাইতে পারিলেন না। হেঁসেল যেমন তেমন করিয়া সারিয়া তাঁহাদের ছুটিতে হইল, কেন না তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া মাঙ্গলিক ক্রিয়া দর্শন এবং আশীর্ব্বাদ না করিলে খুড়শাশুড়ীর মন সন্তুষ্ট হইবে না। কিশোরী নিবিষ্ট চিত্তে পরম নিশ্চিন্ত ভাবে খাইতেই লাগিল। রাধা বড়বধূকে ঈঙ্গিতে জানাইয়া দিল যে, খাওয়ার পরে বুঝাইয়া সে নিজে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবে। কিন্তু বেশী আর বুঝাইতে হইল না, খাইতে বসার অলসতাব অবসরে কিশোরীর ঘুম আসিতেছিল, সে একটু পরেই হাত মুখ ধুইয়া প্রায় ঢুলিতে ঢুলিতেই যেন বলিয়া বসিল, "পিসি মার কাছে যাব!" রাধা ও কৃষ্ণপ্রিয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

রাধার সঙ্গে কিশোরী বাড়ীর বাহির হইতেছে, এমন সময়ে যতীন ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়াই কিশোরী যেন সজাগ হইয়া রাধার কানে মুখ রাখিয়া বলিল, "এতক্ষণে ঘরের ছেলের বুঝি মনে পড়েছে আর কেউ খেলে কি না, তাই দেখ্‌তে—"

রাধা তাহার মুখখানা মৃদুভাবে চাপিয়া ধরিয়া যতীনের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বাবা, কিছু দরকার আছে?" যতীন দাঁড়াইয়া

পড়িয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "জেঠিমার খাওয়ার কথন কি হ'ল আজ ?" "আজ আর তো হবিষ্যি করলেন না, এখন আহ্নিকে বসছেন। রাত্রে ফল দুধ খাবেন হয়ত।" "আমি প্রসাদ পেলাম না!" "বেশত কাল হবে বাবা।" কিশোরী ইতিমধ্যে মুখটা ছাড়াইয়া লইয়াছিল, আবার বলি.া উঠিল, "এখন আবার তাঁর পূজোয় বাধা দিয়ে গল্প করতে হবে না, বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ুন গে তার চেয়ে।"

রাধা ঈষৎ তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তোর কি তাতে শুনি ? ওঁর জেঠিকে দেবেন না আজ পূজো করতে! কাল্‌কে চ'লে যাবেন,—কথা কবেন না আজ ?"

"উঃ, ভারি তো দূরে যাওযা কিনা! এর পরে কি আর আসা যায়না না কি ? তাই—" যতীন রাধার পানে চাহিয়া কুণ্ঠিতমুখে যেন এই কথার উত্তর স্বরূপই বলিল, "আমায় কলকাতা চ'লে যেতে হবে যে পিসি !" "তা বুঝেছি বাবা, ও পাগলির কথা শুনো না।" "কাল সকালেই আস্‌ব, আজ আর থাক্ !" বলিয়া যতীন তাহাদের সঙ্গেই ফিরিয়া চলিল। মুখরা বালিকা আবার বলিল, "কিন্তু আমার নামে সকলের কাছে লাগিয়ে আমায় বকুনি খাওয়াবেন নিশ্চয় কাল ?"

যতীন গম্ভীর মুখে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "নিশ্চয়।"

"সেতো বুঝ্‌তেই পার্‌ছি! পিসি তোমায় কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছি না আর! আমায় গল্প বলতে হবে শুয়েই আজ।" পিসি শঙ্কিত ভাবে বলিল, "এখনো যে কাজ আছে বাড়ীতে পাগলি!" দিদি-

ঠাক্‌রুণের রাখাল কৃষাণ, আরও কে কে তাদের খেতে আস্‌বে, আজ তাদের খাওয়াতে হবে যে আমায়।”

“চল মাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমায় থাকতেই হবে।”

“আর দিদি ঠাক্‌রুণের যে এখনো খাওয়া হয়নি, তিনি একটু জলটল যা খাবেন, কে দেখে দেবে?” বালিকা আর উত্তর দিলনা, যতীন পশ্চাতে একটু দূরে দূরে আসিতেছিল, এইবার সুযোগ পাইয়া একটু হাসিযা বলিয়া ফেলিল, “গৃহকর্ত্রী সে কাজটা না সেরেই চ'লে এলেন যে বড়।” কিশোরী ভ্রূভঙ্গ করিয়া দাঁড়াইতেই প্রমাদ গণিযা রাধা বলিল, “তুমিও লাগলে বাবা, একেই তো—” তাহার মৃদুস্বর ডুবাইয়া কিশোরী রুষ্ট উচ্চস্বরে বলিল, “নিজের ছেলে সে কাজটা সার্‌বেন ব'লে। নিজে খেয়ে দেযে দিব্যি চ'লে গেলেন আবার—” “যাবই তো। আমায় পেযারা পাড়্‌তে দেওয়া হ'লনা, সতরঞ্চি পাড়্‌তে দেওয়া হ'লনা কুটুম্ব ব'লে।” “দেব নাই তো! অন্য দেশের লোক কুটুম না তো কি?” “দূরে থাকলেই যদি কুটুম হয তো, আরও তো অনেকে অন্য দেশে থাকে শুনি?” “পিসি কত আস্তে চল্‌বে, আমার বুঝি ঘুম পায়না? আমি একাই চলে যাচ্ছি।” বলিয়া কিশোবী দ্রুত পদে অগ্রসব হইল। পিছন হইতে হাস্যধ্বনিব সঙ্গে “হেরে গিয়ে যে রাগে তাকে তুযো দেয় না পিসি?” যতীনের এই মন্তব্যে তাহার রাগ আরও বাড়িযা গতিকে দ্রুততর করিয়া দিল।

১১

অনুক্রম

"হে ধরণী, কেন প্রতিদিন তৃপ্তিহীন - কই লেখা পড় ফিরে ফিরে ?
—যে উত্তর লিখিতে উন্মনা আজো তাহা সাঙ্গ হইল না !
যুগে যুগে বারম্বার লিখে বারম্বার মুছে ফেলো, তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে ; অবশেষে একদিন জলশূন্য ভীষণ
বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলিঘূর্ণিপাকে, সব দাও ফেলে অবহেলে, আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।
তারপরে আর বার ব'সে ব'সে, নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষার !
যুগ যুগান্তর চ'লে যায়।"

"সে আমি কিছুতেই শুন্‌বনা, বাকিটুকু শেষ কর।"

"বাকি আর কি শেষ কর্‌ব, আরতো বেশী কথা নেই। এখন যেমন দেখ্‌ছ তাই—না, দিদি ঠাকুরুণের কথা আছে বটে আরও কিছু।"

"তাইতো শুন্‌তে চাইছি, বল তাবপরে ওঁরই কথা—"

"কিছু দিন একেবারে চুপ ক'রে থেকে শ্বশুরবাড়ী যাব ব'লে এমন জেদ ধর্‌লেন যে, সবাই কেঁদেও মরে ভয়েও মরে। সেইতো শ্বশুরবাড়ী, না জানি মেয়ের কি লাঞ্ছনা পেতে হবে এই পাগলামিতে। কিছুতেই কারও কথা শুনবেন না, না খেয়ে না নেয়ে এমনি কর্‌তে লাগলেন যে, শেষে এঁরা বাধ্য হয়ে সঙ্গে একটি ছোট সম্পর্কের ভাই, আর একটা ঝি এমনি কাকে দিয়ে পাল্কী ক'রে দিলেন পাঠিয়ে

সেইখানে। দুই এক দিন না হতেই ভাই আর ঝি তো ফিরে এলো, দিদিই নাকি জোর ক'রে তাদের ফেরত পাঠিয়েছেন। তারা এসে যা যা বললো সে তো বুঝতেই পার্‌ছ, "রাক্ষসি" ব'লে তারা বাড়ীতেই ঢুক্‌তে দেয় না। সমস্ত দিন কি রকমে দুয়োরে 'হত্যে' দিয়ে প্রায় দিনের শেষে সেখানেব একজন মেয়েমানুষের দয়ায় ঢুকবার হুকুম হ'ল; তিনি বুঝি শ্বশুরের মা। বৈষ্ণব বাড়ীর মেয়ে ব'লে তারা বুঝি তাঁকে কি অভিষেক নাকি ক'রে শুদ্ধ ক'রে নেবে বলেছে। বাপ খুড়ো না তাই শুনে দুঃখে রাগে গর্জ্জাতে লাগ্‌লেন, আর বল্লেন, "ঐ মেয়ের জন্যে কপালে এতও ছিল, আরও না জানি কত আছে, এখনো মরে তো ভাল! মেয়েরা সব কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা স্থির হ'তে না পেরে আবার সেই বিন্দুব মা বুড়ীকে পাঠিয়ে দিলেন পুরুষদের লুকিয়ে। তারা যা বলে সহ্য ক'রে কোন রকমে মেয়েটার কাছে থাক্‌বে, এই রকম শিখিয়ে পড়িয়ে দিলেন।

বোধ হয় দিন দশ বারোর মধ্যেই আবার একখানা পাল্কী এসে দরজায় নাম্‌লো। রাঙাদিদি ফিরে এসেছে শুনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে দেখি পাল্কীর মধ্যে শুয়ে ঠিক্ যেন মরা রাঙাদিদি! আবও একবার এমনি ক'রে এসেছিল বটে, কিন্তু তখন তো তিনিও ছোট, আমি আরও ছোট। এ ঠিক্ যেন সতী-দেহ! বুড়ি মাগী "পাগল হ'য়ে গিয়েছে কৃষ্ণপ্রিয়ে!" ব'লে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগ্‌লো। ধরাধরি ক'রে ঘরে তোলার পর তাদের পাল্কী তো চ'লে যাক্, সবাই বলে পাঠিয়েছে এও ভাগ্যি! বিন্দুর মা বল্লে, "তা কি পাঠাতো গো! আমি যখন কাঁদতে কাঁদতে এখানে

খবর দিতে আসি তখন পাল্কীতে তুলিয়ে দিলে। এবারে তাদের তত দোষ নেই, মেয়েই বল্লে "মন্তোর নেব অভিষেক হব।" এমনি কি সব মা,—জানিও না সে সব কথা! ও যা যা বল্লে তারা তাই তাই ক'রে দিলে। মন্তোর হ'ল, ঘরেই তো কালীঠাকুর তাঁর পূজো বলি—এই সব হ'ল! সেই বাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ মেয়ে দেখ্‌লে একটু হেল্‌লো না। মাগো, এখনো গায়ে কাঁটা দেয়! সেই জিভ আর চোখ্ বের করা পাঁঠার মুণ্ডুটার উপর সল্‌তে জ্বেলে আরতি কর্‌তে লাগ্‌লো পুরুতে। মেয়েটার দায়ে ঠিক সেই সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম তাই নজরে পড়লো, তার আগে তো পালিয়েই ছিলাম। তার পবে কি হ'ল ভাল বুঝতে পার্‌লাম মা—'কারণ' না কি বলে, সে বোধ হয় মা মদ, বোতলে কবা তাই ঢেলে ঢেলে ছোট ছোট বাটী ক'রে মাছ মাংস ভাজা এই সব নাকি নৈবিদ্যি দেয় তারা। পূজোর পরে কেষ্টপ্রিয়ে নাকি বলেছিল, "ইষ্টি দেব্‌তার প্রসাদ পুরুষে আর সধবাতে খাবে আর অন্যে খাবে না কেন? প্রসাদ আবার সধবা বিধবা কি? তবে সে কেমন পূজো কেমন দেবতা?" মেয়ে নাকি জোব ক'রে তাই খেতেও গিয়েছিল। তারা "পাগল হয়েছে!" ব'লে আট্‌কে রাখ্‌লে। সত্যিই মেয়ে যেন পাগলের মূর্ত্তি হতে লাগল দিন্‌কের দিন। পরশু তো অমাবস্যে গেল, তাদের বাড়ীতে তো ফি অমাবস্যেতেই পূজোয় পাঁটা বলি হয়, কার্ত্তিক মাসে তো মোষও পড়ে। অমন সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে, বাড়ীর বড় ছেলে—সবাই কাঁদছে কাট্‌ছেও কিন্তু কর্ত্তার পূজোর ত্রুটী হবার জো নেই সবাই বল্‌ছিল ছেলে গিয়ে কর্ত্তা যেন কালী কালী

ক'রে আরও খেপে উঠেছে। সেদিন দুপুর রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে, পূজোর ঢাক বাজছে, আমি তো কাঠ হয়ে মেয়ের ঘরের দুয়োরের এক পাশে প'ড়ে আছি। মেয়ে সেদিন সেরাত দুয়োর বন্ধ ক'রে ঘরে প'ড়ে ছিল। ঢাক বাজতেই দেখি রুখু চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে ছুটে বেরুলো ঘর থেকে, চল্‌লো পূজোর দিকে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম। ঠাকুরঘরে গিয়েই কি একটা ব'লে চেঁচিয়ে দড়াম্ ক'রে সেই যে মা কালীর সাম্‌নে প'ড়ে গেল আর উঠলো না। আমিতো চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লাম। তারা খুব বক্‌তে বক্‌তে কোন রকমে ঘরে তুলে দিয়ে গেল। কাল চো'পর দিন রাতও হুঁস্ এলোনা দেখে আজ আমি তোমাদের খবর দিইগে বলায় তখন পাল্কী আন্‌তে হুকুম দিলে। ঘরে গিয়ে দেখি মেয়ে একটু একটু তাকাচ্চে। বল্লাম, "বাড়ী চল্ কেষ্টপ্রিয়ে, তোর রাধাবল্লভের কাছে চল্, এখানে আর থাকিস্‌নে।" মেয়ে তখন আস্তে আস্তে বল্‌লে, "তাই চল!"

এই তো গেল বিন্দুর মা বুড়ির কথা—তারপরে এঁদেব কথাও প্রায় তেমনি। এই ধর্ম্মমতের দায়েই যে এমন সর্ব্বনাশ হয়ে গেল তা যেন এঁরাও তুচ্ছ ক'রেই দিদির প্রায়শ্চিত্তে লেগে পড়লেন। তাঁকে যে শাক্ত মন্তর দিযেছে তাবা, এতে যেন এঁরা অস্থিব হয়েই উঠলেন। ভুলেই গেলেন যে, বরের বাপের ধর্ম্মমতেব চাপেই এই প্রাণ দুটির বলিদান হয়ে গেল। ঐ নিযেই তো তাদের সঙ্গে মনান্তর। তা তাদের মতের মতন না হ'তে পারাতেই তো বৌকে তাদের ত্যাগ আর ছেলেরও সেই বাপের ভয়ে আত্মহত্যা। এঁদের গুরু এল, নতুন ক'রে দিদির আবার বৈষ্ণব মন্ত্র হ'ল, ছ'মাস ধ'রে

বাড়ীতে ভাগবত কথা প্রত্যহ হ'তে লাগ্‌লো! দিদির হাতেই রাধাবল্লভের সব কাজের ভার পড়লো। কিন্তু মনে হলো যেন তখন সবই বৃথা, আগে যে দিদি ছিলেন তা যেন আর হলেন না। আমারই মনে পড়ে দিদির ছোট থেকেই রাধাবল্লভের ওপর আশ্চর্য্য ধরণের টান ছিল, ঠাকুর যেন তাঁর কাছে কেমন একটা প্রত্যক্ষ জিনিষের মত ছিল। ওবকম কই আর কারুতো দেখিনি। যে কদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একত্র হয়েছিলেন—হায় রে সেইবা কদিন? আঙ্গুলে গণা যায়। তোমাকে বলেছি কাল সেকথা একটু—দিদির মা খুড়িরা মেয়েকে শ্বশুরে ত্যাগ করেছে কিন্তু জামাই যদি ভালবাসে তবুও মেয়ের আশা থাকে, তাই জান্‌বার জন্য আমাকে তাঁদের পিছনে লাগাতেন। আমারও তখন তাদের কথা শোনবার ইচ্ছার উৎসাহেব বযসও হযেছিল, লুকিয়ে শুনেছি জামাই দাদা বল্‌তেন, "আমাব হিংসা হয় প্রিয়া, তোমার ঠাকুবের ওপবে! ভাগ্যে পাথবের মূর্ত্তি তাই রক্ষা! কিন্তু সত্যি অবাক্ হযে যাই, কি ক'রে এতটুকু বযসে এমন শিখেছ এমন হযেছো জান্‌তে ইচ্ছে করে! সে ফুলটি তুমি সত্যি আমায় দিতে পারলে না? রাধাবল্লভকেই দিয়ে এসেছো?" একথাগুলো সব শেষ হবার বারেরই কথা। যাক্, সেই ষোল সতের বছর থেকেই দিদি আবার তাঁব রাধাবল্লভের জন্যই মা বাপের দ্বাবা উৎসর্গ হলেন, কিন্তু ছেলেবেলার মত আর তেমন ক'রে ফুল দিতে, মালা গাঁথতে যেন তাঁকে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। এ যেন আর একজন কেউ সেই দেহে! বাবা মা আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় জড়ের মত তাঁরা যা বল্‌তেন তাই ক'রে যেতেন

মাত্র। নিজের মনের নূতন একটা ধাক্কায় যা করতে গেলেন সেদিকেও ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলেন। নিজের পুরাণো জীবন-যাত্রাতেও আর শান্তি তৃপ্তি ছিল না, তাই দু'কূল হারা অবস্থা হ'য়ে গেল যেন তাঁর।

শুনেছি নাকি অনেক দিন পরে ওঁদের বাড়ীর না গ্রামের কে পশ্চিমে তীর্থ করতে গিয়ে কাশীতে কোন দণ্ডীকে দেখে এসে তাঁদের কি খবর দেন,আবার কে নাকি বিন্ধ্যাচলে গিয়েও কোন্ সন্ন্যাসীকে তাঁর মত দেখে আসে। বাপ মা নাকি দু' একবার লোকও ছুটিয়েছিল কি নিজেরাই গিয়েছিল ঠিক জানি না ; খবর তো দেবার নেবার কোন যোগ ছিল না দু' পক্ষের মধ্যেই। ওরকম কাণ্ড হ'লে যে-রকম গুজোব ওঠে মধ্যে মধ্যে সেই রকমই ও গুলো বোধ হয় ; কেন না, কোনটাই সে সত্যি নয় তা বেশই বোঝা যেতে লাগলো দিনে দিনে। তার পর আর কি ভাই, কাল ব'য়ে যেতে লাগলো ক্রমে। সবই প্রায় উল্টে পাল্টে গেল, কত ঘটনা ঘটলো জীবনে। দিদির যত বাপ খুড়ো এদিকের সব আত্মীয় স্বজন সবই একে একে গেলেন ; বাকি প্রাণী ক'টিও ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে। কোথায় বা গেল তাঁদের ধর্ম্মমত, কোথায় বা থাকলেন তাঁর দেবতা ! কাল সব মুছে ধুয়ে শেষ ক'রে দিল। যাঁরা ঝড়তি পড়তি ভাবে টিকে গেলেন তাঁরাও নিজেদের সুখ দুঃখের গণ্ডি ছোট ক'রে এনে সব ভাগ-ভিন্ন হ'য়েই রইলেন। দিদির মা পিসি ওঁকে নিয়ে আলাদা হ'য়ে ঐ মেটে বাড়ী করলেন। দিদির ভাই বিদেশে চাকরী করতে গেলেন, ওদিকে দিদির শ্বশুরবাড়ীতে নাকি আরও

সাংঘাতিক ভাবে কাল তার কাজ চালিয়েছিল,—সবই নাকি বছর কতকের মধ্যে শেষ। কেবল দেওর বুঝি ছিল একটি, তাঁরই ছেলে-মেয়ে এরা; তিনিও তো নেই। এসব আমার শোনা কথা পরের মুখে, দিদিকে তাঁর শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে কি অন্য কোন কথাই জিজ্ঞাসা করতে কখনো ভরসা পাইনি। ;ত বছর পরে যখন দিদিকে আবার দেখলাম, তাঁরই চবণে যখন আশ্রয় পেলাম তখন এই এখনকার দিদিকেই দেখলাম যেন। সেও আজ এক যুগের কথা। বাপেরা তাঁকে যে মতে যে সংস্কারে গ'ড়ে তুলেছিলেন আবার তা ছাপিয়ে তিনি এই রকম হয়েছেন। কালীতলায় আর শিবের কোঠাতেই বেশীর ভাগ গিযে পূজো কবেন। রাধাবল্লভের মন্দিরে কখনো যেন অন্যমনস্কে গিয়ে প'ড়ে আবার তখনি চ'লে আসেন, বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না। জানি না তাঁর কি ভাব মনের মধ্যে থাকে। আমায তখন লোকে বলেছিল, ওঁর শ্বশুর বংশের ইষ্টদেবী ওঁকে স্বপ্ন দিয়ে ওঁকে আবার নিজের সাধিকা ক'রে নিয়েছেন।"

নিশ্বাস ফেলিয়া রাধা থামিতেই প্রায বাহ্যজ্ঞানহীনা শ্রোত্রীরও যেন রুদ্ধ নিশ্বাস এতক্ষণে ত্যাগ হইল। তখনি সে কিন্তু আবার প্রশ্ন তুলিল, "তুমি তাঁকে আবার দেখ্‌লে, আশ্রয় পেলে, কেন বল্‌লে? তুমি কি এখানেই চিরদিন ছিলেনা? আর কিশোরীর বাপ মার কথা দিদির সেই ভাইভাজের কথা তো কিছু বল্‌লে না? তারা—" সবিষাদে রাধা উত্তর দিল, "সবাই যেখানে গেছেন তাঁরাও অকালে সেইখানে। তাঁদের কথা সকলের কাছেই শুন্‌তে পাও তো,—উঠি বৌ এইবার। দিদিঠাক্‌রুণকে আজ সকাল

ক'রে হবিষ্যি কর্তেই হবে, যতীন আজ তাঁর প্রসাদ না পেয়ে যাবেনা।"

"তোমায় তো অমনি বসিয়ে গল্প শুনিনি, কত কুট্‌নো কুটে ফেল্লাম আমরা দেখ দেখি! কনেবৌকে নিতে এখনি হয়ত পাল্কী বেহারা লোকজন আস্‌বে যতীনদের বাড়ী থেকে। তাদের খাওয়ানোর খুব হাঙ্গাম আছে আজও—কিন্তু তোমার কথাটার তো উত্তর দিলেনা—তুমি কোথায় ছিলে—না কি যে বল্লে?"

"রাঙাদিদির কথার পরে আর সে কথা নয় দিদি, কখনো যদি—উঠলাম, তুমিও ওঠ, তোমায় দিদি ডাক্‌ছেন হেঁসেল ঘরে। বর-কনে তো বিকেলেই অষ্টমঙ্গলার জোড়ে যাবে সেখানে?"

"সেতো যাবে কিন্তু কাকামশায়ের তাদের 'দিন করা' পছন্দ হলনা—কাল খুব ভোরে নাকি ভাল দিন আছে, ঘট্‌বেও তাই, কুটুম বাড়ীর লোকদের ভাল ক'রে খাওয়াবার জন্যে মাছের যে আড়ম্বরি আরম্ভ করেছেন,—জেলেরা আবার পুরানো পুকুরে জাল নিয়ে গেল,—গোয়ালারা পায়েসের যে দুধ এনে দিলে তা মঞ্জুর হ'ল না—আবারও লোক ছুট্‌লো। তাদের খাওয়াতেই কত রাত হবে তাই ছাখ। কিন্তু তুমি আর একবার এস সন্ধ্যা বেলায় ভাই—এ কথাটুকু—"

রাধা ততক্ষণে বঁটী ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

ঠাকুরঘরের সন্ধ্যারতির অনেক পরে শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্র ও পুত্রবধূকে পরদিন অতি প্রত্যুষে যাত্রা করাইবার উদ্দেশে তাহাদের

'জোড়ে' গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া রাখিতে বলিয়া গেলেন। অত ভোরে গ্রামান্তর হইতে পুরোহিত আসিয়া পরদিন হয়ত ঠাকুর-ঘর খুলিতে পারিবে না। কনের বাড়ীর পক্ষ হইতে ঠাকুর প্রণামী দিবার জন্য যতীনও সে দলে ছিল এবং কৃষ্ণপ্রিয়াকেও অনুরোধ করিয়া আনিয়াছিল। অঙ্গনটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষের ছায়ায় একটু বেশী অন্ধকার, বিগ্রহগৃহের ক্ষীণ তৈল-প্রদীপের আভায় তাহার আঁধার যেন আরও বাড়াইয়াই তুলিয়াছিল। সদলে সেখানে পৌছিতেই অগ্রবর্ত্তী কর্ত্তার মনে হইল সেই অন্ধকারের মধ্যে দীর্ঘাকৃতি কেহ একজন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাদের দলকে দেখিয়া নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল। কর্ত্তা দ্রুতপদে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সানন্দ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি? এই অসময়ে? সেদিন থেকে আর তো দর্শন পাইনি! কত খোঁজ করলাম,—৺গৌর নিতাইয়ের মন্দিরেও এর মধ্যে দু'দিন গিয়েছিলাম,—সেখানে তো কিছু বল্‌বার কেউ নেই, মাঠের দু' একটা রাখাল ছেলে বল্‌লে, 'গোঁসাইকে সবদিন দেখা যায় না,—কবে কোথায় থাকেন কোথায় যান কেউ বল্‌তে পারে না।' আবার যে দর্শন পাব এ আর মনে হয়নি।" বলিতে বলিতে কর্ত্তা দলের আলোকধারী ব্যক্তিকে আগাইয়া আসিতে বলিলেন এবং প্রণামের জন্য অবনত হইতেই উদাসীন মূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাও বেশী অবনত হইয়া পড়িলেন। নিজে প্রণাম সারিয়া উঠিয়া কর্ত্তা দেখিলেন তাঁহার দৃষ্টান্তে দলের সকলেই প্রণত হইতেছে। তিনি তখন নিজের পুত্র ও বধূর হস্ত ধরিয়া বৈরাগীর

নিকটে আনিয়া বলিলেন, "এই আমার পুত্র ও বধূ। প্রণাম কর তোমরা।" তাহারা আবার অবনত হইতে উদাসীন কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "প্রণাম করা তো হয়েছে—বার বার কেন? রাধাবল্লভের সম্মুখে মানুষকে এমন ক'রে প্রণাম! আর বিগ্রহ প্রণাম ক'রেই আপনাদের এ কাজ, এটাও কি উচিত?" কর্ত্তা একটু লজ্জিত সন্ত্রস্ত হইয়া বাধ বাধ স্বরে বলিলেন, "পাছে আপনি চ'লে যান ইতিমধ্যে, এই ভয়ে—দর্শনের জন্য যে কত চেষ্টা পেয়েছি, তাই—" স্নিগ্ধস্বরে উদাসীন বলিলেন, "আমাকে দাঁড়াতে আদেশ করলেই ঠিক্ হ'ত।"

"আপনাকে আদেশ?" কর্ত্তা দ্বিগুণ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রস্তুত দেখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া এইবার একটু আগাইয়া আসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল তিনিই এই বৈষ্ণবকে প্রথম এ গ্রামে এই স্থানে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপও সেদিন হইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া অগ্রসর হইয়া উদাসীনের দিকে একবার মাথা নামাইয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের স্পর্দ্ধা ক্ষমা করবেন, আপনাদের শ্রীমদ্ভাগবতই তো ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রায় সমান আসনই দিয়েছেন, এমন কি স্থানে স্থানে যেন ভক্তের মহিমাই বেশী ক'রে বলেছেন। আপনাকে আগে প্রণাম করাতে তাহ'লে কেন দোষ হবে?" বৈরাগী এতক্ষণ যেন অস্থরস্থ ভাবে চক্ষু অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, এইবার জোড় হস্তে উদ্দেশে কাহাকেও প্রণাম করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বুঝেছি আপনি কোন স্থানের কথা বল্‌ছেন। সেখানে ভগবান নিজে বল্‌ছেন বটে যে—

'কিং স্বল্প তপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকম্ ॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনস্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥'

কিন্তু তাঁর ভক্তের তাঁর কাছে এই যে আদর এ তাঁর মুখেই শোভা পেয়েছে। মানুষ আমরা একথা নিয়ে ভুল ক'রে মানুষকে যেন তাঁব আসনে না বসাই! আব এ সাধু কি এই অল্প-তপস্যা-সম্পন্ন জগতের মনুষ্যে সম্ভব—যা ভগবানই দুর্লভ বল্‌ছেন। তীর্থ এবং পাষাণমূর্ত্তি দেবতা বহুকালে মানুষকে পবিত্র করতে পারে, কিন্তু যে সাধুর দর্শন মাত্রে জীব পবিত্র হয সে সাধু যে কি বস্তু তা নিশ্চয় ভাগবতের 'নব যোগীন্দ্র সংবাদে' আর 'অবধূত গীতা'য জেনেছেন।" কৃষ্ণপ্রিয়া একটু যেন সঙ্কুচিত ভাবে নীরব হইলেন কিন্তু দেখিলেন তাঁহাব কাকা পর্য্যন্ত উৎফুল্ল ভাবে তাঁহাব দিকে চাহিয়া আছেন। কৃষ্ণপ্রিযা তাঁহাব ইচ্ছা ও উৎসাহ বুঝিযা মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমাদের বেশী কিছু জানা নেই, তবে এক সময়ে ভাগবতের পাঠক ও কথকের মুখে যা কিছু ব্যাখ্যা শুনেছি আর যা একটু আধটু চোখে দেখেছি তাতে যেন মনে ছিল ভক্ত আর ভগবানকে খুব কাছাকাছিই করা হয়েছে।" উদাসীন একটু ক্ষোভের হাসির সহিত বলিলেন, "সেই প্রকৃত সাধু বা ভক্তকে কি আমরা দেখলেই তাঁদের চিন্‌তে পাবি? আর তাঁরা কি আমাদেব মত এই রকম ভেক্‌ধারী হ'য়ে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ান?" "হাঁ, তাও বেড়ান, আপনাদের ভাগবতেই বহু স্থানে একথা আছে। তাঁদের চিনতে

না পারলেও আপনাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবই বৈষ্ণব আর তাঁদের 'তর' 'তম'র কথা ব্যাখ্যা ক'রে সকলকেই ত প্রণম্য ব'লে গেছেন।" বলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁহার কাকার মুখের দিকে চাহিতেই হরিনাথ রায় যেন একটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "এক সময়ে এই বাড়ীর কর্ত্তারা ভাগবত আর চৈতন্য-চরিতামৃত নিয়ে কি আলোচনাই না করতেন! তাঁদের বংশে আমরা কি অধমই জন্মেছি! বিশেষ আমাব কথা তো বল্‌বারই নয়, আমার পূজনীয় দাদারা—তাঁরা ধর্ম্মের জন্য প্রাণই উৎসর্গ করেছিলেন দেখেছি, আমরা আজ তাঁদের—" বাধা দিয়া উদাসীন সসম্ভ্রমে বলিলেন, "যাঁদের গৃহের নারীরা এখনো সেই শাস্ত্রের উপর এতখানি অধিকার রাখেন তাঁদের একথা বলা বড়ই বিসদৃশ।" তারপরে কৃষ্ণপ্রিয়াকেই যেন উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এসম্বন্ধে অনেকই বলার আছে কিন্তু এখন যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আপনারা এসেছেন তাই আরম্ভ হোক্।" কর্ত্তার উদ্দেশে মাথা হেলাইয়া উভয় হস্তে নমস্কারের ভাবে বলিলেন, "আমি আজ যাই তবে?" কর্ত্তা সন্ত্রস্তে সঙ্গে সঙ্গে জোড় হাতে বলিলেন, "একটু সময়—দর্শন পাবার তো বেশী আশা নেই, যদি—" বৈরাগী মৃদু মৃদু হাস্যে বলিলেন, "আচ্ছা আপনারা প্রণাম করুন, আমি অপেক্ষা করছি।" কর্ত্তার ব্যস্ততায় সকলে বিগ্রহের প্রণাম একটু শীঘ্রই সারিয়া ফেলিল। পূজারী তখন ঠাকুরের শয়ন দিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাঁহাদের গলার মালা দুই গাছি লইয়া পূজারী যেন একটু দ্বিধার সহিত কর্ত্তার পানে চাহিতেই তিনি নিজে

হাত বাড়াইয়া সে দুইটি গ্রহণ করিয়া উদাসীনের দিকে সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইলেন। বৈরাগী তখন বকুলতলার অন্ধকারে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। সহসা কর্ত্তাকে বিনম্র চেষ্টার সহিত তাঁহার কণ্ঠে মাল্য দিতে অগ্রসর দেখিয়া ত্রস্তে হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "এ প্রসাদী মাল্যে বর-বধূর অধিকার আজ—" কর্ত্তা সশ্রদ্ধ অনুরোধের ভাবে বলিলেন, "তাহলে তারা ভগবান ও ভক্ত উভযেরই প্রসাদ পাবে।"

উদাসীন মস্তক অবনত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে কর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল,

"ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্ গন্ধ বাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ
উচ্ছিষ্ট ভোজিন দাসা স্তব মায়াং জযে মহি।"

কর্ত্তা তাঁহার মস্তকে মালাগাছি স্পর্শ করাইতেই তিনি দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া সে গাছি মস্তকেই ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেন, মাল্য স্রস্ত হইয়া কণ্ঠে না পড়ে! দু'এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া তিনি মালা দুইগাছিই হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তবে তাঁদের আনুন।" বব-কন্যা তাঁহার নিকটে আর একবার অবনত হইতেই তিনি তাহাদের মস্তকে মালা দুইগাছি প্রথমে স্পর্শ করাইয়া পরে কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। নিজের পদতলে আর একটী যুবককে প্রণাম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে কর্ত্তার পানে চাহিতেই কর্ত্তা পরিচয় দিলেন, "আমার বধূমাতার জ্যেষ্ঠ। ওঁদের বংশে ও সম্প্রতি এই একমাত্র জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান, নাম যতীন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই দু'টি ও দুই একজন বিধবা ভিন্ন ওঁদের

আর কেহই অবশিষ্ট নেই।” উদাসীন একটু পরে বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদের যে ভাবে মস্তক স্পর্শ করিয়াছিলেন সেই ভাবে যতীনেরও মস্তক স্পর্শ করিলেন এবং তখনি সকলের দিকে চাহিয়া বিদায়-অভিবাদনের মত একবার মাথা হেলাইয়া মৃদুকণ্ঠে “যাই” শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন। কর্ত্তা যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভাগ্যে এই সময়ে আমরা এসেছিলাম তাই একজন মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ পাওয়া গেল। উনি লোক সঙ্গ এড়াবার জন্যই বোধ হয় এ সময়ে এসেছিলেন, আমরা তো তার উল্টোই ক'রে দিলাম।” তারপরে যেন সকলের উদ্দেশ্যে বলিলেন, “এই সময়ে তোমরাও বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে রাখ, শেষ রাত্রে সকলকে আর ডাকাডাকি ক'রে কাজ নেই। কৃষ্ণপ্রিয়া কই?” যতীন উত্তর দিল, “তিনি ভোরেই আবার আস্‌বেন ব'লে একটু আগে চ'লে গেছেন।”

সকলে তখন গৃহাভিমুখ হইলে যতীন কর্ত্তার পানে চাহিয়া বলিল, “আজ ক'দিনই আপনাদের এখানে এসেছি কিন্তু এঁকে তো এখানে কোন দিন দেখিনি। ইনি কোথায় থাকেন?” কর্ত্তা উত্তর দিলেন, “আমরাই তা জানি না বাবা! এতদিন এসে মাত্র দু' তিনটি সন্ধ্যায় এইখানে দেখেছি। তবে শুনেছি বৃন্দাবন থেকে এসেছেন। যেখানে থাকেন শুনি সেখানে গিয়েও ত দেখা হয় না।” যতীন যেন মৃদু মৃদু আপন মনেই উচ্চারণ করিল, “এ রকম লোক কখনো দেখিনি। দেখেই যেন—” “আমরাই কখনো দেখিনি, তোমরা ত ক'দিনের ছেলে।”

অনুক্রম

"আমি কল্‌কাতা যাবার আগে জেঠিমার কাছে আর একবার আস্‌ব। আপনি যদি আর একবার এঁর কাছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান্‌।"

"আচ্ছা এসতো, দুজনেই চেষ্টা দেখব।"

১২

বনে

হে বৈরাগী কর শান্তি পাঠ !
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে যাক্ চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ !

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদি যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্ব পরে
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বথ ছায়াতে, সকরুণ তব মন্ত্রসাথে।

চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ ধূধূ করিতেছে, কোথাও বা এক একটী বৃহচ্ছায়া বট বা অশ্বত্থ তাহাদের ডালপালা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে শ্যাম বনরেখার মধ্যে বিলীন গ্রামের নিকটে কতকগুলা চষা জমি, কোথাও বা রাখালের দল গরু চরাইতেছে, দূরত্বের জন্য সেগুলিকে যেন ছবিতে আঁকার মত গতিচাঞ্চল্যহীন দেখাইতেছে।

মাঝখানে একটা ঘন বন খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া মাঠের সবুজ সমুদ্রে যেন দ্বীপের মত দাঁড়াইয়া ; তাহার এক পাশে একটা মরা বিল, বুকের স্থানে স্থানে ঘন ঘাস এবং শৈবাল ভরা সামান্য জল লইয়া নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। সেই 'বিলেন জমি'তে

কৃষকেরা স্থানে স্থানে আশুধান্য রোপন করিয়া সেই বিলের লক্ষ্মী জোলা নামটি ঈষৎ সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বনের মধ্যে ঢুকিলে বুঝা যায় সেটি বন নহে, পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। ইদানীং বসতি বোধ হয় খুব কমিয়াই আসিয়াছিল তাই সেই দীর্ঘবৃক্ষসন্নিবেশের নিম্নে ঘাগাছার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে কয়েকখানি চালহীন মাটির ভিটা তাহাদের বক্ষপঞ্জর উন্মুক্ত করিয়া পড়িয়া আছে। সমস্ত বনটি খুঁজিলে এইরূপ দুই তিন জায়গায় মাত্র দেখা যায়, তাহাদের অধিবাসীরা বোধ হয় অল্প দিন চলিয়া গিয়াছে। বাকি সমস্ত গ্রামের চিহ্ন বনে ঢাকিয়া গিয়াছে, কদাচিৎ কোথাও একটা ইষ্টক স্তূপ, তাহারই এক স্থানে ক্ষুদ্র একটী মন্দির। অনতিবৃহৎ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ মন্দিরটিকে প্রায় নিজের কুক্ষিগত করিয়া লইয়া মন্দিরের মাথার উপরে মহাকাল দেবতার বিজয়-নিশানের মত নিজের সবুজ শাখার পত পত শব্দ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের কপাট নাই, অভ্যন্তরের দেবতার মূর্ত্তিও বাহির হইতে অস্পষ্ট। কতকগুলি দেবদর্শনার্থী যাত্রী অদ্য সেই মন্দিরের সম্মুখের ভগ্ন রোয়াকটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দেবতার উদ্দেশে সকলে প্রথমে সেই ভগ্ন রোয়াকেই মস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিল। তারপরে একজন বাক্য উচ্চারণ করিল, "কই কিছুই দেখা যায় না যে!" দলের কর্ত্তা আমাদের বৃদ্ধ রায় মহাশয় বলিলেন, "মাঠের রোদ থেকে সদ্য বনে ঢোকা গেছে, গাছের ছায়ায় চোখ এখনো অন্ধকারই দেখচে কিনা?

রোয়াকের ওপর ওঠা যাক্।" জুতা নীচে রাখিয়া কোনরূপে তিনি প্রায় ইষ্টকস্তূপেই পরিণত সেই ক্ষুদ্র রোয়াকে উঠিলেন। দলের সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিল।

"ঐতো গৌরনিতাই দেবের যুগল মূর্ত্তি! বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।" আবার তাঁহারা একবার সকলে প্রণত হইয়া দৃশ্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলেন।" ঠাকুর তো বেশ পরিষ্কারই আছেন, মন্দিরের মধ্যেও বেশ পরিষ্কার, বোঝা যাচ্ছে এখনো নিত্যই পূজা হয়। ঐতো বাইরে ফুলপাতাও পড়ে রয়েছে। এখানা দুয়ারে দেবার ঝাঁপ বোধ হচ্ছে, দুয়ারের অভাবে তৈরী করা হয়েছে। এই জঙ্গলের মধ্যে যতখানি সম্ভব চারিদিক বেশ পরিষ্কারও দেখাচ্ছে। লোক জন যাওয়া আসা করে নিশ্চয।" দলের মধ্যে আমাদের চপলা কিশোরীও ছিল, সে চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "এ বনে বাঘ থাকে, না ঠাকুর দাদা?" অনেকে যেভাবে "চুপ চুপ" করিয়া উঠিলেন তাহাতে বোঝা গেল তাঁহাদেরও মনে সে কথাটা উদয হইয়াছে। রায় মহাশয়ও মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেটা এমন অসম্ভবই বা কি?" কযেক জন নারী অস্ফুটে কয়েক বার "বনমধ্যে বরাহঞ্চ" বলিয়া বিষ্ণু-ষোড়শ নামের এক নাম স্মরণ করিলেন। কেবল রাধা প্রতিবাদ করিল, "এ রকম জায়গায় সে ভয় খুব কমই থাকে। দেখ্‌ছনা এখানে মানুষ চলাচলের চিহ্ন রয়েছে।" তাহার কথায় সকলে যেন একটু ভরসা পাইলেন। অসহিষ্ণু কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চলনা পিসি, একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরে দেখি—" "বাঘ

আছে কিনা?” রায় মহাশয় নাতিনীর উদ্দেশে একটি মধুর সম্পর্কের সম্বোধন প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, “তোর একটা বুনো বাঘের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গেলেই ঠিক্ হয়! যেমন তুই তেমনি বর হয়।” ঠাকুরমাতাও স্বামীর রহস্যে যোগ দিয়া বলিলেন, “যে বর ওর জন্যে ঠিক হচ্চে সেতো ওকে ‘মেনা বেনা’। সেই যে কোন মোছলমান দুর্গা ঠাকুর দেখতে এসে নাকি বলেছিল যে ওপরের চাল চিত্তিরের আঁকা ঐ ঠাণ্ডা বুড়োটি দুর্গির খসম? ও খসম তো দুর্গিকে মেনায় নি! দুর্গি যেমন দজ্জাল্নি আমাদের হান্‌ফে চাচা যদি ওর খসম হ’ত তবেই মেনাতো। ওরও তাই হবে বড়বৌমা!” খুড়শ্বশুর ও শাশুড়ীর রহস্যে বড়বৌ মৃদু হাস্য করিলেন, কিন্তু কিশোরী মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়া উঠিয়াছিল। সলম্ফে সেই ভগ্ন রোয়াক হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া “তোমরা বসে বসে এইখানে নমাজ কর ঠাকুমা, তোমার হান্‌ফে চাচার সঙ্গে, আমি বাঘ খুঁজ্‌তে যাচ্ছি।” বলিয়া বনের মধ্যের সেই লুপ্তপ্রায় পথরেখা ধরিয়া প্রায় লাফাইতে লাফাইতে একদিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। সকলে হাসির সঙ্গে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া আবার বরাহদেবকে স্মরণ করিতে করিতে বলিল, “এ দস্যি মেয়ে একটা ঘটাবে দেখছি! রাধা তুই তোর মেযে সাম্‌লা। যেমন সখ্‌ করেছিস্, বল্লাম ওটাকে লুকিয়ে যাই আমরা, তা ওঁর হ’লনা।” রাধা ততক্ষণে কিশোরীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া উভয়ে কয়েকটা গাছের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। শঙ্কিতা বড়বৌ বলিলেন, “ওকে কি

ফাঁকি দিয়ে আস্‌বার জো ছিল বাছা?" তিনি ভীত নয়নে তাহাদের গতিপথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "আমিও যাই খুড়িমা, কোনদিকে যাবে আবার?"

"ওটাকি পিসি? ঐ যে গাছের ডালে বসে আছে! ও বাবা ছুটো যে! কি গোল্ গোল্ চোখ, কি বিশ্রী চেহারা! প্যাঁচা? হ্যাঁ প্যাঁচা নাকি অতবড় হয়? হুতোম প্যাঁচা? 'তুই থুলি মুই থুলি' আবার নাম হয় নাকি? কই ওরা তো তা বল্‌ছে না! বাবা কি হুম্ হুম্ শব্দ! হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে একদিন জোচ্ছনা রাত্রে যখন তোমাদের দেশের সেক্‌রা পাখি ঠকর্ ঠকর্ ক'রে কেবলই গয়না গড়াচ্ছিল,—সেও এক রকম প্যাঁচা? সব পাখিই ত প্যাঁচা তাহলে বাপু, তোমাদের দেশে! সেই রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, প্রকাণ্ড একটা কি চিলের ছাদের ওপর বসে ছিল আর এই রকম হুম্ হুম্ শব্দ আসছিল। অন্ধকার রাত্রি হলে বাপু ভয় করত কিন্তু। কেমন মজা দেখছ পিসি? একবার গলা ফুলিয়ে এটা ডাকছে আর একবার ওটা ডাকছে! ওরাই সেই 'তুই থুলি' পাখী যারা টাকা লুকিয়ে রেখে ঝগড়া কর্‌তে কর্‌তে মরেই গেল? তারপরে মরেও এই রকম ধেড়ে ধেড়ে পাখী হয়ে দু'জনে দু'জনকে বলে 'তুই থুলি, তুই থুলি'! আমাদের দেখে আরও ঝোপের মধ্যে লুকুলো দেখছ পিসি? কাক যদি আসে তো বাছাধনরা টের পান এখনি! ও পিসি, শেয়াল শেয়াল! ওমা, কেমন ছোট্ট ছোট্ট তিন চারটে বাচ্চা সঙ্গে! আমি ধরব একটা—হ্যাঁ—কেন—কামড়ে দেবে না আরও কিছু?

যাঃ পালিয়ে গেল, তুমিও একটু দৌড়ুলে না কেন, তাহলে ধরা যেত! হ্যাঁ, যাও!"

কিশোরীর কলকণ্ঠ বনের দিকে দিকে বাজিতে লাগিল, শুনিয়া মাতা আর তাহাদের পশ্চাতে অগ্রসর হইলেন না। মন্দিরের অদূরেই দাঁড়াইয়া ছোট জায়ের সঙ্গে এন ও বনের ঠাকুরটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অপরিসর স্থানে শ্বশুরের ন্যায় গুরুজনের অতি নিকটে তাঁহারা এতক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্য পাইতেছিলেন না, একটু আড়ালে আসিয়া বাঁচিলেন।

"অবধৌত!" অস্পষ্ট গম্ভীর শব্দে সকলে সচকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল মলিন ধূলি-ধূসরিত ছিন্ন কন্থার আল্‌খেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, রুক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু ও জটায় মস্তক এবং মুখ সমাচ্ছন্ন এক বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যের চাপে যেন কুব্জাকার হইয়া সেইদিকে আসিতেছে। সেই নির্জ্জন বনের মধ্যে সেই কুদর্শন অদ্ভুত বেশধারী ব্যক্তির আগমনে সকলেই যেন ঈষৎ শঙ্কিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কিন্তু সেখানে তাঁহাদের দেখিয়াও কোন ভাবান্তর প্রকাশ করিল না। রোয়াকের অদূরে সহসা জানু পাতিয়া বসিয়া কাহার উদ্দেশে যেন প্রণাম করিল এবং নত মস্তকে নিস্তব্ধে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী কি সাধু মহান্তকে দর্শন করতে এসেছো?" আগন্তুক কোনই উত্তর দিল না। "আমরাও তাঁকে দর্শন করতে এসেছি, তিনি এই বনের ঠিক কোনখানটায় থাকেন জানো কি?" আগন্তুক নীরব—যেন সে মূক বা বধির। কিন্তু সে

সেখানে আসার সময়ে যে একটা গম্ভীর শব্দ সকলের কানে গিয়াছিল তাহাতে সকলেই বুঝিল লোকটা অন্ততঃ বোবা নয়। ইহার নিকটেও কোন সন্ধানের আশা নাই বুঝিয়া সকলে একটু যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

"ঠাকুর্দ্দা—ঠাকুর্দ্দা, দেখুন এসে, কাকে খুঁজে বার করেছি। আপনারা তো নমাজ কর্‌তে লাগলেন, আমরা ঐ দিকে গিয়ে দেখি—কেমন ডালপালার ছাউনিতে কুঁড়ে ঘরের মতন রয়েছে, তার মধ্যে তিনি চোখ বুজে বসে রয়েছেন। দেখেই চেঁচিয়ে 'বৈরাগি ঠাকুর, আমরা তোমাকে যে দেখতে এসেছি, ঠাকুর্দ্দা এসেছেন'; বলতেই তিনি চোখ চাইলেন আর আমি ছুটে পালিয়ে এলাম", বলিতে বলিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিশোরী ছুটিযা আসিতেছিল, পথিমধ্যে উপবিষ্ট সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুককে দেখিয়া সহসা তাহার গতিরোধ হইয়া গেল। ঈপ্সিতলাভের সম্ভাবনার সংবাদে আনন্দিত হইয়া সকলে রোয়াক হইতে নামিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় হর্ষোচ্ছ্বাসের সহিত "কই রে কোন দিকে—কোন দিকে?" বলিতে বলিতে নামিয়া নাতিনীকে অকস্মাৎ সেই বৃদ্ধ দর্শনে বাক্‌শক্তিহীন দেখিয়া রহস্যেচ্ছা সম্বরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "এইবার বাঘ দেখতে পেলি ত?" সেই বনতলে উপবিষ্ট চিত্রিত ছিন্ন কন্থাবৃত কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধকে একটি ভীতিপ্রদ বন্য জন্তুর মতই দেখাইতেছিল বটে।

তাঁহাদের আর অগ্রসর হইতে হইল না—একখানা কম্বল হস্তে পূর্ব্বপরিচিত সেই উদাসীন প্রসন্ন হাস্যে তাঁহাদের দিকেই

আসিতেছিলেন, পশ্চাতে জোড় হস্তে রাধা। "আসুন—আসুন, কতক্ষণ এসেছেন ?" সকলে প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই উদাসীন দূর হইতেই সুদীর্ঘ দেহ অর্দ্ধ-অবনত করিয়া বদ্ধাঞ্জলী ভাবে সকলকে অভিবাদনসূচক নমস্কার করিলেন। সকলে তখন বনের সেই আগাছা জঙ্গলের মধ্যেই হাঁটু পাতিয়া বসিতেছিল, উদাসীন প্রায় ছুটিয়া আসিয়াই সকলকে এরূপ ভাবে বাধা দিলেন যে কেহই আর ইচ্ছানুরূপ কার্য্যটি করিতে সাহস পাইল না। তাহাদেরও মস্তক নত করিয়াই প্রণাম সারিতে হইল। সেই ভগ্ন রোয়াকের উপরে কম্বলটি বিস্তৃত করিয়া উদাসীন তাঁহাদের বসিতে আহ্বান করিলেন।

রায় মহাশয় এইবার সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিলেন, "আপনার বিছানো আসনেও বস্‌তে হবে ?" "আপনারা আজ গৌরনিতাই দেবের অতিথি যে!" উদাসীনের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরের আহ্বানে আবার সকলে রোয়াকের উপরে উঠিলেন কিন্তু কম্বলে বসিলেন না। রায় মহাশয় কম্বলটি গুটাইয়া মাথায় ঠেকাইতে গেলে যখন উদাসীন তাঁহার হস্ত ধরিয়া শান্ত অনুরোধের স্বরে বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতে দেন দয়া করে।" তখন তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ত্ব হইতে মুক্তি দিতে রাধাদাসী অগ্রসর হইয়া কম্বলখানি আবার একবার পাতিয়া দিল। তখনো উদাসীনের অনুরোধে সকলকে প্রথমে বসিতে হইল ; পরে তিনি মন্দিরের ভিতর হইতে একটু ছিন্ন আসন বাহির করিলেন।

বৃদ্ধ ভিক্ষুক এতক্ষণ জোড় হস্তে দাঁড়াইয়াই ছিল, তাহার

দিকে মস্তক :হেলাইয়া অভিবাদনান্তে সাধু বলিলেন, "অবধূত, তুমি কখন? এঁদের সঙ্গেই নাকি?" ভিক্ষুক নতমস্তক একটু চালনা করিল মাত্র। রায় মহাশয়ই উত্তর দিলেন "না, উনি এই কতক্ষণ এসেছেন!" "তুমিতো মন্দিরেও উঠবে না, আমার আসনও নেবে না, ব'স!" বৃদ্ধ: আবার প্রণামের ভাবেই সেইখানে হাঁটু পাতিয়া বসিল। সাধুও সেই ছিন্ন আসনটুকু পাতিয়া রোয়াকের একদিকে উপবেশন করিতে করিতে রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একাদশস্কন্ধে ভগবান উদ্ধবকে যে-সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, যার নাম 'উদ্ধব গীতা' তার মধ্যে 'ভিক্ষুগীত' একটি উৎকৃষ্ট বস্তু। সেই অবন্তীদেশের ব্রাহ্মণের মত এই বৃদ্ধটিও বহুকাল 'অবধূত' পন্থা নিয়েছে। কিন্তু এতকালেও শান্তি পায় নি। এর মন এখনো একে কর্ম্মপাকের স্মৃতিতে অশান্ত রেখেছে, তাই মাঝে মাঝে এখানে আসে।"

এতক্ষণে ভিক্ষুক নিজমনে একটু একটু যেন মাথা নাড়িল—চক্ষু-কোটর হইতে যেন দুই এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিল, তারপরে মৃদুস্বরে বলিল, "দু'বার এসে দর্শন পাইনি!" তাহার সেই বার্দ্ধক্য-জড়িত কণ্ঠস্বর যেন, একটা জন্তুর গর্জ্জনের মত গোঁ গোঁ শব্দ করিল মাত্র। উদাসীন কিন্তু বুঝিলেন, স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "আমিও সেকথা ভেবেছি যে অবধূত হয়ত ফিরে গেছেন।" আবার সকলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এঁকে এইদিকে ভিক্ষা করতে অনেকেই হয়ত দেখেছেন?"

রায় মহাশয় কুণ্ঠিতভাবে "আমিতো গ্রামে থাকি না, বহুদিন

পরে এবার এসেছি, আমি—" এইটুকু বলিতেই রাধাদাসী জোড় হাতে সকলের হইয়া উত্তর দিল, "হাঁ, ওঁকে গ্রামে ভিক্ষা করতে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। কখনো কথা কইতে শুনিনি। বহুদিন পূর্ব্বে একজন সঙ্গিনীও ওঁর সঙ্গে থাকতেন, শুনেছি তিনি ওঁর স্ত্রী ছিলেন। দু'জনেই কথা কইতেন না, একদিকে বেশী দিন থাকতেনও না। দুচার বৎসর পরে পরে আসতেন ব'লে মনে পড়ে। ছেলেরা ধূলো দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে বড় জ্বালাতন করত।"

রাধাদাসী নীরব হইলে সাধু স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভিখারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তারপরে ?" ভিক্ষুক আবার মাথা নাড়িয়া এবার একটু স্পষ্ট করিয়া বলিল, "অনেক দিন কিছু পাইনি বাবা!" রায় মহাশয় উদাসীনের পানে চাহিলেন, ভিক্ষুকের প্রার্থনার বস্তুটি কি তিনি যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। উদাসীন এতক্ষণ যেন একটু অন্যমনাভাবে একদিকে চাহিয়া ছিলেন, ভিক্ষুকের কণ্ঠস্বরে দৃষ্টি ফিরাইতেই রায় মহাশয়েব প্রশ্ন বুঝিয়া বলিলেন, "কিছু শুনতে ইচ্ছুক। লোকটি কর্ম্মবিপাকে আর্ত্ত,—তাই আখ্যায়িকার মধ্যেই তার মনঃশান্তির উপায় খুঁজতে ভাগবত আলোচনাই মাঝে মাঝে করা যায়। আপনি—"

রায় মহাশয় সবিনয়ে জোড় হস্তে বলিলেন, "আমরাও আজ তাহ'লে কিছু লাভ করব। কিন্তু আমিও কর্ম্ম-বিপাকে আমাদের শাস্ত্র পুরাণে একেবারে অনভিজ্ঞ, কিছুই জানি না।"—উদাসীন সহাস্যে বলিলেন, "সেদিন আপনার গৃহের মহিলাদের ভাগবতে যে রকম অভিজ্ঞতা দেখেছি তাতে আপনি একথা বল্লে মানতে তো

পারি না।” “আমি তো আপনাকে সেদিন সেকথা বলেছি। একদিন আমাদের গৃহে তাই ছিল বটে কিন্তু আজ ঐ মহিলারাই যদি কিছু মনে মনে সঞ্চিত বা কাজেও কিছু কিছু রেখে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়া ছাড়া তাই বা কে আছেন? আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রীটির জীবনও ভয়ানক ঘটনা-বিপাকের সমষ্টি। তাঁরও—” অবান্তর কথা আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া রায় মহাশয় নিজের কথা ফিরাইয়া বলিলেন, “তিনি আজ আমাদের সঙ্গে আসেন নি, এলে হয়ত আপনার কথার একজন যোগ্য শ্রোতা হতেন। তিনি নিজের সাধনা নিয়েই দিনের বেশীর ভাগ আমাদের গ্রামের কালীতলার বনে কাটান। অপরাহ্নে ঘরে এসে হবিষ্য গ্রহণ করেন, সেইজন্য তাঁকে আনতে আমরাও তেমন চেষ্টা করি নি। তিনি তো কোথাও যেতে ইচ্ছা করেন না।” উদাসীন মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “সাধনা-গৃহ নির্জ্জন স্থানেই হওয়া উচিৎ।” “তাঁর গৃহও তো বনের মতই নির্জ্জন। বৃদ্ধ এক পিসি আর এই দাসী, এইমাত্র লোক। সেজন্য নয় বোধ হয়। তাঁর শক্তিমন্ত্রে সাধনা, তাই ঐ দেবীর স্থানেই জপ করার আগ্রহ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।”

উদাসীন তাঁহার অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্র উন্মীলন করিয়া পূর্ণ-দৃষ্টিতে রায় মহাশয়ের প্রতি চাহিলেন। দ্বিধার সহিত উচ্চারণ করিলেন, “শক্তিমন্ত্র? আপনাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভই কি আপনাদের বংশের ইষ্টদেব নন? আপনারা বৈষ্ণব বলিয়াই—”তাঁহার স্বর ক্রমে অস্পষ্ট হইল। রায় মহাশয় বলিলেন, “হ্যাঁ, আমাদের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষরা স্বর্গীয় ভ্রাতারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু

তিনি আমাদের কন্যা। শ্বশুরকুলের রীতিই তাঁর আচরণীয়।" উদাসীন ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া আবার মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে বলেই মনে হয়েছিল।"

"তাঁর জীবনে ঘটনা-বিপাকের মত ধর্ম্ম-বিপাকেরও মহা দ্বন্দ্ব ঘটে গিয়েছে। শ্বশুররা তাঁকে তাঁদের কুলোচিত দীক্ষা দেন, আবার স্বর্গীয় কর্ত্তারাও তাঁকে নিজেদের রুচি ও ধারণা মত বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই সময়েই তাঁকে বহু বৈষ্ণবশাস্ত্র, পুরাণ শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি শেষে স্বর্গগত স্বামীর ধর্ম্মই গ্রহণ করেছেন।" বৈরাগী নিস্তব্ধভাবে চক্ষু মুদ্রিত করায় রায় মহাশয় থামিয়া গেলেন, সাধুর স্তব্ধ সমাহিত ভাবকে আর বাক্যশব্দের দ্বারা বিচলিত করিতে সাহস পাইলেন না।

ক্ষণপরেই সাধু নয়ন মেলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে রোয়াকের নিম্নে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ভিক্ষুকের পানে চাহিয়া গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্নদেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকামাঃ।
মনঃ পরং কারণ মামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যৎ।
দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনো নিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।"

ভিক্ষুক নতমস্তকে জোড়হস্তে যেন মূর্ত্তিমান শুশ্রূষুর মত শুনিতেছিল। সাধু সহসা তাঁহার কণ্ঠ থামাইয়া রায় মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "এই অবধূত। এঁর কথা

আমাদের মত সাধারণ সুখদুঃখভোগী জীবের পক্ষে বচনেরও অতীত! যাঁরা এ গ্রামে বাস করেন তাঁরা কেউ কেউ কিছু জানেন হয়ত!" বলিতে বলিতে সাধু সম্মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন একটি নারী সেই বনপথের মধ্যে একভাবে দাঁড়াইয়া স্তব্ধদৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে, আর তাহার নিকটে সেই কিশোরী বালিকা, যে ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, সেই চঞ্চলা বালিকাও স্থানকালপাত্রের প্রভাবে তেমনি অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাধু তখনি দৃষ্টি নত করিলেন। ক্ষণপরে ধীরে বলিলেন "কেহ কেহ হয়ত এঁকে জানেন! ইনি এখন কিছুক্ষণ এইখানেই থাকবেন। আপনাদের কিন্তু অনেকটা পথ যেতে হবে, সঙ্গে বালিকা ও মহিলারা রয়েছেন, এপথে সন্ধ্যা না হওয়াই উচিৎ।"

সকলে একে একে উদাসীনকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রায় মহাশয় দুঃখপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "ভাগ্যে আর হয়ত দর্শন ঘটবে না, এইবার আমার যথাস্থানে চলে যেতে হবে!" উদাসীন গম্ভীর মুখে সকলকে প্রত্যভিবাদন করিয়া রায় মহাশয়কে যেন সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিলেন, "কে বল্‌তে পারে আর ঘট্‌বে না! এই যে ঘটনা এও তো অঘটন ঘটনই! এই রকম ভাবে হয়ত আবারও ঘট্‌তে পারে।" রায় মহাশয় সহসা একটা আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আবার হয়ত ছয়মাসের ভেতরই আসার সম্ভাবনা আছে। সেই যে যুবকটিকে দেখেছিলেন আমার বধূমাতার ভ্রাতা, সেই যতীনের সঙ্গে আমাদের এই নাতিনীটির

বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে। আপনি যে অঘটন ঘটনের কথা বল্লেন, এবারে সত্যই আমরা অনবরত যেন তাই প্রত্যক্ষ কর্‌ছি! যাদের সঙ্গে সম্পর্কের স্মৃতি আমাদের বংশে কেবল জ্বালাই আনত, তাদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ এই অমৃতসংযোগের ব্যবস্থা কিসে হচ্চে জানি না! যতীন ছেলেটি আপনাকে আর একবার দর্শন করতে বড়ই ইচ্ছুক ছিল কিন্তু এই সব ব্যাপাবেই বোধ হয় আর সে এখন এদিকে আস্‌তে পার্‌ছে না। আমরা এ শুভ বিবাহটিও এইবারেই সেরে যেতে ইচ্ছুক ছিলাম, সকলেরই সেই ইচ্ছা, কিন্তু মাতৃপিতৃ-হীনা কন্যার একমাত্র অভিভাবিকা পিসির অনিচ্ছাতেই ঘটতে পারছে না।" উদাসীন যেন অনিচ্ছাতেও উচ্চারণ করিলেন, "তাহলে একার্য্য না ঘটাই উচিত।" "না, তাঁর এই বিবাহেই যে অনিচ্ছা তা নয়! যতীনও তাঁর বংশধর, কন্যাটিও ভ্রাতুষ্কন্যা, এ যোগাযোগ সুখেরই! তবুও তিনি এতশীঘ্র একাজটি সমাধা কর্‌তে চান্ না! বলেন, যদিই এরপরে উভয় পক্ষের কোন মনোমালিন্য ঘটে তখন আর উপায় থাকবে না। এই প্রস্তাব কিছুদিন এইভাবে থাকাতে যদি দুই দিকের কোন মত পরিবর্ত্তন না ঘটে তবেই একাজ করা ঘটবে।" সাধু মৃদুস্বরে বলিলেন, "যুক্তিতে বিচক্ষণত্ব আছে।" তারপরে কিশোরীর পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "এই বালিকাটি?" "হ্যা, কিশু প্রণাম কর।" ধীরভাবে কিশোরী সাধুর চরণে আবার প্রণতা হইল এবং তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে থাকিয়া রাধাদাসীও আর একবার সাধুর উদ্দেশে প্রণাম করিল।

সকলে অবধূতের উদ্দেশেও মস্তক অবনত করিয়া যখন বিদায় হইয়া ক্রমশঃ বাহিরে আসিয়া পড়িলেন, তখন শুনিতে পাইলেন সমস্ত বন কাঁপাইয়া সেই উদাত্ত স্বরে গীত হইতেছে—"দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু কিমাত্মনস্তত্র নিজস্বভাবঃ। নহ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষাস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেতকস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে। আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখ হেতুঃ কিমন্যত তত্র নিজ স্বভাবঃ। নহ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষাস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখং। কর্ম্মাস্তহেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মন স্তদ্ধি জড়া জড়ত্বে। দেহস্তচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণং ক্রুদ্ধ্যেত কস্মৈ নহি কর্ম্মমূলং। কামস্তু হেতুঃসুখ-দুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ নাগ্নেহি তাপো ন হিমস্য তৎস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বং।"

রায় মহাশয় সনিশ্বাসে বলিলেন, "উঠে আসতে ইচ্ছে হচ্চিল না। কিছু ওঁদের পক্ষে আমাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ হ'লে পীড়াদায়ক হয়। আচ্ছা, ও অবধূতকে জান না কি তোমরা কেউ? রাধা যে বল্‌লে ওঁকে সে দেখেছে এর আগে?" সকলের পশ্চাদবর্ত্তিনী রাধার প্রতি সকলের দৃষ্টি পতিত হইলে রাধা তখন অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। সে এতক্ষণ অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে সকলের পশ্চাদনুসরণ করিতে-ছিল মাত্র, কোন কথা বা আলোচনায় যোগ দিতে পারে নাই। রায় মহাশয় পুনরায় রাধাকে অবধূত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে রাধা কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, "শুনেছি ঐ লোকটিই নাকি সেই 'রামামীরে' ডাকাত।" কর্ত্তা যেন অতিমাত্র বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন, "রামামীরে? এখনো সে বেঁচে আছে? শুনেছিলাম বটে যার

নামে একদিন সমস্ত ন'দে' জেলা থরহরি কাঁপত, সে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। সে যে অনেক দিনের কথা! সেই কি এই অবধূত?" রাধা আবার সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "সেই লোকটি বলেই তো মনে হয়। ওর স্ত্রীও সঙ্গে থাক্‌তেন, তিনি বোধ হয় এখন নেই।" কর্ত্তা উৎসাহিত ভাবে বলিলেন, "ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি! সেই রামামীর! ওর ভয়ে কর্ত্তারা বাড়ীতে সেকালে একদল পাইক রেখে সড়কি আর লাঠি খেলা শেখাতেন। ও একবাব বলে পাঠিয়েছিল যে বড় রায় ঠাকুরের ভুঁড়িটা সড়কি দিয়ে ফাঁসিয়ে দেব আর ঝর ঝর ক'রে মোহর পড়্‌বে।" তাই শুনে বড় কর্ত্তা তাকে সেই মোহর কুড়ুতে ডাকৃতেও পাঠিয়েছিলেন। এত তাঁদের সাহস ছিল। তিনি বেঁচে থাকতেই সে একবার নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল, কিন্তু তখন বড় কর্ত্তা রোগ শয্যায়। সিঁড়ির ঐ দরজা ফেলে দিয়ে সকলে ভয়ে কাঁপছে, বড় ঠাকরুণ একখানা বঁটি হাতে ক'রে বেরিয়ে ব'ল্‌লেন, "রাম! বড় অসময়ে নেমন্তন্ন রাখ্‌তে এসেছিস্‌ রে! ভীষ্মদেব এখন শরশয্যায়! তবু আয় আমিই তোর মান রাখি!" রামামীর আর যাই হোক্ সাহসের মর্য্যাদা জান্‌ত, আর স্ত্রীলোককে ভগবতী জ্ঞানে সমীহ কর্‌ত। বড় ঠাক্‌রুণকে মা বলে ডেকে পায়ের ধূলো নিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমাদের ছোট বেলায় এ গল্প শোনা। জান ত সে বড় ঠাক্‌রুণের কথা? তিনিই সতী যান।" অতীত গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করিয়া রায় মহাশয় সনিশ্বাসে থামিলেন। রাধা মৃদুস্বরে বলিল, "রামামীরের শেষ জীবনের কথা না কি বড় ভয়ানক।"

"কি বল্‌তো? আর কিছু মনে পড়ছে না ত কি হয়েছিল ওর?"

"নিজের একমাত্র ছেলেকেই না কি—" রাধা অর্দ্ধোক্তিতেই থামিল। রায় মহাশয় যেন শিহরিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ ঠিক্! ওঃ—মনে পড়েছে বটে! সে যে বড় ভীষণ কথা! যে কুলবেড়ের মাঠে ওর দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো, যার জন্য নাম হয়েছিল 'বিষম কুলবেড়ে!' সেই মাঠেই তার পাপের ফল নিজের হাতে ফলিয়েছিল! অন্ধকার রাত্রে আপনার ছেলের মাথাতেই—যে লাঠিতে পরের ছেলে মার্‌ত সেই লাঠি! "ওঃ!" সমস্ত শ্রোতা একসঙ্গে শিহরিয়া উঠিল। রাধা বলিল, "তারপরেই নাকি স্বামীস্ত্রীতে এই ফকিরি নেয়? কতলোকে দিন পেয়ে কত মারত ধরত, দুর দুর ক'রে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিত, কুঁড়ে জ্বালিয়ে দিত, মুখের অন্ন খেতে দিত না, ছেলেপিলেরা কত অত্যাচার করত, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথা কেউ শুন্‌তে পায়নি।"

সকলে স্তব্ধ ভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। সায়াহ্নের রৌদ্র তখন মাঠের উচ্চ বৃক্ষের শীর্ষে রক্ত-পতাকার মত ঝলসিতেছিল। রৌদ্রদগ্ধ মাঠের শ্রান্তির নিশ্বাসের মত অপরাহ্লেও বায়ু 'এক একবার যেন হায় হায় করিয়া উঠিতেছিল।

১৩

মেঘালোকে

—শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে
চোখের পরে নাচে।

*　　*　　*　　*　　*

বাদল হাওয়া পাগল হ'লো সেই আগুনের হুহুঙ্কারে
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায় মাঠ হ'তে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে কদম্ব বন রাঙিয়ে ওঠে
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ প্রাণের কাছে।

আষাঢ়ের প্রথম হইতেই দেবতা মুক্তহস্তে বারিবর্ষণ করায় মাঠে এত জল জমিয়া গিয়াছে যে সে জল যেন বানের আকারেই সারা মাঠে ভরিয়া থই থই কবিতে লাগিল। ছিল না তাহাতে কেবল গর্জ্জন শব্দ, জলরাশির গভীরতা এবং স্রোতোবেগ, আর বায়ুর হুহুঙ্কার। বর্ষণের এই জলস্রোতের বেগ না থাকাতে শীঘ্র তাহা নিষ্ক্রমণেরও পথ না পাইয়া যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে মাঠে মাঠে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া চারিদিকে একটা মায়া জলরাশির বিভ্রমেরই সৃষ্টি করিয়াছিল। অদূরে জলাঙ্গীর জলময় অঙ্গও এই প্রচুর মেঘ বর্ষণে অনেক খানি পূর্ণতাই প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু নিজের তীর অতিক্রম করিতে না পারায় এই অগভীর অথচ বিস্তৃত জলরাশিকে ভয়ানকত্বে পর্য্যবসিত করিতে পারে নাই।

যুগান্তরের কথা

সপ্তাহ খানেক অবিচ্ছেদে জল ঢালিয়া মেঘ সেদিন যেন হাঁপ লইতেছিল। বাতাসের আর্দ্রতায় তখনো দুর্য্যোগ মুক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। আকাশে একটা ধূমল বর্ণের আশঙ্কা যেন যে কোন মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত বারিধারাকে নামাইয়া আনিতে পারে ঠিক এমনি আকাশের তলায় দুইজন পথিক মাঠের সেই জল রাশির মধ্যে চলিতেছিল। সন্তর্পণে পা বাড়াইতে বাড়াইতে একজন আব একজনকে বলিতে ছিলেন, "দেখুন জলটা দূর হতে যতটা ভয় দেখিয়েছিল, কাজে কিন্তু ততটা কিছুই নয়। এক হাঁটু গভীরও কোথাও নেই বোধ হচ্চে।" বলিতে বলিতে বক্তা সহসা অতর্কিতে তাহার কথিত সেই এক হাঁটুব চেয়েও একটু বেশী গভীর জলে গিযা পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পা পিছ্‌লাইল। পশ্চাতেব লোকটি তাহাকে অত্যন্ত সতর্কতা এবং বলের সঙ্গে ধরিযা না ফেলিলে বক্তা যুবকের পক্ষে ব্যাপারটি বড় কিছু নয থাকিত না। একটা বিপদেব মতই অপদস্থ হওযা তাহাব পক্ষে অনিবার্য্য রূপেই ঘটিতেছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় ব্যক্তির সেই সাহায্যে দৃঢ় পদে দাঁড়াইযা তখন লজ্জাস্খলিত কণ্ঠে যুবক "মাটিটা আঁঠালো দেখছেন এখানকাব? তাতে আবাব কাঁটা!" বলিযা যাঁহার মুখের পানে চাহিল তাঁহাব মুখে একটু হাসির আভাস পাইলেই সে যেন তাহাব তরুণ মনেব সলজ্জ হাসিটিকে মুক্ত করিযা দিযা বাঁচে কিন্তু সে অনুকূল বাতাসেব ইঙ্গিত মাত্রও বহিল না। উপবন্তু যাঁহাব উদ্দেশে তাহাব এই কথা ক'টি বলা তিনিই যেন একটু ব্যস্ত এবং অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "আইলের ওপর থেকে নীচে পড়েছি আমরা। এটা জমীর সীমা-

রেখা বোধ হচ্চে, যাকে গ্রাম্য ভাষায় আ'ল বা আইল বলে, তারই এই কাঁটা। পথ ভুল হয়েছে একটু, সাবধানে আমার হাত ধরে চল। ডান্ দিকে গেলেই বোধহয় ঠিক্ পাওয়া যাবে।"

হাত ধরিবার প্রস্তাবে যুবক এবার অনেক খানিই কুণ্ঠিত ভাবে মাথা নামাইয়া বলিল, "আপনি আগে আগে চলুন। আমি পিছনে পিছনে ঠিক যাব।"

"তাই হবে—কিন্তু এখানটা বড়ই পিছল, একটু অসতর্কে বিপদ ঘটতে পারে, আমার হাত ধর।" বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়াছিলেন। সেই প্রসারিত সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহুর আহ্বানকে প্রত্যাখান করিবার শক্তি বোধ হয় কাহারই হয় না, যুবক অগত্যা তাহার দক্ষিণ হস্তে সেই প্রসারিত বাহুকে অবলম্বন করিয়া যখন আশ্রয়দাতার দীর্ঘোজ্জ্বল দেহ মণ্ডিত উদাসীনের বেশ এবং সৌম্য প্রশান্ত মুখের পানে চাহিল তখন তাহার হস্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ স্পষ্টই একটু কম্পিত হইতেছিল।

ক্ষণ পরে যুবক যেন একটা গূঢ় আনন্দে অথচ সংযত বিনীত কণ্ঠে বলিল, "এই পথে আমি একা আস্‌বার স্পর্দ্ধা করছিলাম! অনেক বিপদেই পড়ার সম্ভব ছিল এখন বুঝছি। আপনি—"

"এই দুর্য্যোগে তোমার ঘরের বাহির হওয়াতেই সর্ব্বাপেক্ষা অসম সাহসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। ঐ চার পাঁচ ক্রোশ পথ আবার তুমি ফিরে যাবারও সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিলে, এইটাই তোমার বড় বেশী সাহসের ব্যাপার হয়েছে।"

নতমুখে যুবক উত্তর দিল, "আমার যে আর সময় ছিল না সে

কথা তো আপনাকে নিবেদন করেছি। দু' একদিনের মধ্যেই যে আমায়"—বাধা দিয়া উদাসীন বলিলেন, "তাতে কি এমন ক্ষতি হত বাবা? না হয় আমার সঙ্গে না-ই দেখা হ'ত। তাই বলে এমন ভাবে জীবন বিপন্ন করা বা এমন অসম সাহসের কাজ করা তো উচিত নয়।"

"আপনার সঙ্গে না-ই দেখা হ'ত? আপনার আশ্রমে না-ই যেতাম—?" ব্যথার সঙ্গে এই প্রশ্ন সূচক কথা কয়টি বলিয়া যুবক দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখের পানে চাহিল। একটু অভিমানের মত ভাবেই আবার সে বলিয়া উঠিল, "আপনি জানেন না আমার এই সাধটি সেই দিন থেকে মনের মধ্যে কতখানি জায়গা নিয়েছিল! নানা বাধায় এতদিন আসতে না পেরে এতই হতাশ হয়েছিলাম যে, সে সুযোগ পাবামাত্র এই দুর্দ্দিনও আমাকে আটকাতে পারলে না, বরং এই দুর্য্যোগেই আমার সুযোগ মনে হ'ল।" উদাসীন প্রতিবাদ স্বরূপ আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত বলিলেন, "তোমার আত্মীয় গৃহের গ্রামে পৌঁছুতে এখনো খানিকটা জল ভাঙতে হবে। দূরে ঐ যে গাছের ব্যূহ দেখছ ঐটাই বোধ হয় সেই গ্রাম্যদেবীর স্থান!"

"কালী গাছতলা? তাহলে তো এসে পড়েছি! মাঠের এইটুকু'খানি ভাঙলেই ওখানে পৌঁছুনো যাবে! কিন্তু—"

যুবকের কুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ উদাসীন সহাস্যেই বলিলেন, "এ এতটুকু পথ হ'লেও এই জলখানি খুব সাবধানেই ভাঙতে হবে। এর মধ্যে একটা খালের অস্তিত্ব আছে বলেই যেন

আমার মনে হয়! অথচ সেটাকে তো বুঝতে পারছি না! তার মধ্যে না দু'জনে গিয়ে পড়ি?"

যুবক ঈষৎ চিন্তার সঙ্গেই উত্তর দিল, "এ দিকে আমি সেই ক'দিনেই তো অনেকবার বেড়িয়েছি, এদিকে খাল কই দেখিনি তো? খানিকটা নীচু জমি দেখেছি বটে,—সেটা খাল বলে মনে হয়নি। তবে হয়ত কখনো সেটা খাল ছিল এখন কালে ভরাট হয়ে গেছে। সেইটারই কথা কি বলেছেন? আপনি এর আগে এগ্রামে কি কখনো এসেছিলেন?" বলিতে বলিতে যুবকের আবার পদস্খলন হইতেছিল—উদাসীন সাবধানে তাহার পতন নিবারণ করিয়া বলিলেন, "কথায় অন্যমনস্ক না হয়ে সাবধানে এটুকু পার হ'য়ে চল।" যুবক নিজের পুনঃ পুনঃ লজ্জাজনক পদস্খলনে এবার একটু বেশী রকম কুণ্ঠিত ভাবে আর বাক্যব্যয় না করিয়া অতি ধীরে অগ্রগামী উদাসীনের পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে লাগিল।

যুবকের লজ্জা বুঝিয়া উদাসীন ঈষৎ নিগূঢ় স্নেহের সহিত সহাস্যে বলিলেন, "আত্মীয়ের কাছে গিয়ে শান্ত ছেলের মত দু' চারদিন কাটিয়ে এ জলটা বেশ কমে গেলে তবে নিজের গ্রামে যাত্রা ক'রো বুঝ্‌লে বাবা? যে রকম মনোবেগে এই বন্যার মত জলের মধ্যে এসে পড়েছ সে রকম কাজ যেন আবারও ক'রে বসো না। তোমাদের দিকের মাঠের জমীগুলো এদিকের চেয়ে উঁচুই বোধহয় না? তোমাদের গ্রাম থেকে বেরুবার সময় এদিকের অবস্থা এতটা বোধহয় বুঝতে পার নি! না?" "হ্যাঁ! কদিন ধরে বৃষ্টি হলেও ওদিকের মাঠে এরকম কাণ্ড ঘটেনি।" তারপরে একটু যেন ভাবিয়া

যুবক বলিল, "আমাকে যে ফিরে যেতেই হবে, নৈলে আমার মা যে অস্থির হবেন, আমি যে তাঁদের কিছু বলে আসিনি।"

"না বলেই এই দুর্য্যোগে এতটা পথের যাত্রায় বেরিয়েছ? তোমার এত বালবুদ্ধি যতীন? এ অসাবধানতা ইচ্ছাকৃত, না দৈবাৎ ঘটেছে?"

যতীন সলজ্জ অব্যক্ত কণ্ঠে কি যেন একটু উচ্চারণ করিল কিন্তু তাহার অর্থ বুঝা গেল না। উদাসীন দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "তবু তোমাকে এই গ্রামেই অন্ততঃ দু'তিন দিন থাকতেই হবে। তার মধ্যেই এ জল নেমে যাবে আশা করি।"

যতীন একটু ভাবিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এ গ্রামে আমাদের কুটুম্ব বাড়ী, ভগ্নির শ্বশুরালয় হলেও আমার থাকার কুণ্ঠার স্থান নয়! আমার জেঠিমা এই গ্রামে আছেন, তাঁর কাছে আমি অনায়াসেই থাকৃতে পারি কিন্তু—" উদাসীন আবাব যেন স্নেহ-স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার ভগ্নীর শ্বশুর রায় মহাশয় ঐ দীন আশ্রমে পদধূলী দিয়ে গেছেন, তাঁর কাছে তোমার এই কুণ্ঠার কারণও শুনেছি! কিন্তু বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে বলে বিপদের সময়েও সে গ্রামে আশ্রয় নেবে না এ যদি ভাব তো এ লজ্জা মূঢ়তারই নামান্তর বাবা!" যতীন লজ্জিত ও বিনীত ভাবে উত্তর দিল, "আপনি যদি সেই অনুমতিই করেন তো সে আমাকে পালন করতেই হবে, কিন্তু—" "কিন্তু কি বাবা? তোমার আত্মীয়রাই কি এই জলের মধ্যে তোমাকে আবার ছেড়ে দেবেন? কখনই তা দেবেন না জেনো।" যতীনের অন্তর কিছুক্ষণ হইতেই

একটু বিমনা হইযা আসিতেছিল, উদাসীনের এই দার্ঢ্যতা সূচক কথায় যেন অধিকতর বিমনা হইয়া ভাবিতে ভাবিতেই উত্তর দিল, "সে তো সম্ভবই কিন্তু এর মধ্যে আর একটা গুরুতর কথা আছে, সেজন্য তাঁরা হয়ত বাধা না দিতেও পারেন। আজকের এই বানের মত জল, এই গ্রাম, আরও পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংযোগ, যেকথা আপনি এখনি জানেন বল্লেন সেই কথা মনে পড়ে আমার মনের মধ্যে কি যে একটা আন্দোলন আস্‌ছে তা আপনাকে বোঝাতে পারব্‌না! প্রায় এই রকম কাণ্ডের মধ্যেই, এই গ্রামে, হযত এই মাঠের বানের মধ্যেই আমাদের বংশের এক মহা সর্ব্বনাশ হযে গিয়েছিল শুনি! অনেক দিনের কথা, তথন আমরা জন্মাইনি—কিন্তু সে শোচনীয ঘটনার কথা—" বলিতে বলিতে যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যতীন নীরব হইল। উদাসীন বক্তার কথার দিকে যেন তেমন মনোযোগ না করিয়া নিজের সম্মুথ লক্ষ্য দৃষ্টির ইঙ্গিতে যুবাকে বলিলেন, "দেবী স্থানে পৌঁছুতে আর আমাদের দেরী নেই দেখছ তো? ওস্থানটি বেশ উঁচু জমীর উপরেই, এদিক থেকে দ্বীপেব মতই দেখাচ্চে, ওথান থেকে সহজেই গ্রামে যেতে পার্‌বে, নয কি?" তারপরে যুবকের দিকে তাঁহার সেই উদাসীন দৃষ্টি ফিরাইয়া তেমনি উদাস কণ্ঠে বলিলেন, "জগৎ ঘটনারই সমষ্টি! স্থান কাল অলক্ষ্যে মানবের মনেব মধ্যে এই রকমই বিপ্লব এনে থাকে! যাক্‌ তোমাকে ঐ পর্য্যন্ত পৌছে দিতে পার্‌লেই আমি—"

"চলে যাবেন?" যুবক যেন ঈষৎ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "আপনার সঙ্গে এথনি ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? আপনি—আপনি রাধাবল্লভ

ঠাকুরের দর্শনে যাবেন না?—সেইখানেই তো আপনার প্রথম দর্শন করেছিলাম।" উদাসীন গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আজ তিনি দর্শন দেবেন না!" যতীন অধিকতর ব্যগ্রভাবে বলিল, "কিন্তু আমি যে জেঠিমাকে প্রণাম ক'রে মাত্র আবার ফিরেই যাব আজ। ঠিক সেইভাবে সেইস্থানে থাকৃতে আমার যে সাহস হচ্চেনা,—মনে কেমন অমঙ্গল চিন্তা আস্‌ছে। আপনাকে আমাদের সেই বিষম ঘটনার কথা একটু না বলে আর থাকতে পারছিনা! আমার জেঠা মহাশয়ও এই রকম দিনে এই গ্রামের বন্যার মধ্যে পড়ে আর বাড়ী ফিরে যান্ নি। তিনিও বন্যার জন্য বাধ্য হয়ে বাপের বিনানুমতিতে শ্বশুরালয়ে কাটিয়ে ছিলেন—এইমাত্র অপরাধে বাপের ভয়ে তিনি বানের জলেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। মাকে না বলে তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমি কি করে এখানে থাকৃব, আপনি বলুন।"

উভয়ে তখন জল কাদা পার হইয়া একটা উচ্চ জমীতে পৌছিয়াছেন। স্থানটি বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশে একটা বৃহদায়তন কুঞ্জের মতই দেখাইতেছিল। যতীনের বাক্যের উত্তরে উদাসীন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাদের বংশে যদি এই রকম ব্যাপার ঘটে থাকে, তোমার উচিত মনকে সে ভীরুতা হ'তে মুক্তি দেওয়া! কুদৃষ্টান্ত স্মরণ ক'রে মনকে অবসন্ন করা কি তোমাদের মত শিক্ষিত যুবকের উচিত? বুঝ্‌তে পারছি তুমিও তোমাদের বংশের রক্তের গুণে মনোপ্রধান প্রকৃতি পেয়েছ। সেই মনোবেগ তোমার এই দুর্দ্দিনেরই সুযোগ গ্রহণ

করেছে! কিন্তু যদি এ পথে বেরই হয়েছ তাহলে সেই রকম সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনের পথে চল, এই ভীরুতাকেও সেই বেগশালী মনে স্থান দিও না—তাহলে তোমার জীবনও সুখ-শান্তির লক্ষ্যে পৌছুতে পারবে না যতীন্দ্র!"

এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতিপূর্ণ তিরস্কারের সম্মুখে যতীন অবনত মস্তকে রহিল বটে কিন্তু অসুখী বা ক্ষুণ্ণ হইল না, তাহার যেন মনে হইল ইহার মধ্যে এই সহানুভূতি ভরা মঙ্গলেচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদই তাহার জন্য বর্ষিত হইয়াছে। যতীনকে নীরব দেখিয়া উদাসীন বলিলেন, "এইবার তুমি যাও, ভয় নাই, আমি যেরূপে পারি তোমার গৃহে সংবাদ দেওয়াব। এই বন থেকে কি সুন্দর ধূপের গন্ধ আসছে! এই দুর্য্যোগে এখানে কেউ কি পূজা করছে?" বলিয়া গমনোন্মুখ উদাসীন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেব উদ্দেশে ললাটের উপব উভয় হস্ত যুক্ত করিয়া প্রণাম নিবেদন করিলেন। যতীনও সচকিতে সেইভাবে মাথানত করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয় আমার জেঠিমা! তিনিই প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এই দেবীস্থানে পূজা করতে আসেন। এমন দিনেও তাঁর পূজা বাদ্ পড়ে না দেখা যাচ্চে।" বলিতে বলিতে যুবক সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ গ্রামের সব বৈষ্ণব, জানেন? গ্রামের প্রধানদের দৃষ্টান্তে আর অনুপ্রেরণায় গ্রামের সবই প্রায় এঁদের রাধাবল্লভ ঠাকুরের ভক্ত। এই কালীতলায় পূজার' 'বার' ছাড়া কচিৎ কেউ আসে, কিন্তু আমার জেঠিমা সেই বাড়ীর মেয়ে হয়ে এবং আজীবন এই গ্রামে বাস করেও আমাদের বংশের ধারাই ধরেছেন। এ কিন্তু একটুও

আশ্চর্য্য বলে আমার বোধ হয় না!" উদাসীন শূন্য দৃষ্টে চাহিয়া যুবকের উচ্ছ্বসিত বাক্যগুলি শুনিয়া গেলেন। একবার মাত্র যেন নিজ মনেই উচ্চারণ করিলেন, "—মায়া দুরত্যয়া!" তাঁহার আবার গতিরোধ হইল। সম্মুখে নতজানু হইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। "আপনি? কত দিন পরে! এই দুর্দ্দিনে এ গ্রামের এমন সুদিন উপস্থিত হল! ৺রাধাবল্লভের মন্দিরে আসচেন ত? এস যতীন, ওঁকে নিয়ে চল!" যতীন একটু আশ্চর্য্য ভাবে তাহার জেঠিমার পানে চাহিল। তাহাদের দেখিয়া তিনি একটুও তো বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। তিনি কি সত্যই অমানুষিক শক্তি সম্পন্না! তাঁহার নামে এ গ্রামের এই গুজবে সত্যই কি তবে কিছু সত্য নিহিত আছে? কথাটা ভাবিতে ভাবিতে ইতিমধ্যে উভয়স্থানেই প্রণাম সারিয়া লইয়া যতীন তাঁহার মুখপানে চাহিল, তিনি কি উত্তর দিবেন জেঠিমাকে না জানি! উদাসীনও ঈষৎ সহাস্যমুখে যতীনের পানে চাহিয়া অথচ কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর উদ্দেশেই বলিলেন, "আপনাদের ভাবী জামাতাকে পৌছাতেই আজ এ গ্রামে এসেছি! এই জল প্লাবনের মধ্যে তিনি একাই এদিকে আসার অসম সাহসিকতা প্রদর্শন কর্‌ছিলেন দেখে সঙ্গ নিয়েছি মাত্র। আজকের এ যাত্রায় শ্রীরাধাবল্লভ দর্শন তো উদ্দিষ্ট নন্, তাই আজ তাঁর দ্বার আমার পক্ষে মানা।" যতীন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া যোড়হস্তে বলিলেন, "এ হতেই পারে না! ভক্ত যদি বা কখনো বাহ্যতঃ তাঁর উপর ঔদাসিন্য দেখান্, তিনি

কিন্তু নিজের দাবী ছাড়েন না। আপনাদের ভাগবত শাস্ত্র তো এর অজস্র প্রমাণ দিচ্চেন। আপনি তাঁকে দর্শন না করে এবং দর্শন না দিয়ে ফিরতে পারবেনই না!" উদাসীন এইবার পূর্ণচক্ষে কৃষ্ণপ্রিয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার মুখে এই 'আপনাদের ভাগবত' এই কথাটিতে ব্যথা পাই। শ্রীমদ্ভাগবত কি আমাদের সর্ব্ব সাধারণের জন্যই নয়? আপনি এখানে নিজেকে এমন পৃথক্ কচ্চেন কেন বুঝিতে পারি না। যে শাস্ত্রের কথা অহরহ আপনার অন্তরে ধ্বনিত হচ্চে, বাহ্যতঃ আপনিও তাহার সম্বন্ধে এই ঔদাসিন্য দেখালে তিনিই কি আপনার উপর তাঁর দাবী ত্যাগ করবেন? নিজেই যে আপনি এই মন্তব্য প্রকাশ করলেন, এখনি তার নিজের পক্ষে অন্যথা কেন?" কৃষ্ণপ্রিয়া একটু স্তব্ধভাবে থাকিয়া মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন, "তাঁরই ইচ্ছা।" "না এ তাঁর ইচ্ছা নয়! এ সেই মোহ মায়ার খেলা, যার বশে জীব নিজের অন্তরের পরম সত্যকেও অহরহ অস্বীকার ক'রে চলে! এই মোহের বশেই অন্তর্চ্চক্ষুতে নিজের এই অন্তর্নিহিত পরম সত্যকে দেখবারও তার শক্তি থাকে না।" কৃষ্ণপ্রিয়া যেন স্তম্ভিত অবশ ভাবে এই সুস্পষ্ট বাণীর কাছে মস্তক অবনত করিলেন। অস্পষ্টভাবে কেবল একবার যেন নিজ মনে নিজেকেই যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোহ?—মায়া?"

"হ্যাঁ, তাই! যিনি এই মোহ ও মায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই পরমা মায়ার চরণতলে ব'সে আপনি এই মোহেরই সাধনা ক'রে যাচ্চেন। যাঁকে আপনি ধ্যান কচ্চেন, তাঁর স্থান কোথায়

পরিকল্পিত তা কি একবার চিন্তা ক'রে দেখেছেন ? এই মোহেরই চিতাগ্নি বেষ্টিত শ্মশানে ! সেই মহামায়ার খর্পর সাধকের নিজের বক্ষের রুধিরে পূর্ণ, কণ্ঠের নরমুণ্ডমালায় তারই প্রিয়ের মস্তক গ্রথিত ! শ্মশান ভূমি সেই রক্তেই রঞ্জিত। চিতাভস্ম সেই স্নেহ-মোহের দগ্ধাবশেষ চিহ্ন ! এই শ্মশানের এই দেবীকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা ক'রে উপাসনা করতে পেরেছেন কি ? সেই মোহকেই এই দেবীর পদ্মে পূজা করছেন না তো ? ভাল ক'রে অন্তরের অন্তরে চেয়ে দেখুন। শ্রেষ্ঠ ও ইষ্টে প্রভেদ নেই ত ? না হ'লে এ সবই বিড়ম্বনা মাত্র !"

কৃষ্ণপ্রিয়া বিস্ফারিত নয়নে উদাসীনের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার শরীর স্পষ্টই কাঁপিতেছিল ! ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ! মুখ দিয়া একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না। উদাসীন ক্ষণিক একদৃষ্টে সেই উদ্‌ভ্রান্ত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "বৃথা এ চেষ্টা ! আর ভ্রান্তি নয়। অন্তরের অন্তরে যে সত্য ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত রয়েছেন সেই সত্যের সর্ব্বতো মঙ্গল পরম সুন্দর স্বরূপের উপলব্ধি করুন ! সকল সত্যের সেই পরম মূল সত্য।" সহসা, চক্ষু মুদিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে—"

অবশ ভাবে কৃষ্ণপ্রিয়ার দেহ উদাসীনের চরণতলে দণ্ডের মতই পড়িয়া গেলেন। যতীন স্তব্ধ নির্ব্বাক।

১৪

নদীতীরে

—গলায় শেফালী মাল্য গন্ধে ভরিছে অবনী
জলহারা মেঘ খচিত অাঁচলে শুভ্র যেন সে নবনী—

শরতের শেষ হইয়া আসিতেছে। জলাঙ্গীর জলময় অঙ্গের শোভা কিছু ক্ষুণ্ণ! সে যেন ঈষৎ ক্ষীণকায়া। দুধারের তীবের সীমারেখা রুগ্ন দেহের মত ঈষৎ প্রকাশিত। অপর পারের কাসের বনে ঈষৎ মালিন্যের আভাষ প্রকাশ পাইতেছে। অপরাহ্নে ঘাটে কতকগুলি নারী স্নানার্থিনী বা জলার্থিনীর বেশে, কিন্তু তাহাদের এটি যেন একটা অজুহাত মাত্র। নদীতে আসাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। নদীবক্ষে যতদূর দৃষ্টি চলে বার বার সকলে সেইদিকেই চাহিতেছিল। একজন বলিয়া উঠিল, "তাদের লোক কখন কোন্ সময়ে আস্‌বে, আজই এসে পৌঁছুতে পারবে কি না তাব ঠিক কি? তোদের যেমন কাণ্ড! অমনি যেদিন ছোটবৌ আস্‌বে রাধা শুন্‌লো, দিনের মধ্যে সাতবার পুকুর পাড়ে এসে মাঠের দিক দেখছিল। অথচ বৌ এল যখন, তখন তো 'কাকস্য পরিবেদনা' দিব্যি অন্ধকার হয়ে গেছে। এমন করে পথ চাইতে ভারি বিরক্ত লাগে।" তাদের দলের মধ্যে ছোটবৌ উল্লিখিতা বৌটিও ছিল সে মৃদুস্বরে বলিল; "বেশতো লাগে দিদি! আমায় যদি বল সমস্তদিন আমি এমনি নদীর ধারে বসে থাক্‌তে পারি।" রাধা একবার সানন্দ সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বৌটির পানে চাহিয়া লইয়া নিজ মনে কলসী মাজিতে লাগিল, বক্তৃ রমনী বলিলেন, "তোরা সহরে

থাকিস্ তাই এই বনবাদাড় নদীর পাড় দু'দিন এসে ভাল বলিস্। থাকতে হ'ত বারমাস আমাদের মত "এই গোর এই ময়দান' ক'রে, তাহলে কেমন ভাল লাগ্‌তো বুঝ্‌তাম। কিশোরীর মার কিন্তু আর দেরী করা উচিত নয়! অঘ্রাণ পড়তেই তো মেয়ের বিয়ে —পাড়াগাঁয়ের জোগাড় জাগাড়, একটু আগাম আসাই ভাল।"

"কেন জোগাড় জাগাড় তো ঠাকুরঝি ঠাক্‌রুণ করছেন।"

"তিনি উদাসীন মানুষ, তিনি কি এসব খুঁটিয়ে জানেন? বড়-দিদিই এ বাড়ীর সকল শুভকর্ম্মের কর্ত্তা! দেখ্‌লে না এই ক'মাস আগে, খুড়িমা তাঁকে না জিজ্ঞাসা করে ছেলের বিয়ের কিছুই কর্‌তে পার্‌তেন না। হ্যাঁ ভাই খুড়িমারা আস্‌বেন তো কিশোরীর বিয়েয়?"

"তা আর আস্‌বেন না? নৈলে কি বড়দিদি ছাড়বেন তাঁদের, কিশোরীর বিয়েয় না এলে! তবে তাঁরা বোধহয় সেই বিয়ের সময় সময়ে আস্‌বেন।"

"জলে প'ড়ে থেকে শীত ধরে গেল যে! নে ছোটবৌ, তোর হুকুমে নদীতে গা ধুতে এসে কি বাড়ী যেতে রাত হয়ে যাবে না কি? মর্‌বি তখন মাঠে উঁচট্ খেয়ে! ওঠ্ এইবার! নে লো রাধা আর ঘড়া মাজ্‌তে হবে না,—চল্!"

"দিদির যেমন কথা, এইটুকু রাস্তা যেতে রাত হবে কি? এখনো কত আলো রয়েছে, থাকি না আর একটু আমরা! ঐ ছাখ একখানা নৌক' আস্‌ছে", "হ্যাঁ, পাল্ তুলে দিয়ে ওপার ঘেঁসে চ'লে যাচ্চে স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে, ঐ নৌক'য় তারা আস্‌ছে? তাহ'লে কি এতক্ষণ এই দিকে পাড়ি দিত না?" লঘুগতি পালভরা

নৌকাখানির পানে কয়েক জোড়া চক্ষু তবুও চাহিয়া রহিল। নৌকাটি নেহাৎ যখন সম্মুখ হইতে ক্রমে দূরে চলিয়া গেল তখন সনিশ্বাসে ছোটবৌটি বলিল, "আমাদের আশাটিই মিটবে না আর কি! কিন্তু যদি রাত হ'য়ে যায় তাঁদেরও তো কষ্ট হবে এই মাঠ ভাঙ্‌তে!"

"তাদের সঙ্গে আলো থাক্‌বে—লোক থাক্‌বে! বেশী রাত হ'য়ে যায় তো নৌক'তেই রাতটুকু কাটিয়ে সকালে বাড়ী যাবে সব। আর কিন্তু দেরী চল্‌বে না, সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে এতেই বাড়ী পৌছুতে; পথে কুঁদো কুঁদো শেয়াল্ বেরিয়ে চেঁচাতে থাক্‌বে তখন ভয়ে মর্‌বি। আমি এই উঠ্‌লাম কিন্তু।" বলিতে বলিতে বক্তৃ রমণীটি জল হইতে তীরে উঠিয়া সিক্ত অঙ্গ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সহুরে মেয়ের পাল্লায় প'ড়ে হালাকান্ হলাম বটে। শীত ধরিয়ে দিল গো!" ছোটবৌ নামে অভিহিতা অল্পবয়সী বৌটিও অগত্যা জল হইতে উঠিতে উঠিতে যেন ঈষৎ অভিমানের সহিত উত্তর করিল, "আচ্ছা মন্দা দিদি, "আজ রায় পুখুরে গা ধুতে চল্।" 'আজ পশ্চিম মাঠের নতুন পুখুরে চল।' 'আজ নদীর জল বেড়েছে দেখতে চল্' ক'রে মাঠে মাঠে কে নিয়ে বেড়ায় বিকেল হলে কতদিন? সন্ধ্যেও তো হয়ে যায় এক এক দিন। আজ আমি নদীতে আস্‌তে চেয়েছি বলেই এত বকুনি?" মন্দা দিদি নামে অভিহিতা এইবার যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "দূর, আসার জন্যে কি বল্‌ছি, তুই যে উঠ্‌তেই চাচ্ছিস্ না। তোদের যেন বাড়ীতে লোক আছে। আমার যে ভাই সন্ধ্যে পর্য্যন্ত জ্বল্‌বে না, দুয়োরে জল পড়বে না!"

"অথচ হুজুগ্ তুল্তে তুমিই পালের গোদা!" "আচ্ছা ঘাট হয়েছে ভিজে কাপড় তো ছাড়্ আগে! আমাদের ঝগ্ড়া শুনে ঐ ছাখ বুনো মেয়েগুলো হাস্ছে।"

নদীর ধারে একদিকে কতকগুলি স াঁওতাল একটি ছোট খাট পল্লী স্থাপন করিযাছিল, নিকটস্থ গ্রামে গিয়া তাহারা জনমজুর খাটিত এবং নদীতীরেব কুটীরে সপরিবারে বাস করিত। তাহাদের মেয়েরা তখন জল লইতে আসিয়াছিল। বাবুদের মেয়েদেব সঙ্গে তাদেরও চোখে চোখে মাঝে মাঝে পরিচয় হইত, তাহারা কেহ কেহ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তুবা এবার আহ্নেক্দিন বাদ গাঙ্ক্ে এসেছিস্।" সম্বোধিতাগণের মধ্যে কেহ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁরে, মাঠে যে কাদা জল ছিল এত দিন। তোরা সব ভাল আছিস্ তো? ছেলেপিলে গাই ভঁইস্ সব ভালত?" "হুঁ! তুদের সব্ তো ভাল আছে?" তাহাদের এই কুশল প্রশ্নের মধ্যে ছোটবৌ নিজ মনে চিন্তিতমুখে বলিল, "আসুন চাই না আসুন আজ, রেঁধেতো রাখ্তে হবে! নৈলে কিশোরী ছেলেমানুষ—"

ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতে করিতে একখানা নৌকা ঘাটের দিকে যে আগাইয়া আসিতেছিল, গৃহ গমনোন্মুখী নিরাশমনা রমণীরা এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য রাখে নাই। কলসী কক্ষে রাধা কেবল স্থির চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করার প্রতীক্ষায় ছিল, এইবার আনন্দ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নৌক' এল বৌঠাকরুণ,—ঐ যে কিশু ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে!"

সচকিতে সকলে ফিরিয়া আনন্দে অব্যক্ত কণ্ঠে "ওমা তাইত—কিশুইতো, ঐ বড়দিদি" বলিয়া উঠিলেন। তার পরেই নৌকায় বোধহয় পুরুষ দেখিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাটে লাগিল। রাধা ও ছোটবৌ মনে মনে প্রতীক্ষা করিতেছিল এইবার কিশোরীই হরিণীর ন্যায় লাফাইয়া তীরে সর্ব্বাগ্রে নামিবে এবং "ও পিসি ও কাকিমা তোমরা ঘাট পর্য্যন্ত এসেছ ?" ইত্যাদি আনন্দ কাকলিতে তাহাদের অভিহিত করিবে কিন্তু কাজে তাহা ঘটিল না। সর্ব্বাগ্রে বড়বধূ নামিলেন এবং সানন্দ দৃষ্টিতে তাঁহাদের অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, "তোরা খুব সময়ে তো ঘাটে এসেছিস্! এ আমাদের মন্দা বৌয়ের জোগাড়,—না ছোটবৌ ?" তার পরে তাহাদের ঘোম্‌টার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ও আমার ছোট ভাই, আর বড় ভাইয়ের একটি ছেলে, ওদের দেখে আর ঘোম্‌টা দেয় না! ওরে তোরা জিনিষপত্র সব নামা, ঐ 'ধাওড়ায়' সাঁওতাল মজুর পাওয়া যাবে, ওদের ডাকতে বল মাঝিদের !"

"ও কি কিশু! নৌক' থেকে নাম্‌ছিস্ না যে ?" তার পরে জায়েদের পানে সহাস্য নেত্রে চাহিতেই তাহাদের সঙ্গে চোখে চোখে একটা আনন্দ হাস্যের আদানপ্রদান হইয়া গেল, তাহার ভাষাটি এই :—"মেয়ের লজ্জা হয়েছে।" বৌয়েরা বড় জায়ের চারিদিকে ঘিরিয়া আসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কুশলাদি প্রশ্নের সঙ্গে আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছিল ; রাধা কলসী নামাইয়া রাখিয়া অধীর আগ্রহে নৌকার নিকটে গিয়া ডাকিল, "কিশুমণি !" এইবার বিদ্যুৎ গতিতে

বিদ্যুতের মতই কিশোরী বালিকা নৌকা হইতে প্রায় তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াই মুখ লুকাইল। তারপরেই ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার কানে কানে বলিতে লাগিল "আমি ঠিক্ জান্ছিলাম পিসি নিশ্চয় নদীর ধারে আস্‌বে! কতক্ষণ এসেছ পিসি?" তাহার অসংযত কুন্তল গুছাইয়া দিতে দিতে একদৃষ্টে মুখের পানে চাহিয়া স্নেহোচ্ছলকণ্ঠে রাধা দাসী বলিল, "অনেকক্ষণ রে! তোর কাকিমাও এসেছেন যে।"

রাধার বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া "কই কাকিমা" বলিয়া চাহিতেই তাহার কাকিমা হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। কিশোরী রাধার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কাকিমার পায়ে প্রণত হইতে যাইতেই কাকিমা হাত বাড়াইয়া সস্নেহে বাধা দিল, "আগে দিদিদের প্রণাম কর্ কিশু!" কিশোরী অমনি তাঁহার বক্ষের নিকটে মুখ নত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "না—লজ্জা করে।"

"প্রণাম করতে লজ্জা?—বড় হয়েছ যে এখন!"

"এই দু'মাসেই বড় হ'যে গেলাম বুঝি?" "তাইত দেখ্‌ছিরে, লজ্জা করছে তোর্।" "বাঃ মাপ দেখি কত বড় হয়েছি, বল্লেই হল বুঝি? কাউকে প্রণাম করব না যাও।"

মন্দা ঠাকুরাণী এইবার অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ এইতো আমাদের কিশোরী! কে বল্লে ওরা লজ্জা হয়েছে? লজ্জা ওকে মানায়ই না।" রাধা একটু উৎকন্ঠিতভাবে নদীর পাড়ের উপরে উঠিয়া মাঠের দিকে চাহিল, তাহার পরে প্রসন্নমুখে ঘাটের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "ঐযে গাড়ী এসে পড়ল বলে। দিদি ঠাকরুণ

কি নিশ্চিন্ত আছেন! সন্ধ্যের আগে গাড়ী এসে ঘাটে বসে থাকতে কিষাণদের যে বলে দিয়েছিলেন, যদিই রাত হয় এই ভয় করছিলেন, ঠিক সময়েই এনেছে গাড়ী।" কিশোরীও সঙ্গে সঙ্গে পাড়ের উপর উঠিয়া অদূর আগত গোযানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "ঐযে তোমাদের পুষ্পক রথ এলেন! আমি কিন্তু হেঁটে যাব মা, পিসি—কাকিমাদের সঙ্গে তা বলে দিচ্চি।"

"তাই চল্! গাঁয়ের লোক ঐ 'কনে আস্‌ছে কনে আস্‌ছে' বলে দেখ্‌তে ছুটবে এখন।" বলিয়া মাতা হাস্য করিয়া সকলের পানে চাহিলেন।

"যাও—আমি তোমাদের কারও সঙ্গেই যাব না।" বলিয়া সক্রোধে কিশোরী দ্রুতপদে একখানা গরুর গাড়ীর দিকে আগাইয়া গেল এবং তাহাকে ঘাটের কাছে পৌঁছিতে না দিয়াই গাড়োয়ান্‌কে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিল। সে বেচারা আস্তে ব্যস্তে লাফাইয়া পড়িয়া বলদ জোড়াকে কোন মতে বাগ মানাইয়া জোয়াল্ খুলিতেই কিশোরী ছইয়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া গোঁজ হইয়া বসিল। পিছনে পিছনে রাধাও আসিয়াছিল। সে নীচে ছই ধরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট স্বরে কেবল বলিল, "পাগলি মণি!" স্নেহের ধনকে বুকে করিয়া তখনো যে তাহার তৃপ্তি আসে নাই। কেহ বলিল, "কেন ওকে রাগালে দিদি?" "না, এখনি মাঠে মাঠে ছুটবে, গাড়ীতেই চলুক ও।" বলিয়া বড়বধূ সদলবলে গ্রামের দিকে রওনা হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র জিনিসপত্র গাড়ীতে বোঝাই করাইয়া পশ্চাৎ রওনা হইলে কিশোরীও সেই বোঝাইয়ের সামিল হইয়া

ক্রোধে অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে চলিল, আর সেই গাড়ীর পিছন ধরিয়া চলিল রাধাদাসী। বধূদের শত আহ্বানেও সে তাহাদের সঙ্গে গেল না। দলের কেহ ভ্রূ কুঁচকাইয়া রায় বধূদের মধ্যে বলিয়া উঠিল, "ওর অমনিতো বাড়াবাড়ি।"

* * * *

গ্রামের সম্পন্ন ঘরে কোন শুভকার্য্য হইলে সারা গ্রামই যেন সে উৎসবের অংশ গ্রহণ করিত। কোন রূপে আপনাদের গৃহকর্ম্ম সারিয়া গ্রামের 'ঝি বউ'রা দ্বিপ্রহরের অবসরে প্রায়ই রায় বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইয়া, বড়বৌ ছোটবৌকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। গৃহিণীরা দালানে বা রোয়াকে পা ছড়াইয়া বসিয়া নিজ নিজ নাতি নাতিনীর দ্বারা পাকা চুল তুলাইতে তুলাইতে কিশোরীর মা কাকিমাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেছেন ও বরপক্ষের সব কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া নিজ নিজ কৌতূহল মিটাইতেছেন। 'বৌ-ঝি'দের কনের বসনভূষণের কি কি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বার বার করিয়া দেখিয়াও আশ্ মিটিতে ছিল না। উঠানের একপাশের ঢেঁকীশালে ঢেঁকীর আর বিরাম নাই, হলুদ মশ্লা কোটা চিঁড়া প্রস্তুত ইত্যাদি তাহাতে অনবরতই হইতেছে, রান্নাঘরে এবং বড় একটা চালায় ভিয়ান ও রান্নার জন্য বড় বড় উনান তৈয়ারী হইতেছে। বড়বধূ সহর হইতে কারিগর আনাইয়া মিষ্টানাদি প্রস্তুত করাইবেন। গ্রামের রীতি অনুসারে বরযাত্র বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে ভোজন করাইয়া তিনি তৃপ্ত হইবেন না এ সংবাদে গ্রামের মাতব্বররা অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া এখন হইতে

মাঝে মাঝে আসিয়া খোঁজ তল্লাস লইতেছেন এবং রায়মহাশয় না আসিয়া পড়িলে যে বৃহৎ কার্য্যের সুব্যবস্থা হইতেছে না, তাঁহার শীঘ্র আসা উচিত ইত্যাদি মন্তব্য করিতেছেন এবং বিষয়কর্ম্মের গুরুতর ব্যাপারে তিনি শুভকার্য্যের দুই একদিন পূর্ব্বে মাত্র হয়ত আসিবেন শুনিয়া কর্ত্তৃত্ব ব্যাপারে কিছু নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন। বাড়ির চারিদিক পরিষ্কার এবং গৃহগুলিও যথাসাধ্য সংস্কৃত হইতেছে।

রাধা দাসী খই মুড়ি মুড়্‌কী ও গুড়ের নাড়ু প্রস্তুত করাইয়া ভাণ্ডারজাত করিবার জন্ম বড়বৌকে ডাকিল। বড়বৌ তখন পাড়ার এক গৃহিণীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। চাবিটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ছোটবৌকে ডেকে নিযে যা দু'জনে, পাকা হাঁড়াতে মুড়কী নাড়ু আর বড় ডোলে খই মুড়ী রেখে ভাল ক'রে চট্ চাপা দিস্—মিইয়ে না যায় যেন।" রাধা নিরুত্তরে চাবি লইতেছে সেই অবসরে গৃহিণী বলিলেন, "ওকে আর ও সব ব'লে দিতে হবে না মা, তোমাদের শাশুড়ীঠাক্‌রুণদের ওই ছিল 'হাত কাটারী,' সকল গিন্নিত্ব সেইটুকু মেয়েকে দিয়ে করাতেন। সে সময়ে এত বড় ভাঁড়ার ওরই হাতে ছিল তো। এখনো ও বাড়ীর ঠাকরুণের সংসারের সবই তো ঐ, তিনি তো কালীতলা আর শিবের কোঠাতেই দিন কাটান্! তবে তিনি যেন উদাসীন মানুষ, তা হ্যা মা, এ তোমার যজ্ঞির কাজ, এতে কি ওকে দিয়ে 'ভাজা-পোড়া' ভাঁড়াব সবই ছোঁয়াচ্চ-নেপাচ্চ ?"

বড়বধূ সবিস্ময়ে গৃহিণীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কেন খুড়িমা ওরা তো চিরদিনই এ বাড়ীর এসব কাজ করেছে, আমাদের চেয়ে

আপনারাই এ কথা বেশী জানেন। ঠাকুরেরা সেই ছোট থেকে ওদের জাত জন্ম সবই তো বদ্‌লে দিয়েছেন, আজকে একথা বল্‌ছেন যে আপনি ?"

'খুড়িমা' মুখখানি অতি মোলায়েম করিয়া বলিলেন, "আহা তা কি আর আমরা জানি না, ওর তো জ্ঞান হবার আগেই তোমাদের অন্নে শুদ্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া কর্ত্তারা ওদের বোষ্টম্ করেও দিয়েছিলেন বিয়ে দেবার সময়ে। কিন্তু ও হতভাগী যে—" বড়বধূ ত্রস্তে রাধা সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে কি না একবার চকিত নেত্রে দেখিয়া লইয়া যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আপনারা তাও তো সবই জানেন যে ও * * * অন্য কোন কূলে যায়নি। সে সবও কোন্ দিন ধুয়ে পুঁছে গেছে—আমরা সে সব ভাল জানিও না, আপনারাই সব জানেন—তবে এতদিন পরে আবার সে কথা কেন ?"

"আহা তাতো বটেই মা, আমরাই তো সব জানি—তোমবা ক'দিনকার বাছা—যেন মনে হচ্ছে এই সেদিন শাঁক বাজিযে রাঙা চেলি পুরে ঘরে এলে—রায় বাড়ীর সে দব্‌দবা সব যেন চোখের ওপর ভাস্‌ছে। তারপরে মা মরা কিশোরীকে মাস কতকেব কোলে করে ও যখন আবার পাঁচ ছ'বছর পরে আসাম থেকে এল, তোমাদের ন' দেওর কিশোরীর বাবা মবণাপন্ন অবস্থায় মা বোনের কাছে ওদের পৌছে দিয়েই মাস খানেকের মধ্যেই গঙ্গালাভ করলেন ; এগারো বারো বছর হয়ে গেলেও তা যেন চোখের ওপর ভাস্‌ছে। তুমি তার মাস কতক পরেই এখানে এসে মা বাপ-মরা

মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলে, তোমার তখন একটি হয়ে বুঝি নষ্ট হয়েছিল। ভগবান আর তোমার কোলে দেবারও সময় দিলেন না—এ বাড়ীর সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল বড় ছেলে বড় চূড়া ভেঙে। সব যেন সেদিনের কথা—চোখের ওপর জ্বল্ জ্বল্ করছে।"

বড় বৌ সনিশ্বাসে বলিলেন, "তবে এতদিন পরে এই শুভ কাজের সময় ও সব কথা আর কেন তুল্ছেন খুড়িমা? আপনারা আমাদের ঘরের লোক—ঘরের কথার পাঁক নিজেরাই তুল্লে পরে কি না ভাব্বে! রাধা কতটুকু বয়সে বিধবা তাও আপনারা জানেন, ও নির্ব্বুদ্ধি ছেলে মানুষ, ওর চেয়ে আপনাদের ঘরের ছেলের অপরাধই বেশী ছিল। কিশোরীর মা ও-বাড়ীর ন' বৌকে আমি দু'এক বার মাত্র দেখেছি, আমি তো বরাবর বিহারেই থাক্তাম আপনাদের বড় ছেলের কাছে; আপনারা কিশোরীর মাকে নিয়ে কতদিন ঘরই করেছেন! তার মুখখানি আর কিশোরীর মুখখানি—"

বর্ষিয়সী একেবারে যেন মমতা ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "আহা একেবারে এক ছাঁচে যেন ঢালা! তোমাদের খুড়শাশুড়ীর মিছামিছি মরণাপন্ন খবর দিয়ে ছেলেকে আসাম থেকে আনিয়ে বৌকে যখন সঙ্গে গেঁথে দিলেন, বৌটা হাস্তে হাস্তে কাঁদ্তে কাঁদ্তে স্বামীর সঙ্গে গরুর গাড়ীতে উঠলো—সে মুখখানিও যেন চোখে দেখতে পাচ্চি। তারপরে বছর খানেক পরে তার কালাজ্বর আর পোয়াতি অবস্থার খবর এল—মৃত্যু খবরের সঙ্গে মেয়ে হওয়ার খবরও এল—" "তবে? তবে কেন আবার এ সব কথা কইছেন?"

"না আর কিছু তো বল্‌ছিনে মা, বল্‌ছি ঐ রাধার কথা, ওতো লুকিয়ে ঘর ছেড়ে গিযেছিল পাঁচ ছ'বছর। ওব কোলে মেয়েকে দেখে পাড়ার পুরুষ মহলে অনেক কথা কইলেও আমরা জানি কিশোরী ন'বৌরই পেটের মেযে। কিন্তু রাধা তো—"

"আপনাদের ঘরের ছেলেই যে ওকে ঘর ছাড়িযে নিয়ে গিয়েছিল, মরণকালে মা বোনের কাছে এনে দেওয়াতে সবাই তা দেখেছে তো। আর যতদিন ন'বৌ স্বামীর কাছে ঠাঁই পেয়েছিল—ও ঠিক ননদের মত করেই তাকে ভালবেসেছে সেবা-যত্ন করেছে, একথাও ন'বৌ নিজে ঠাকুঝি ঠাকরুণকে পত্রে জানিযেছে। আপনারা আর এ সব পুরাণো কথা এ সময়ে তুলবেন না, ছি!! কতজনের কত কি দোষ আছে, তাদের হাতে সব শুদ্ধ কবে নিচ্চেন আর রাধার নামে এতদিন পবে এসব কথা যদি তোলেন, বুঝ্‌ব আমারি কপাল দোযে এ সব উপস্থিত হচ্চে! একটী দেওব ভাস্থর নেই, পুরুষ অভিভাবক কেবল আমাবি ভাইপো, তাদের এখানে কে জানে মানে, কাকা মশায কবে আস্‌বেন তাও জানি না। সাধ করে মেযেটার ভিটেয বিযে দিতে আব ঠাকুর্ঝি ঠাকরুণ ও-বাড়ীর পিসি ঠাক্‌রুণের মনে একটু আনন্দ দিতে এখানে কাজটা করতে এলাম তাতে যদি আপনারা বাদ সাধেন—"

গৃহিণী এইবাবে যেন জোঁকের মুখে চুণ পড়ার মত কুঞ্চিত হইয়া বলিলেন, "ও মা সে কি কথা? আমরা বলে তার জন্য কত আহ্লাদ কর্‌ছি যে মা বাপ-মবা মেয়েটাকে বড়বৌমা মানুষ করে কেমন সাধ আহ্লাদ কর্‌ছে সবাই দেখুক! না মা ও কথা ভেব না,

আমরা”—বড়বধূ তখনো সতেজে বলিলেন, “দেখুন ও-বাড়ীর ঠাক্‌রুণরা ঠাকুঝি আর পিসি ঠাক্‌রুণ ওঁরা যখন ওর হাতে জল খান্‌, সেবা নেন্‌, ঘরে রেখেছেন, তখন ওকে চিরদিনের মত ঘরের মেয়ে জেনেই রেখেছেন; ওঁদের মত নিষ্ঠা-কাষ্ঠা, আচার-নিয়ম জপ পূজো-আর্চ্চা কাদের ঘরের মধ্যে আছে? এইটাই সবাই যেন ভেবে দেখে।”

“তাতো বটেই মা—তাতো বটেই!” বলিয়া অপ্রতিভ গৃহিণী কি করিয়া যে নিজেকে সংশোধন করিয়া লইবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, এমন সময় আর একজন গৃহিণী হাসিমুখে “কইগো কিশোরীর মা কনের মা কইগো বাছা?” বলিয়া আসিয়া তাঁহাকে বিপদ্‌মুক্ত করিল। বড়বৌ অগ্রসর হইয়া “আসুন আসুন” বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, তিনি আসিয়াই চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “এই বাড়ীতেই তবে বিয়ে হবে? তবে কে যে বল্লে কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাক্‌রুণের বাড়ীতেই হবে, তিনিই কন্যা দান করবেন!”

পূর্ব্বোক্তা গৃহিণী একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া সহানুভূতি গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “ওমা সেকি কথা? একেই বলে পর আর অব কখনো আপন হয় না! যতই কর যে গাছেব বাকল সেই গাছেই গিযে জোড়া লাগে? বড়বৌমার বাড়ীতে বিয়ে হবে না—তিনি কন্যাদান করবেন না—করবে কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাক্‌রুণ? একেই বলে—”

তাঁহাদের উভয়কে বাধা দিয়া বড়বৌ শান্তমুখে উত্তর দিলেন, “এখনো এ বংশের কাকা মশায় বেঁচে আছেন, তিনি এসে সব

ব্যবস্থা করবেন, বিয়ের খাওয়ান দাওয়ান সবই এ বাড়ীতে হবে, তবে কিশোরী যাঁর মেয়ে তাঁর ভিটেতেই তাকে দান করা উচিত বৈকি! আমি বৌ মানুষ, আমি সভায় বসে কন্যাদান কেন করব মা—ঠাকুর্ঝি ঠাকৃরুণ কাকা মশায় থাকৃতে? আমার পেটের মেয়ে হলেও আমি তা করতে চাইতাম না!"

উভয় গৃহিণী রায় বংশের এই বধূটির নিকটে সর্ব্ব বিষয়েই পরাজিত হইয়া "তা বটে তা বটে!" বলিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে বিষয়ান্তরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

কোথা হইতে কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া "মা" বলিয়া জড়াইয়া ধরিতেই বড়বৌ তাঁহার নিরুদ্ধ মর্ম্মক্ষোভ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করিয়া কন্যার মুখের পানে চাহিয়া উত্তর দিলেন "মা"?

এক মুখ হাসি ভরিয়া কিশোরী উত্তর দিল, "ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে যে একটা চোর্ কুঠুরী ছিল সেইটা পরিস্কার ক'রে কাকিমা আর রাধাপিসি কি ভূত সেজেছে দেখবে এস। সে ঘরটার নাম 'ভূত-কুঠরী' হওয়াই উচিত। ওমা, ওরা ঘাটে যাচ্চে গা ধুতে, আমি যাব?" মাতা অন্য মনে উত্তর দিলেন, "যাও।" অমনি হিতৈষিণী গৃহিণীদ্বয় বলিয়া উঠিলেন, "সাম্‌নে শুভকর্ম্ম! বেশী জলে যেন যেওনা বাছা; এ সময়ে পথে ঘাটে যার তার সঙ্গে মেয়েকে ছেড়ে দিতেই নেই। তুমি না হয় সঙ্গে যাও বড় বৌমা, নয়ত যেতে দিও না।" "ওর পিসি খুড়ি সঙ্গে যাচ্চে খুড়িমা, তারা আমার চেয়েও সব বিষয়ে সাবধান, বিশেষতো রাধা ঠাকুর্ঝি!" গৃহিণীদ্বয় আবারও একবার হারিলেন।

১৫

মন্দির পথে

—উৎসব রাজ কোথা বিরাজে কে লয়ে যাবে সে ভবনে

অগ্রহায়ণের প্রথমেই বিবাহ। দেখিতে দেখিতে গাত্রহরিদ্রার দিন আসিযা পড়িল। ইতিমধ্যে যতীনের দূরসম্পর্কীয় একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয পুরোহিত সঙ্গে আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া 'দিনস্থির' করিয়া গিয়াছেন। এ 'আশীর্ব্বাদ' মাত্র ধান্য ও দূর্ব্বার দ্বারাই তখন সম্পন্ন হইত, আর 'দিনস্থির' অর্থে কন্যাপক্ষের পুরোহিত ও স্বজনের গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রলোকদিগের সাক্ষাতে পাত্রের গোত্র প্রবর এবং পিতৃপিতামহের সঙ্গে নাম উচ্চারণ করিয়া পাত্রপক্ষের প্রতিশ্রুত হওয়া যে অমুক তারিখের অমুক লগ্নে আমরা পাত্র উপস্থিত করিয়া দিব আর কন্যা পক্ষীয়েরাও সকলেব নিকটে ঐ সঙ্গে স্বীকার করিবেন আমরা ঐদিন ঐ লগ্নে অমুকের অমুকের পৌত্রী ও কন্যা অমুক গোত্রীয়া কন্যা অমুকীকে এই পাত্রে সম্প্রদান করিব, এইমাত্র। তবে সেদিন পাত্রপক্ষ মাঙ্গলিক দ্রব্য হিসাবে দধি মৎস্য পান সুপারী ও সন্দেশ ইত্যাদির ভার সম্মুখে রাখিয়া উক্ত আশীর্ব্বাদ ক্রিয়াটি সম্পন্ন করিতেন, উক্ত সন্দেশ দধি মৎস্য প্রতিবাসীদের গৃহে গৃহে বিতরিত হইত এবং সেদিন কন্যার বাড়ীতে ও রাত্রে রীতিমত বিবাহরাত্রীর ন্যায় 'ফলার' ভোজ লাগিয়া যাইত। সমাগত ভদ্রবৃন্দ এবং গ্রামস্থ

বালক বালিকা, তথা যাহাদের সহিত ঘনিষ্টতা সেই সব মহিলাবর্গও বাদ যাইতেন না। কিশোরীর আশীর্ব্বাদ ও এইরূপ সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইয়াছিল। পাত্রপক্ষেরা প্রচুরভাবে ভারে ভারে সন্দেশাদি উপস্থিত করায় গ্রামে এ বিষয় বেশ সুখ্যাতিই করিয়াছিল।

যতীনের মাতা কর্ত্তব্যবোধে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীকে দেবরপুত্রের বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া দিবার জন্য শ্বশুরালয়ে আহ্বানও করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই যে কন্যার শাস্ত্রমতে একমাত্র অভিভাবিকা তাহা বুঝিয়া বেশী জোর করিতে পারেন নাই, তবে এইমাত্র বলিয়া পাঠাইয়াছেন শুভবিবাহের পরই পুত্র পুত্রবধূ সঙ্গে তাঁহাকেও নিজের বাড়ী গিয়া বধূ ঘরে তুলিতে হইবে। শ্বশুর গৃহের এই সাদরসম্ভাষণে কৃষ্ণপ্রিয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র।

গাত্রহরিদ্রার দিন দ্বারে মঙ্গল কলস ও কদলী বৃক্ষের পাশে নহবতের ভাবে একদল রসুনচৌকী অতি প্রত্যুষ হইতেই সানাইযে আলাপ করিতেছিল। বড়বধূ খুড়শ্বশুরের পথ নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে খুব ব্যস্ত হইতেছিলেন, মাঝে আর একদিন মাত্র আছে। তিনি না আসিলে কে দাঁড়াইয়া বিবাহ দিবে! এমন সময়ে সংবাদ আসিল, মাত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ আসিয়া পৌঁছাইল। তাহার অত্যন্ত অসুস্থতার জন্য তাঁহারা স্ত্রী পুরুষ কেহই আসিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিতই হইয়াছেন। বড়বৌ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমার কিশোরীকে তাঁরা এসে আশীর্ব্বাদ করলেন না—খুড়িমা এসে জামাইকে বরণ করলেন না,

এ দুঃখ আমার মর্ম্মান্তিকই হ'ল। বাড়ীতে একটা সধবা নেই যে মঙ্গল কাজ করে, সবই 'পরে পরে' সারতে হবে! যারা এসেছে আসবে তারা তো কুটুম—আপনার লোক বলতে কে রইল এই বৌটি ছাড়া?" রায়মহাশয়েব পুত্র ও পুত্রবধূকে হরিষে বিষাদের সঙ্গে আহ্বান করিয়া লইয়া বড়বধূ কন্যার গাত্রহরিদ্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল, "এখনো বরের গায়ের হলুদ যে এসে পৌছালো না—তাদের নাপিত কে?" বড়বৌ বলিলেন "তাদের কাজ তারা ঠিক্ সময়ে পৌছে দেবে. তোমরা সব উদ্যোগ তো কর। ঠাকুর্ঝি ঠাকরুণকে আগে ডেকে নিযে আয় ছোটবৌ, তিনি আজ এ বাড়ী এসে অন্ততঃ উপস্থিত থাকুন, নইলে আমার হাত পাযে বল্ আসছে না! তোরা নাপতিনীকে যেতে বল 'এযো'দের ডেকে আনুক, পান সুপুরী বাতাসার থালা পিঁড়ি তেল হলুদ সব বের্ করে ঠিক হ'তো তোরা।" ইতিমধ্যে বাহিরেব বাদ্য বাজিয়া উঠিতেই দু'তিনটি বালক ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "ওগো ববেব বাড়ীর পরামাণিক আসছে, হলুদ নিয়ে আসছে, চারু পাঁচজন লোক আসছে!" বাড়ীর ভিতর হইতে শঙ্খ এবং হুলুধ্বনীর মধ্যে পরামাণিক রূপার বাটীতে হলুদ হাতে লইয়া অঙ্গনে দাঁড়াইল। সঙ্গে কযেকটি লোক, কাহারো কাঁধে একটা নূতন ঘড়ায় একঘড়া তৈল, কাহারো কাঁধে একখানা জলচৌকী ও স্নানের বড় গাম্‌লা, কাহারো হস্তে পান সুপারি সন্দেশের থালা, কাহারো হস্তে কন্যার স্নানের বস্ত্র গামছা, নাপিতানী ও সধবাব বস্ত্র এই রকম সামান্য সামান্য দ্রব্য মাত্র। একালের

সঙ্গে তাহার প্রায় কিছুই মিলে না কিন্তু তখন ইহাতেই প্রশংসার ধ্বনী উঠিত। নরসুন্দরের হস্ত হইতে শঙ্খ হুলুধ্বনীর মধ্যে 'প্রধান সধবা' হরিদ্রা তৈলের বাটী গ্রহণ করিতেই কেহ একঘটি হলুদ চুণ গোলা জলে পরামাণিককে একেবারে স্নান করাইয়া দিল, বাকী কয়জন তাহাদের হস্তস্থিত দ্রব্য নামাইযা দিয়া বহির্বাটীতে পলাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু তাহারাও রেহাই পাইল না। পরামাণিক হস্ত দ্বারা মুখ মাথার জল ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "আজ্ঞে আমাদের বড়মা-ঠাকুরুন কই, ছোট মা-ঠাকরুণ তাঁর সঙ্গে দেখা করে কিছু কথার নিবেদন পেয়েছেন তাঁর কাছে, তিনি কই?" কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহারা সদলে যেন তটস্থ হইয়া সার্ব্বাঙ্গে প্রণত হইলে, কৃষ্ণপ্রিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন, "মঙ্গল হোক্, ভাল থাক, বেঁচে থাক সকলে।" নরসুন্দর সম্মুখের একটু মাটি লইয়া মস্তকে জিহ্বায় ও হৃদয়ে স্পর্শ করিয়া জোড় হাতে বলিল, "মা-ঠাকরুণ নিবেদন পেয়েছেন যে শুভকর্ম্মের পরই বড় মা-ঠাকরুণকে সেখানে যেতে হবে, যতীন দাদা তাঁকে নিতেও আস্‌ছেন!" উপস্থিত সকলেই কৃষ্ণপ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিতেছিল, তিনি শান্ত স্নিগ্ধ মুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুভ কার্য্য আগে হোক্, পরে সেকথা বাবা!" "আজ্ঞে সে তো বটেই, তবু আপনার ছিরিচরণের আশীর্ব্বাদের কথা আমাদের ছোট মা-ঠাকরুণকে গিয়ে বল্‌তে হবে, তিনি বার বার একথা বলে দিয়েছেন। তাঁকে আমরা কি বল্‌ব?" "ঐ কথাই বল্‌বে! কিন্তু সেকথা পরে, তোমরা স্নান কর আগে বাবা, জল খাও, বিশ্রাম

কর, খেয়ে দেয়ে—” “আজ্ঞে আমাদের শীগগিরই ফির্‌তে হবে, বাড়ীতে বড় কাজ।” ইত্যাদি বলিতে বলিতে তাহারা আর একবার তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া বহির্বাটীতে চলিয়া গেল।

যথারীতি কন্যার গাত্রহরিদ্রা এবং আয়ুঃ বৃদ্ধান্নের ভোজ হইয়া গেল। গ্রামস্থ সধবা এবং কুমারী বালিকা বালকের দলই এদিনে ভোজন করিল। পরদিন অধিবাসেও সধবারা পূজা পাইয়া অর্থাৎ আল্‌তা পরিয়া ও পান সুপারী সন্দেশ বাতাসা লইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বড়বধূর আদেশে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর বাটীতে গিয়াই নাপিতে কদলী চতুষ্টয় বেষ্টিত ‘ছাঁদলাতলা’ অর্থাৎ বিবাহ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া আসিল এবং পর দিন আভ্যুদয়িক নান্দীমুখও অধিবাসের স্থানও সেইখানেই নির্দ্দিষ্ট হইল। বড়বধূর কথা মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী এ ব্যবস্থায় বেদনা বোধ করিতেছিলেন, তথাপি কিশোরীর অধিকারকে খণ্ডিত করিতে পারা যাইবে না বুঝিয়া নিঃশব্দেই রহিলেন। ভ্রাতার এবং তাঁহার পিতৃ পিতামহের নান্দীমুখ তাঁহাদের নিদ্দিষ্ট অধিকারেই করা কর্ত্তব্য।

অধিবাসের পর চন্দন দধি সিন্দুর বস্ত্র পরিহিতা কিশোরী পিঁড়ি হইতে উঠিয়া মাতার নিকটে আসিতেই মাতা কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ঠাকুর্ঝি কিশুকে রাধাবল্লভ প্রণাম করিয়ে আন্‌বেন আপনি?” কৃষ্ণপ্রিয়া স্কন্ধ হেলাইয়া সম্মতি জানাইলে কিশোরী আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইতেই পরিহাস সম্পর্কীয়া কেহ

বলিয়া উঠিল, "কিরে কিশু, দু'মাস আগের কথা মনে পড়ে? এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া? এইবার কেমন তার নাম ক'রে তার জন্যে সকল কাজ করতে হচ্চে ত?" কিশোরী না দমিয়া উত্তর দিল, "আর আপনারা? আপনারাও তো হলুদ মাখ্‌ছেন আল্‌তা পরছেন্ সাজ্‌ছেন গুজছেন, ঘট কুলো ডালা কাঁখে মাথায় করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জল সাধ্‌ছেন কত কি কচ্চেন, আপনাদের কিচ্ছু হচ্চে না বুঝি।" "ওমা আমাদের আবার কি হবে গো? মেয়ের কথা শোন একবার! তোর জন্যেই তো এসব কর্‌তে হচ্চে আমাদের! আমরাও কি বিয়ে করছি না কি?" "করছেনই তো! আমিই বা আপনাদের চেয়ে বেশী কি করেছি?" সধবার দল ঝঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিল। "বেশী আরও কি করতে হয় দেখবি রাত্রে।" কিশোরী রাগিয়া উঠিতেছে বুঝিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া স্নিগ্ধ হাসির সহিত তাহার হস্ত ধরিতেই মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গ শিশুর মত অমনি বালিকা শান্ত ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিল। রাধা-বল্লভের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কিশোরী যুগল মূর্ত্তিকে প্রণামের জন্য অগ্রসর হইয়া গেলে কৃষ্ণপ্রিয়া নিঃশব্দে সেই বকুল বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইলেন। ঠাকুর ঘরের দ্বার খোলা, সম্মুখেই তাঁহার বহুদিনের আরাধ্য সেই যুগল মূর্ত্তি! সম্মুখে বিবাহ সাজে সজ্জিতা বালিকা দুই যুগ পূর্ব্বের একদিনের কথা তাঁহার স্মরণে আনিয়া দিল। সেই রাধাবল্লভগতপ্রাণা বালিকাকে মনে পড়িয়া আজ তাঁহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। সে যেন তিনি নন, যেন অন্য একজন কেহ। কিন্তু সেদিনের স্মৃতিতেও কি বিক্ষোভের পুঞ্জিভূত ঘটনার

সমাবেশ! যেন ছায়াবাজির মত তাঁহার মানস চক্ষের উপর বহু কালের অতীত দৃশ্য খেলিতে লাগিল, কিন্তু সে সব যেন অবান্তর কথা, সেদিনের সেই আহতা বালিকার বেদনার স্মৃতিই যেন তাঁহার অন্তর বাহ্য পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে আকুলভাবে কেবল সেই বিগ্রহের পানে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য করিল। মন যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া শুনাইয়া উচ্চারণ করিল, "কোথায় গেল সে বালিকা আর তার ব্যথা কাতর হৃদয়! তাকে কেন তোমার প্রাঙ্গণ থেকে —তোমার মন্দিব থেকে দূর করে কোন্ দিকে পাঠিয়ে দিলে? যদি দিলেই তবে আবার মাঝে মাঝে এমন ক'বে কেন বাঁশী বাজাও? কেন আবার এ উদ্বেগ? কে আমার চির সত্য? সর্ব্বতো মঙ্গল পরম সুন্দর স্বরূপ তোমার কি? পরম মূল সত্য কাকে বুঝ্‌ব? কে বোঝাবে? এত দিন পরে কেনই বা এ চাঞ্চল্য?"

কিশোরী প্রণামান্তে ফিরিযা আসিযা পিসিমার মুখের পানে চাহিযা মৃদুস্বরে বলিল, "পিসিমা তিনি তো কৈ আর একদিনও এলেন না?" অবশের মত কৃষ্ণপ্রিযা উচ্চারণ করিলেন, "কে কিশু?" "সেই সেই তিনি! বৈষ্ণব মহাপুরুষ যাঁকে দাদু বল্‌তেন! সেই আরতির দিন এই বকুল গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন? আমরা সেই মাঠের বনের মন্দিরে যাকে দেখে আসি। তিনি যে আসবেন বলেছিলেন—" "আস্‌বেন কি বলেছিলেন কিশু?" "হ্যা দাদুকে বলেছিলেন বৈকি—কিন্তু সে এক রকমকরে বলা পিসিমা, সে—" "যদি ভগবানের ইচ্ছা থাকে, এই রকম?"

"হ্যাঁ, রাধাবল্লভের যদি ইচ্ছা হয় এই রকম ধরণের কথা, কিন্তু আসবার কথাই।" কৃষ্ণপ্রিয়া একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন স্বপ্নের মতই বলিলেন, "ইচ্ছা বলে কিছু আছে কি? যাকে বলে ভক্তেরা লীলা, লীলা। না না শুধুই পাষাণ—আর কিছু না।"

১৬

অশেষ

——প্রতিযুগ আনেনা আপন অবসান
সম্পূর্ণ করেনা তার গান।

*　　　　*　　　　*　　　　*

তাই যবে পর যুগে বাঁশীর উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কি বলে সে বুঝিতে কে পারে।

সন্ধ্যাব আর বিলম্ব নাই, বিবাহ বাড়ীতে আলোক জ্বালিবার ব্যবস্থা হইতেছে, দুই বাড়ীতেই বিবাহের উদ্যোগ। বড় বাড়ীতে বহির্বাটীর বৃহৎ চণ্ডিমণ্ডপে বরসভা ও বরাসনের সজ্জা হইয়াছে। স্থানে স্থানে মশাল পোঁতা এবং তৈলের কলসীর তত্ত্বাবধানে কয়েকটি বালক স্বেচ্ছাসেবক মহাসোরগোল বাধাইয়াছে। সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত, বরযাত্রীর গোযান সকল তাহাদের মাঠে দেখা গিয়াছে সন্ধ্যা হইলে এবং পাল্কীগুলি আসিয়া পড়িলেই একত্র হইয়া তাহারা বিবাহ সভায় উপস্থিত হইবে। কন্যাপক্ষীয় গ্রামস্থ ভদ্র-লোকেরাও একে একে রায় বাড়ীর চণ্ডিমণ্ডপে উপস্থিত হইতেছে

এবং রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সকলকে সম্বৰ্দ্ধনা করিতেছেন। বালক বালিকাদল ও ইতর সাধারণের তো চারিদিকে ছুটাছুটির বিরাম নাই। ভিতর বাড়ীতে গোল আরও বেশী। ভাঁড় কটুরা ভাঙা, কলাপাতা ছেঁড়া এবং বহু হস্তচ্যুত জলে ভিতর বাড়ীর উঠান থৈ থৈ করিতেছে; রন্ধন বাড়ীর দিকে পক্ক-ঘৃতের এবং ব্যঞ্জনের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। কোটা তরকারীর আবর্জ্জনা ঝুড়ি করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া বরযাত্র কন্যাযাত্র ভোজনের জন্য দালানগুলি ধুইয়া মুছিয়া পরিস্কার করা হইতেছে। কেহবা ভাঁড় কটরা কলাপাতা গুছাইতেছে। দধি ক্ষীরের ভার লইয়া গোপেরা প্রবেশ করিতেই কর্ত্তাব্যক্তি কেহ তাহাদের বিলম্বের জন্য তিরস্কার করিতে করিতে ওজন দেখিয়া লইতে আসিলেন এবং মিষ্টান্নের ভাণ্ডারীকে দেখিতে না পাইয়া বিবাহ বাড়ীর বন্দোবস্তের যথারীতি নিন্দা জুড়িয়া দিলেন এবং সকলকে যে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হইতে হইবে সে বিষয়ে ভবিষ্যত বাণীর যথোচিত আভাষ দিতে লাগিলেন। কোন 'স্বয়ং কর্ত্তা' এখনো লুচীর খোলা জ্বালা হইল না বলিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। বড়বধূর ভ্রাতা ও ভ্রাতুস্পুত্র বেচারী সকলকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া সকল দিকে তত্ত্বাবধানে ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তথাপি সমস্ত অবন্দোবস্তের দুর্নাম তাঁহাদের নামেই পড়িতেছিল। বেচারাদেরই বিপদ সমধিক, মাসখানেকের বেশী এখানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াও তাহারা 'ওরা কি জানে সহুরে লোক আমাদের পাড়াগাঁয়ের ব্যবস্থা' এ কথার আক্রমণে অনবরতই আক্রান্ত হইতেছিল। আজ তাহারা

তাহাদের 'দিদি বা পিসিমা' বড়বধুকেও এ বাড়িতে বড় খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তিনি আজ কন্যাদানের মণ্ডপে সধবার দল ও কন্যাকে লইয়া নানারূপ মঙ্গলাচরণেই সমধিক ব্যস্ত ; এ বাড়ীর ভার আজ তিনি দেবর ও ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রের উপরই ফেলিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার হইতেই বাহির বাটীতে মশালের উজ্জল আলোক সব জ্বলিয়া উঠিল। গ্রামের বাহিরে বরপক্ষের প্রবল বাদ্যোদ্যমের আভাষ কানে আসিতেই কন্যাপক্ষের সানাই পূরবী ত্যাগ করিয়া সাহানা তানে আলাপ সুরু করিল কিন্তু ও বাড়ীর মঙ্গলাচরণের শঙ্খ এবং 'বাংলা বাদ্যির' ঢাক ঢোল কাঁশির বিষম আওয়াজে তাহাদের সুর জমিতেই পাইল না, তবু তাহাদের উৎসাহের অভাব হইল না। বরপক্ষকে 'আগু বাড়াইয়া' আনিবার জন্য মশালসহ কয়েকজন লোক রওনা হইল এবং যুবক রায়মহাশয় মঙ্গল কলস কদলীবৃক্ষযুক্ত সদর দরজার নিকটে বহু ব্যক্তি বেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনিই অদ্য কন্যাকর্ত্তা।

মশালের আলোকের সঙ্গে রংমশাল মোমবাতি প্রভৃতির আলোর মধ্যে বরযাত্রীর দল গ্রামপ্রান্ত হইতে পায়ে হাঁটিয়াই দেখা দিলেন। তাঁহাদের যান সকল ইতিমধ্যে কন্যাপক্ষের 'খামার বাড়ী'তে উঠিয়া বিশ্রাম করিতেছিল এবং কন্যাপক্ষের কৃষাণ মুনিষকেই বলদের সেবার ভার দিয়া গাড়োয়ান 'মিয়া ভাই'রাও বিবাহ বাড়ীতে ছুটিতেছিলেন, কেননা বলদরাও তো বরযাত্রী, এবং সে হিসাবে এখানে নিমন্ত্রিত, অতএব তাহাদের বিচালি ভূসি ভোজন ও বিশ্রামের ভার আজ কন্যাপক্ষীয়দিগেরই।

গাড়োয়ানরা কেবল তাহাদের যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিযাই খালাস। ছুটী হয় নাই কেবল বর, বরকর্ত্তা এবং পুরোহিতের পাল্কীর বেহারাদের। তাহারা পাদচারী বরযাত্রীদলের এবং মশালধারী ও বাদ্যকরদিগের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হইলে শঙ্খ ও হুলুধ্বনীতে বাদ্যের শব্দ প্রায় স্তিমিত হইযা পড়িল। বর ও বরযাত্রী দেখিতে তখন নারীরাই এই বাড়ীতে সমবেত হইয়াছেন। সকলকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করাইযা বসান হইল, যুবক রায মহাশয় বরের হস্ত ধরিয়া বরাসনে বসাইলেন। মেযেরা কেহ কেহ বরের সুন্দর মূর্ত্তির প্রশংসা করিলে কেহ হাসিযা মন্তব্য করিলেন, "ওমা তুই পিস্ঠাকুরুণের দেওরপোকে দেখিসনি নাকি? এ বাড়ীর কনে বৌমারও ভাই যে লো! এ যে ঘরে ঘরে বিয়ে!" বরকন্যাপক্ষে আলাপ আপ্যাযন চলিতে লাগিল। বরকর্ত্তা বরের দূরসম্পর্কীয এক খুল্লতাত কন্যাকর্ত্তারূপী তাঁহাদের জামাতাকে সম্বোধন করিযা বলিল, "বেহাই মশায আস্তে পারেননি জেনে ভারি দুঃখিত হযেছি।" "আজ্ঞে তাঁর বড়ই চেষ্টা ছিল কিন্তু হঠাৎ এত অসুস্থ হ'যে পড়লেন যে মা পর্য্যন্ত আস্তে পেলেন না। বড়ই অসুবিধা আমরা বোধ কর্ছি, আমি তো কিছুই জানি না যা ত্রুটী হয অনুগ্রহ ক'রে সবাই মাপ করে নেবেন।" বলিয়া যুবক রায় সকলের দিকে চাহিযা উভয হস্ত জোড় করিলেন। সকলে 'সেকি' 'সোক' বলিয়া উঠিল এবং সৌম্যমূর্ত্তি পুরোহিত মহাশয যিনি এতক্ষণ হস্তপদ ধৌতের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন এইবারে একজন অনুসরণকারীর হস্তে গামছাখানি দিয়া এবং তাহার হস্ত

হইতে আগাগোড়া সম্পূর্ণ নূতন হুঁকা ও সজ্জিত কলিকা গ্রহণ করিয়া সভাস্থ হইলেন এবং হুঁকাটি পরীক্ষা করিতে করিতে সহাস্য মুখে বলিলেন, "বাবাজী, এতো আমাদের নূতন কোথাও আসা নয়, জামাই বাড়ী তার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণে আসা, এতে আমরা ত্রুটি ধরব কি, তোমরাই আমাদের কোন ত্রুটী ধ'রনা আমাদেরই বরং বলা উচিত—কি বলেন মশাই?" বলিয়া তিনি বরকর্ত্তার দিকে চাহিলেন। "অবশ্য অবশ্য!" বলিয়া তিনিও পুরোহিতকে অনুমোদন করিলে পুরোহিত হুঁকায় দুই চারি টান দিয়া আবার বলিলেন, "তাছাড়া এ বাড়ীতে আজ আমাদের প্রথম আসাও নয়। বারো বছরে যদি যুগ ধরে তো সে আজ দুই যুগান্তরেরও বেশী দিনের কথা; আর এক বিবাহে আমরা এই সভায় বসেছিলাম। তখন সে সভার মূর্ত্তিই অন্য রকম ছিল, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের মত কন্যাকর্ত্তারা আর তাঁদের ছেলেরাই সভা আলো করেছিল। ততোধিক আলো করেছিল বর স্বয়ং, আজকার বর যতীন বাবাজীবনের জ্যেষ্ঠতাত! আমারও তখন অল্প বয়স, বরের বন্ধু হ'য়ে এসেছিলাম; পুরোহিত এসেছিলেন আমার স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয় পিতৃদেব। কিন্তু সে বিবাহ পরে কেবল—" বলিতে বলিতে পুরোহিত মহাশয় সহসা অনুৎসাহভাবে থামিয়া গেলেন, কেননা দেখিলেন যে যুবক কন্যাকর্ত্তা এবং স্বয়ং বরেরও মুখ যেন মলিন হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন সেদিনের কথাটা এ সভায় না তোলাই উচিত ছিল, তিনি সনিশ্বাসে "যাক্ সে কথা!" বলিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ তাই বল্‌ছিলাম যে আমরা

এ পরের স্থানে নূতন আসিনি। এই সেদিন আমরা যেখানে হাঁটু ধরে কন্যাদান করেছি সেইখানেই আজ কন্যা নিতে এসেছি। হ্যাঁ বাবাজী, লগ্নের আর বোধ হয় বেশী দেরী নেই, তোমরা স্ত্রী-আচারের উদ্যোগ কর। মায়েদের মঙ্গল আনন্দ আচার করার জন্য একটু বেশী সময় লাগে, আর তা দেওয়াও কর্ত্তব্য। বিশেষ এখানে তো 'ঘরাঘরি'র আনন্দের ব্যাপার যতীন বাবাজীরও এখনি ভগ্নীর সঙ্গে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে দেখা হবে, আর বাবা তোমার শাশুড়ী মাতা আমাকে পর্য্যন্ত বার বার ক'রে বলে দিয়েছেন যে কন্যাকর্ত্তা বলে যতীনের বিয়ের তারা আস্‌তে পারবে না কিন্তু ছেলে বৌএর সঙ্গে আমার মেয়ে জামাইও যেন ঘরে আসে। তারা এসে না দাঁড়ালে ছেলেবৌ ঘরে তুল্‌বে কে!" তাহলে বুঝ্‌লে বাবাজী প্রস্তুত হয়ে নিয়ো, কাল আমাদের সঙ্গেই শ্রীমতীকে নিয়ে তোমাকেও যাত্রা কর্‌তে হবে—"

"আজ্ঞে তা কি সম্ভব হবে? আমি পাকস্পর্শের আগে গিয়ে পৌঁছাব—তবে যতীনের ভগ্নী যাবেন বোধহয় এই সঙ্গেই—" কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে এই কথা বলিয়া যুবক রায ব্যস্তভাবে স্ত্রী আচারেব ত্বরা জানাইতে নরসুন্দরকে ইঙ্গিত করিয়া ভিতর মহলে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তখনি নাপিত ফিরিয়া আসিয়া জানাইল সেখানের সব প্রস্তুত, বরকে পাঠাইলেই স্ত্রী আচার আরম্ভ হয়। কন্যকর্ত্তা যোড়হস্তে সকলের অনুমতি লইয়া হাত ধরিয়া বরকে বরাসন হইতে তুলিতেই তরুণ বরযাত্রী প্রায় সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করিল। তাহারা স্ত্রী আচার না দেখিয়া ছাড়িবে না।

ববকর্ত্তা এবং বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের গ্রামবাসী ও প্রতিবেশী বয়স্ক ব্যক্তিগণ বসিয়া তামাকু সেবন ও মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ববপক্ষেব লোকেরা বরযাত্রীদিগকে জলযোগেব জন্য পীড়াপীড়ি করিলে বরকর্ত্তা বলিলেন, "ছেলে ছোক্‌বারা তো বিযে দেখতেই ছুট্‌লো, পাবতো তাদেব ঐদিক্ থেকে খাওযাও গে বাবু, আমরা সেই একেবাবেই খাব বিযেব পবে। সন্ধ্যাহ্নিক করতে হবে—তবে ত।" ইতিমধ্যে কন্যাপক্ষেব পুবোহিত ববপক্ষেব পুরোহিতকে তাম্রকুট সেবন সুখ হইতে বিবত কবাইযা টানিযা তুলিযা বলিলেন, "চলুন আমবা সন্ধ্যাহ্নিক সেবে নিযে 'ছাদ্‌নাতলা'ব জোগাড় দেখিগে। তখন 'এটা কই বে' 'ওটা কই বে' কব্‌তেই চারদণ্ড যাবে হযত।"

নব সুন্দবেব পশ্চাত পশ্চাত বব এবং পশ্চাতে তরুণ ববযাত্রীর দল গিযা বিবাহ বাড়ীব মধ্যে প্রবেশ করিতেই শঙ্খ হুলুধ্বনী দ্বিগুণ হইযা উঠিল। নাপিতের নির্দ্দেশে বব 'ছাদনাতলা'য না গিয়া "জেঠিমা কই, তাঁকে প্রণাম কবব, আব সুবর্ণ কই", বলিযা একটা গৃহের দিকে অগ্রসব হইতেই স্ত্রী আচাবেব জন্য একত্রিত বমণী মণ্ডলি হইতে অনুচ্চ হাসিব ধ্বনী উঠিল, "ওমা, ওমা, বর যে বিযে না কবেই বাসব ঘবে ঢুক্‌তে চায! চেনা বর হ'লে কি এমনি হয় নাকি? বর যে আজ চোব তা বুঝি জানেন না,—ঘরের বৌ-ঝিদের দিকে তাকাচ্চে ত্যাখ আবাব!" অপ্রস্তুত বব এইবার সত্যই চোরের মত হইযা দাঁড়াইতেই একটী বস্ত্রালঙ্কাবে সজ্জিতা অবগুণ্ঠিতা তরুণী বালিকা নাবীমণ্ডলীর ভিড়েব মধ্য হইতে একটু বাহিরে আসিযা বরের দিকে চাহিযা ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিল। বর

তাহাকে দেখিবামাত্র বাঁচিয়া গিয়া নিকটে যাইতে যাইতে একটু যেন বেগের সহিতই মৃদুস্বরে বলিয়া ফেলিল, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? দ্যাখত তোকে খুঁজতে খুঁজতে কি অপ্রস্তুতে পড়্‌তে হ'ল,—জেঠিমা কই ?" বধূটি বরে'র আরও নিকটস্থ হইযা দুই হাতে অবগুণ্ঠন ধরিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমি কি কর্‌ব দাদা, সভায় ছিলে তুমি যে এতক্ষণ ! আর আমার কি 'কনের' সব 'লক্ষণ' করানো ছেড়ে কোন কিছু দেখারও অবসর আছে ? আমাকেই যে 'কুলো' মাথায় কর্‌তে হয়েছে শাশুড়ী না আস্‌তে ; আমি কি করব বল ?" "ওমা, শাশুড়ী জামাইয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে গল্প দ্যাখ এখনি ! ওলো বৌ তুই যে আজ শাশুড়ী তা মনে আছে ?" "বর" ঈষৎ কোপে ভগ্নীর পানে চাহিয়াই তেমনি চুপি চুপি বলিল, "এরা তো ভারি অসভ্য সব !" বৌটি কিন্তু হাসিতেছিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ঠাট্টা কচ্চে। সত্যিই যে আমাকেই তোমায় বরণ করতে হবে দাদা ! কিশোরীর যে আমি কাকিমা হই সত্যিই। ঐ যে জেঠিমা আস্‌ছেন'—নিমন্ত্রেদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার জন্য ঐ বাড়ীতে ছিলেন বুঝি এতক্ষণ।" কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই যতীন হাঁটু পাতিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া পদধূলী লইয়া মস্তকে দিল। কৃষ্ণপ্রিয়া কেবল তাহার মাথার উপরে হাতখানি রাখিয়া একবার কিছুক্ষণ চোখ বুঝিলেন মাত্র, তারপরে তিনি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে বরের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ওঠো বাবা।" যতীন উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কাল আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে জেঠিমা, নৈলে আমি কিছুতেই ছাড়্‌বনা। আর সুবর্ণকে—"

"ওরা তো যাবেই ! আজকের শুভকার্য্য তো হয়ে যাক্ যতীন, কালকের কথা কাল হবে।" "সে আমি শুন্‌ব না, আপনাকে যেতেই হবে।" পরিহাস সম্পর্কীয়া আর একজন সধবা গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "আরে এরা 'বর' নিয়ে এখনি 'ঘব' কর্‌তে লাগ্‌লো যে। শাশুড়ীদের গল্পের দায়ে যে গেলাম! লোক দেখিয়ে এত খরচ করে বিয়ে দিচ্চিস্ কেন রে তবে বাপু? আমাদের স্ত্রী আচার কি কর্‌তে দিবি না তোরা।" আজ উৎসবানন্দে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীরও মান মর্য্যাদা না রাখিয়া ছোট বৌটির সমপর্য্যাযে তাঁহাকে তাহারা ফেলিয়া দিলে কৃষ্ণপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যাও যতীন ছান্‌লাতলায় যাও বাবা, লগ্ন ব'য়ে যাবে।" বিবাহ স্থলে ততক্ষণে পুরোহিতরা এবং ক্ষৌমবস্ত্র পরিয়া কন্যা সম্প্রদানকারী যুবক কাকাটিও আসিযা জুটিযাছেন। পুরোহিত ডাকিলেন, "এস যতীন। কই হে নর-সুন্দর বরকে কাপড় ছাড়াও বিবাহের জোড় পরাও, পৈতে কৈ হে? গ্রন্থি দেওয়া হয়েছে তো? এই নাও টোপর।" কন্যাপক্ষের পুরোহিত কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কেন দান কর্‌লেন না? আমরা তো তাই আশা করেছিলাম।" বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বর যতীন পর্য্যন্ত সাগ্রহে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর পানে চাহিল। কৃষ্ণপ্রিয়া পুরোহিতের নিকটস্থ হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "দাদা, আমার বাপের বংশের বংশধর যারা তারাই সে বংশের কন্যাকে দান করার পাত্র এই আমার মনে হয়।" "আপনি কর্‌লেও ক্ষতি ছিল না কেন না মাতৃপিতৃহীনা কন্যার আপনিই

অধিকারী।" কৃষ্ণপ্রিয়াকে নীরব দেখিয়া যুবক রায় নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তাই করুননা না দিদি, আপনি তো উপবাস করেই আছেন!" কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার কথার উত্তর না দিয়া পুরোহিতের পানে চাহিয়া বলিলেন, "যে কিশোরীকে এতটুকু থেকে বুকে ক'রে মানুষ করেছে, কিশোরী যাকে মা বলেই জানে, সেই আমাদের বড়বৌ-ই ওকে যথার্থ দানের অধিকারী! কিন্তু আমরা বংশধর পুত্রদের দিয়েই একাজ করাতে চাই, তারই আয়োজনও করা হয়েছে। আর আমার কথা আপনারা তো জানেন দাদা—" বলিতে বলিতে কৃষ্ণপ্রিয়ার স্বর মৃদুতর হইল—"আমি নিজেকে সাংসারিক ক্রিয়াকর্ম্মের অধিকারী বলে মনে করি' না।"

"হ্যাঁ দিদি তা বটে, আপনি যে অন্তঃসন্ন্যাস নিয়েছেন তা আমরাও আন্দাজ করি।" কৃষ্ণপ্রিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে অপসৃত হইলেন। যতীন ঈষৎ বিমনাভাবে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বিচিত্র আলিম্পন চিত্রিত পিঁড়ের উপব উপবেশন করিলেন এবং যুবক রায়কে তাঁহার বিহিত কর্ম্মের জন্য পুরোহিতরা আহ্বান করিতেই 'রায়' "দিদিকে প্রণাম করে অনুমতি নিযে আসি বলিয়া ছুটিয়া একটা গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল। সেখানে কিশোরীকে কন্যা সাজে সজ্জিত করিয়া একখানা পিঁড়ির উপর বসানো হইয়াছে, কোলে তাহার চণ্ডী! কিন্তু সম্মুখে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির চিত্রপট! এই পরিবারে ইহাই বিশেষত্ব! কন্যা তাঁহাদের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়াছে, নিকটে পুষ্পপাত্রে রাধাবল্লভের প্রসাদি পুষ্পমাল্য! ইহার দ্বারাই বর কন্যার মালা বদল হইবে।

কিশোরীর কাছে আর কেহ তখন নাই, কেবল রাধা অনতিদূরে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। কিশোরী বলিতেছে, "পিসি আমার সিঁথিটা বড্ড ঝুঁকে পড়ে লাগ্‌ছে কপালে,—একটু তুলে দাওনা!" "না মা তোমার কাকিমাকে ডাক্‌ছি।" "কেন তুমি দিলে কি হবে? দাওনা—আঃ—" বিপদ দেখিয়া রাধা চারিদিকে চাহিতেই কিশোরীর কাকাকে দেখিয়া যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দাওতো ভাই দাদা—ওর সিঁথিটা কপাল থেকে তুলে—লাগ্‌ছে বল্‌ছে।"

"ওসব কি আমার কম্ম? যাদের কর্ম্ম তাদের কাউকে ডাক! দিদিঠাকৃরুণ কই?" "জানিনা ত! ওই যে তিনি আস্‌ছেন!" কৃষ্ণপ্রিয়ার চরণে প্রণাম করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেরী ক'রনা আর, বর পিঁড়ির ওপর বসে! বরণ ক'রে স্ত্রীআচারের জন্য উঠিয়ে দাও।" "আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিলাম আর অনুমতি—" "ছান্‌লায নারায়ণশিলা উপস্থিত রয়েছেন, চারদিকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সজ্জন রয়েছেন, তাঁদের প্রণাম ক'রে শুভকার্য্য আরম্ভ কর গিয়ে। নিতে যদি হয় বড়বৌর অনুমতি নাও বুঝেছ? সে বোধ হয় ঐ দিকেই আছে। জামাই দেখে তার আশ্ মিট্‌ছে না"। বলিয়া তিনি রাধার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বাহিরে বিবাহ অঙ্গনে তখন কি রকম যেন একটা কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। বরকর্ত্তার জড়িত কণ্ঠস্বর, বরপক্ষের পুরোহিতের উত্তেজিত কণ্ঠধ্বনি, আর সব গোল যেন নিমেষে থামিয়া গিয়া রুদ্ধশ্বাসে সকলে

তাহাদের কথা শুনিতে চেষ্টা করিতেছে, "কি ব্যাপার কি। হ'ল কি—" বলিতে বলিতে যুবক রায় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রাধা বলিল, "দিদি ঠাকুরুণ, কিন্তু বল্‌ছিল সিঁথিটা ঝুলে পড়ে ওর লাগছে, কপালের চন্দনের সারও বোধ হয় মুছে গেল! একটু ভাল করে দেন্ না",—কৃষ্ণপ্রিয়া একটু নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, "নতুন বৌকে ডেকে আন্ সেই ভাল করে দিক্" বৌকে আর ডাকিতে হইল না, সেই ছুটিয়া আসিয়া অশমিত নিশ্বাসে যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেই সাহস করে না—মুখ তুলিয়া চাহে না—সেই বধূ আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিলেন, "ও দিদি বাইরে যান্ শীগ্‌গির বাইরে যান্, কি কথা হচ্চে শুনুন গে।" "কি কথা বৌ—কি হয়েছে?" "আমি জানি না—আমি জানি না, বল্‌তে পার্‌ব না, বাইরে যান।" বলিতে বলিতে বৌটি মূর্চ্ছার মত ভাবে বসিয়া পড়িতেই রাধা আসিয়া তাহাকে ধরিল; কিশোরীও কন্যাপিঁড়ি হইতে উঠিয়া পড়িল। কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী সবেগে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গিয়া দেখেন সেই সজন আলোকদীপ্ত অঙ্গন যেন বিজন অরণ্যের মত একেবারে নিস্তব্ধ চিত্রার্পিত! কেবল বরপক্ষের পুরোহিত গর্জ্জন করিতেছেন, "এর বিহিত প্রমাণ চাই তাহলে! কন্যা যে দাসীগর্ভজাতা নয় এ কথার বিশেষ প্রমাণ এঁরা দেন তবে এ বিবাহ হ'তে পার্‌বে! আপনি বরকর্ত্তা, আপনার উপরেই বরের মাতা তাঁর কুলশীলমানের সমস্ত ভার অর্পণ করেছেন, আর করেছেন আমার উপরে। আপনি অত ভয়ে ভয়ে কথা কেন কইছেন?

যাঁরা আপনাকে এ সংবাদ দিয়েছেন ডাকুন তাঁদের, তাঁদেরই বা এত সঙ্কোচ কিসের? তারা একটা সম্পন্ন ঘরকে নিদারুণ অপমান থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন মাত্র, যদি একথা সত্য হয় তাহলে ঠিকই তো! কই তাঁরা?" আর কই তাঁরা! খোসগল্পের ছলে তাঁহারা বরকর্ত্তার কর্ণে এই মন্ত্রটি ঢালিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন বোঝা গেল। যুবকের দল মহা খাপ্পা হইয়া বলিতে লাগিল, "এতেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা স্রেফ্ বজ্জাতি। নৈলে পালালো কেন, সত্যি হ'লে সুমুখে দাঁড়িয়ে বলার সাহস হ'ল না?" কিন্তু পুরোহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আর এটাও ঘোর সন্দেহের কথা বৈকি যে রায় মশায় কেন উপস্থিত থেকে এ কন্যাদান করলেন না—কন্যার পিসিও কন্যাদান কর্‌ছেন না! না, এরা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ না দিলে আমি তো এ বিবাহে হস্তক্ষেপ কর্‌তে পার্‌ব না! এ কি কথা, একটা দাসীগর্ভজাতা—জারজা কন্যার বিবাহ এই বংশে! কি সর্ব্বনাশ!"

এতক্ষণে যুবক 'রায়' কথা কহিলেন, "আপনারা কোন্ অধিকারে একটি ভীরু নিন্দুক' যে তখনি ভয়ে লুকিয়েছে তার কথার উপর বিশ্বাস করে এ সব বল্‌ছেন? বাবা নিতান্তই অসুস্থ তাই আসতে পারেন নি, তিনি উপস্থিত থাকলে কারু সাধ্যও হ'ত না যে একথা বলে! আর দিদি তো উপস্থিতই রয়েছেন—বলেন তো তাঁকে দিয়েই কন্যা সম্প্রদান করানো হ'তে পারে! এমন জান্‌লে বাবাকে যে কোন প্রকারে উপস্থিত করান' নিশ্চয়ই হ'ত।" "আরে বাপু, তিনি উপস্থিত থাকার কথা দূরেই থাক্—তোমাদের

ভয়েই যখন দেশের লোক এমন ক'রে পালায় তখন আমাদের বহু ভাগ্য যে তিনি উপস্থিত নেই। তাহলে সত্যই সে ব্যক্তি বল্‌তে সাহসই পেত না! উঃ তোমাদের বংশের সঙ্গে এদের বংশের কি ভয়ানক যোগসূত্র যাতে সংস্পর্শ হলেই সর্ব্বনাশাগ্নি জ্বলে উঠবে।"

"হ্যাঁ আমরাও আজ তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি বৈকি? এক সর্ব্বনাশ আমার পিতা পিতামহদের বুকে জ্বলেছিল, আর আজ বুঝি আমাদের মধ্যেও জ্বল্‌লো। যাক্‌ আপনার সঙ্গে এ ঘৃণ্য কথার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে বাদানুবাদ কর্‌তে চাই না, আপনি পুরোহিত মাত্র। আমি এখন বরকর্ত্তাকে প্রশ্ন কর্‌ছি তাঁর বক্তব্য কি?"

বরকর্ত্তা বরের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তার সাজানো বরকর্ত্তা মাত্র। তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "আমি আমি এতবড় কথা স্বকর্ণে শুনে আর কি বল্‌ব, যতীনকে জিজ্ঞাসা কর—সে যোগ্য ছেলে—বুঝে কাজ করুক।"

"যতীন এইবার তোমার বক্তব্য কি? তুমি কি তোমার জেঠিমা দান কর্‌লেও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে না, তোমারও বিশ্বাস হবে না?"

যতীন সহসা যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, "আমি? আমার তোমার হাত হ'তেও গ্রহণ কর্‌তে আপত্ত্য নাই,—কিন্তু এ কি ব্যাপার?" "পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে বল্‌ব—" বাধা দিয়া পুরোহিত বলিলেন, "পরে নয়, এখনি সব বল্‌তে হবে। তুমি না বাপু আমাকে সামান্য পুরোহিত মাত্র বলে অবজ্ঞা কর্‌লে কিন্তু

আমি একালের ভাড়া করা পুরোহিত নই। যারা বংশের পুরের চিরহিতকারী আমি সেই পুরোহিত। যতীন আমি তোমার জেঠার বন্ধু আর তোমাদের বংশের শুভাশুভের সঙ্গে কতখানি জড়িত তা তুমি বিশেষ জান! তুমি হঠকারিতার বশে যদি একাজ কর, তোমার মার কাছে তোমায় জবাবদিহি কর্‌তে হবে, বংশের কাছে তুমি অপরাধী হবে।"

যতীন ক্ষণেক স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া উত্তর দিল, "জানি না মা কি বল্‌বেন কিন্তু তবুও এ অবস্থায় এ আমার কর্ত্তব্য! পরে আমার কপালে যাই ঘটুক, আমি—"

কৃষ্ণপ্রিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "যতীন, আমি নারায়ণ সাক্ষী করে আমার সাধ্বী ভ্রাতৃজায়ার গর্ভজাতা পবিত্রা বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তোমার হাতে আমার শ্বশুরকুলে দান করব। আমি সংসারী নই আমি সন্ন্যাসিনী এই অভিমানে কন্যাদানরূপ কর্ম্মে অস্বীকার করায় যদি এ ব্যাপারের একটুও রঞ্জিত হয়ে থাকে, তা'হ'লে আমি আমার সেই বৃথা অভিমানের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এখনি—" "না জেঠিমা, আপনাকে শপথের মত কিছু কর্‌তে হবে না,—আপনার কথাই আমাদের বংশে পরম সত্য হ'য়ে দাঁড়াবে। রায়মশায় যা করবেন তাতেই হবে—উনিই দান করুন। আপনি আর বাধা দেবেন না পুরোহিত জেঠামশায়।" "তোমার জেঠামাতার উপর ভক্তিকে আমি সাধুবাদ দিচ্চি যতীন, কিন্তু আমরা শুনেছি উনি উন্মাদিনী,—ধর্ম্মোন্মত্তা! মতির স্থিরতা না থাকায় মাঝে মাঝে ধর্ম্মান্তরও গ্রহণ করেন। উনি পিতৃবংশের

সম্মান রাখ্‌তে যা বল্‌ছেন আমরা প্রমাণ না পেলে তো মান্‌তে পারি না।" "আপনি আর কিছু বল্‌বেন না। রায়—তোমাদের পুরোহিত দিয়েই তবে দু'দিকের কাজ চালিয়ে নাও! তা কি সম্ভব নয়?" বরপক্ষের পুরোহিত কন্যাপক্ষের পুরোহিতের পানে সক্রোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "না তাও সম্ভব নয়। পুরোহিত যজ্ঞপতি ভট্টাচার্য্যকে সামান্য মনে কর না যতীন—আমি এদিকের পুরোহিত ব্রাহ্মণকুলের সমাজপতি, আমাকে অতিক্রম ক'রে এদিকের কোন পুরোহিতই কোন কার্য্যে সাহসী হবে না, অতএব এ চেষ্টা বৃথা।" তাঁহার তীব্র দৃষ্টির পানে চাহিয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিত সভয়ে মাথা নামাইলেন।

"তবে উপায়!" যুগপৎ এই কথা বলিয়া যতীন ও রায় উভয়ে উভয়ের পানে চাহিলেন। সেই প্রায় তমসাচ্ছন্ন বিবাহমণ্ডপের মধ্যে গম্ভীর স্বরে কেহ উত্তর দিল, "নিরুপায়ের যিনি উপায়।" তৈল দিতে বিস্মৃত হওয়ায় মশালগুলা প্রায় নিভিয়া আসিতেছিল। সেই ক্ষীণ আলোকে সকলে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল বহির্বাস-ধারী এক দীর্ঘ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃষ্ণপ্রিয়া নিমেষমাত্র সেই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বোধহয় প্রণামের জন্য অবনত হইতেই একেবারে দণ্ডের মত মাটিতে পড়িয়া গেলেন। দেহ যেন আর তাঁহার অন্তরের ভার সহিতে পারিতেছিল না—সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সাম্‌নে যতীন একেবারে আসন ছাড়িয়া লাফাইয়াই উঠিল, "আপনি? আপনি এসেছেন এই দুঃসময়ে? আমাদের রক্ষা কর্‌তেই বুঝি—" "নিজেকেও রক্ষা কর্‌তে যতীন!

তোমার জ্যেষ্ঠামাতা ঠিকই বলেছেন, সংসার ত্যাগের আর সন্ন্যাসের অভিমানের প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন হয়। ভাই যজ্ঞপতি ”
পুরোহিতও লাফাইয়া উঠিলেন, “কে—কে তুমি? তুমি কি—আপনি কে?—” “আমাকে চিনতে পারছ না? হ্যাঁ, পেরেছ!” “মহেন্দ্র? তুমি মহেন্দ্র?” উদাসীন নিঃশব্দে কেবল তাহার নিকটস্থ হইয়া হস্ত ধারণ করিতেই সেই অগ্নিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ সহসা যেন আষাঢ়ের আকাশের মত ভাঙিয়া পড়িলেন, “বেঁচে আছিস্—মহেন্দ্র—ওরে ওরে বেঁচে আছিস্? এতকাল পরে এত উলটপালট বংশের সর্ব্বনাশ রে, শেষে—” “হ্যাঁ সব শেষটুকুও পাছে শেষ হ’য়ে যায় তাই—” “রক্ষা করতে এসেছ? কোথায় ছিলে এতদিন—এ কি বেশ তোমার? তুমি—” “স্থির হও ভাই, এখন এদের যথাকর্ত্তব্য করতে দাও,—তুমিও কর। যতীনের সম্মানিতা জ্যেষ্ঠামাতার কথার শপথে অবিশ্বাস ক’র না। এ কুমারী অনায়াসেই তাঁর শ্বশুরকুলে গিয়ে তাদের কুলকে পবিত্র করবে—যেমন তিনি করেছেন। তুমিও আর মিথ্যা অভিমানে এ কাজে বাধা দিও না, নিতান্তই যদি বিশ্বাস করতে না পার,—অন্ততঃ বাধা দিও না।”

“না,—না” চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ব্রাহ্মণ বলিলেন, “বাধা তো দেবই না, যে পুণ্যবতীর পুণ্য বলে এমন অসম্ভবও সম্ভব হ’ল তাঁর বাক্যে আর কি অবিশ্বাস করতে পারি? আমিই এ বিবাহের পৌরহিত্য করব। যতীন তোমার জ্যেষ্ঠামাতাকে সুস্থ কর! রায়মশায়, মায়েদের সব ডাক, তাঁরা বরকে নিয়ে স্ত্রী-আচার সম্পন্ন করুন! কন্যার সঙ্গে সাতপাক শুভদৃষ্টি এগুলি যথানিয়মে

সম্পন্ন হোক্! ওঠ বাবা সব উঠে প'ড়! মহেন্দ্র ব'স, তুমি এইখানে আজ বরকর্ত্তা!" বলিতে বলিতে পুরোহিত নিজ হস্তে আসন টানাটানি করিতেই উদাসীন তাহার হস্ত ধারণ করিলেন।

"না তা হবে না, আমার চোখের সাম্‌নে ব'স তুমি আজ কতকাল পরে, যতীন তোমার জ্যেষ্ঠতাতকে আসন দাও—বিবাহমণ্ডপে বসাও—"

কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহের দিকে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেই তাঁহার কম্পিত দেহকে পতন হইতে রক্ষা করিতে করিতে যতীন তাহাকে একটু ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, পুরোহিতের আহ্বানে কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। পুরোহিত আবার লাফাইয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার সম্মুখীন হইয়া জোড় হস্তে বলিলেন, "মা আমার অপরাধ নেবেন না, আমি আপনার বংশের চির-শুভাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত, আপনার স্বামীর অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু! মা—"

রুদ্ধকণ্ঠে পরিস্কার করিয়া রায় বলিলেন, "কিছু অপরাধ হয় নি আপনার পুরোহিত মশায়। আপনার এই কাজেই তো এই অসম্ভবও সম্ভব হ'ল—এই শুভদিন উদয় হ'ল! যদি আপনি এ বাধা না দিতেন উনি আজ ছয়মাস প্রায় এদিকে এসেও যেমন গুপ্ত হ'য়ে আছেন তাই তো থাক্‌তেন। আপনি আজ আমাদের 'পুরের'ও কি যে হিত করলেন—"

"ঠিক্?—উনিই এ সুমঙ্গলের হেতু! কি আশ্চর্য্য—কি আশ্চর্য্য—তোমরা ঠিক চিন্‌তে পারছ তো ওঁকে? কৃষ্ণপ্রিয়াও চিনেছেন?" "আবার আপনারা এসে এর মধ্যেও দাঁড়ালেন?

এইবার লুচী সন্দেশ খাবার সময় হ'য়েছে কি না তাই!" বরকর্ত্তা এই বলিয়া গ্রামবাসী দুইজন ভদ্রলোকের পানে রুখিয়া দাঁড়াইতেই তাহারা ভিড়ের মধ্যে লুকাইল। বরকর্ত্তা পুরোহিতের পানে চাহিয়া বলিলেন, "এঁরাই আমাকে কন্যার সম্বন্ধে ঐ সন্দেহের কথা এবং এঁরা নিজ হতে কেন .ান কচ্চেন না ইত্যাদি সবই বলেন!" পুরোহিত প্রশান্ত হাসিমুখে উত্তেজিত বরকর্ত্তাকে শান্ত করিতে করিতে বলিলেন, "আজ আর কারো কথায় কোন' রাগ কোন' ক্ষোভ ক'র না, আজ আমাদের কি শুভরাত্রি!" তার পরে সমবেত জনতার দিকে হাস্য এবং অশ্রুসজল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "এঁকে আমার মত কেউ চিন্‌বে না বাবা, আমি এঁর আজন্মের বন্ধু! একসঙ্গে যতদিন সংসারে ছিলেন ভাইয়ের মত পাশে পাশে থেকেছি। কৃষ্ণপ্রিয়া মাতাও যে চিনেছেন সেও আপনারা বুঝে দেখুন। তবু যে যা বল্‌তে চান্ পরীক্ষা কর্‌তে চান এই শুভকার্য্য সম্পন্নের পর আমি নিজে সব প্রমাণ দেব। লগ্ন ভস্ম হয় যতীন—আর না। রায় তুমি বরকে বরণ কর,—মন্ত্র পড়।" "কোন প্রমাণ দেব না আমরা ওদের। আমাদের প্রমাণ উনি নিজে। আমাদের প্রমাণ কৃষ্ণপ্রিয়া দিদি আর আপনি।" আবার হাত তুলিয়া পুরোহিত রায়কে নিবারণ করিলেন। কন্যাকর্ত্তার বর বরণান্তে যতীন কম্পিত কলেবরে উঠিয়া গৃহ-প্রবেশোদ্যতা কৃষ্ণপ্রিয়ার আবাব পদধূলি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া উদাসীনের পায়ের উপর পড়িল। উদাসীন নিঃশব্দে তাহাকে উঠাইয়া বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেই যতীনের চোখ হইতে

ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল, "জেঠামশায়, জেঠা বাবা, আজ আপনি—আমি আজ আর পিতৃহীন নই—" পুরোহিতের তাড়ায় মঙ্গলাচরণের জন্য নারীগণও অশ্রুসজল চক্ষে কুলা ডালা প্রদীপ শ্রী প্রভৃতি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পুরোহিত বরের স্কন্ধ ধারণ করিয়া প্রায় তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া শিলের উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "মা সকল শীগ্‌গির শীগ্‌গির, —বাসরে আপনারা যত পারেন আনন্দ করবেন।" বরণের কুলা-ধারিণী বধূকে বাধা দিয়া এক গৃহিণী বলিলেন, "তুই কেন আর বরণ করবি বৌ! কৃষ্ণপ্রিয়া করুন না। ওরে তোরা কেউ কৃষ্ণপ্রিয়াকে—ও দিদি তুমি ভাই ওঁকে বিধবার বেশ ছাড়িয়ে নিয়ে এস শীগ্‌গির। উনিই বরণ করুন তাঁর কিশোরীর বরকে!" নিকটে বড়বধূ ছিলেন তিনি অশ্রুসজল চক্ষে গৃহিণীদের নিবারণ করিয়া বলিলেন, "তাঁকে এখন বিরক্ত করতে যেও না কেউ। সুবর্ণ বরণ কর্।" বধূ আনন্দ কম্পিত হস্তে বরণ করিতে লাগিল। "জোরে শাঁখ বাজান, উলু দেন মা সব, আস্তে আস্তে কেন?" বলিয়া সিংহ গর্জ্জনে কন্যাপক্ষকে বরের পুরোহিত যজ্ঞপতি ঠাকুর ডাকিতে লাগিলেন। "কন্যা আন, কন্যা আন বাবাজীরা। রায় বাবাজী একটু ত্বরা করুন। লগ্ন এত দীর্ঘ বোধহয় আমাদের এই শুভ পুনর্মিলনের জন্য আর অমাবস্যায় চন্দ্রোদয়ের জন্যই হ'য়েছিল। শীঘ্র সাতপাক শুভদৃষ্টির ব্যবস্থা করুন। কই রে নরসুন্দর—এগিয়ে আয়। সানাইওয়ালা কি শুধুই ঘুমুবে? এ সময়েও একটু বাজাবে না?"

তুমুল শঙ্খ, হুলু এবং বাদ্যধ্বনির মধ্যে স্ত্রী-আচার, সাতপাক শুভদৃষ্টি সমাধান করাইয়া পুরোহিত বরকন্যাকে বিবাহ মণ্ডপের আসনে বসাইলেন এবং দণ্ডায়মান উদাসীনের হস্ত ধারণ করিয়া নিকটস্থ আসনে বসাইয়া দিলেন। তারপরে কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে বলিলেন, "এসো ভাই তোমার দিকের সব ঠিক্ আছে তো, রায় বাবাজীকে মন্ত্র পড়াতে আরম্ভ কর।" উদাসীন মৃদুস্বরে বলিলেন, "এঁদের যে কুলপ্রথা আছে শ্রীরাধাবল্লভের প্রসাদি মাল্যে মাল্য-বদল হয়, তাকি কন্যার সপ্ত প্রদক্ষিণের সময় হয়েছে?" "ওঃ তাইতো, ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা এইখানে যে 'মালাবদল' হবে, সেইটাই আসল। রায় বাবাজী প্রসাদি মালা আনাও।" তারপরে যজ্ঞপতি ঠাকুর উদাসীনের পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "মনে পড়ছে আমার, এই প্রসাদি মালা নিয়ে কর্ত্তাদের কি রাগ সেদিন, মনে আছে মহেন্দ্র? বাবা সেদিনের পুরোহিত তো? তিনিই এই বলে তোমার বাবাকে খুড়োকে ঠাণ্ডা কর্ল্লেন, এই সম্প্রদানের মধ্যে মালাবদলই আসল 'মালাবদল', সাতপাকে রাধাকৃষ্ণের প্রসাদি মালা পড়েছে পড়ুক", তবু তাঁর রাগ যায় না, মনে পড়ে?" উদাসীন মস্তক অবনত করিলেন, তাঁহার সৌম্য দীপ্ত মুখমণ্ডল যেন ঈষৎ মলিন হইয়া গেল।

সম্প্রদান চলিতে লাগিল। তখন কর্ম্ম বাড়ীর বাহিরে এবং অভ্যন্তরে নানা প্রকারের গোলমাল। "পাতা কর, আসন পাত, জল দাও, পরিবেশনিরা ঠিক আছে তো? বড্ড রাত হয়ে গেছে, আর না দেরী হয়। বাব্বা, রাত হয়েছে এ আর বড় কথা কি!

এত আয়োজন পণ্ড যে হয়নি সৌভাগ্য।" কেহ বলিতেছে, "সন্দেশের দই ক্ষীরের ভাঁড়ারের চাবী কার কাছে? ডাক তাকে!" "আরে আগে লুচী তরকারীই পড়ুক! আদা কুচানো কই, নুনের সরা? এদিক থেকে—এদিক থেকে পরিবেশন আরম্ভ হোক্। ডাক বরযাত্রীদের আগে।" "আরে বরযাত্রী কন্যাযাত্রী নির্ব্বিচারে বসিয়ে দাও!" বাহিরেও অন্য প্রকার কিন্তু এখন সবই ভোজন আকাঙ্ক্ষীদেরই কোলাহল! গাড়োয়ানরা, বাজনদার, ধোবা, জন মজুর, গোয়ালার দল, ইতর সাধারণ আহুত রবাহুত অনাহুত মিলিয়া মহা হট্টগোল বাধাইয়াছে, আর তাহারা অপেক্ষা করিতে পারিবে না। "এই যে বাপ সকল বরযাত্রদের বসিয়েই তোমাদের পাতা দিচ্চি!" এই মিষ্ট কথায় তাহারা আর তুষ্ট হইতেছে না। বিদ্রোহের লক্ষণ দেখিয়া কেহ এক বোঝা কলারপাতা আনিযা তাহাদের মধ্যে ফেলিয়া দিতে বিদ্রোহীরা ব্যস্ত সমস্তে পাতা বাছিয়া লইয়া আপন আপন পুত্র ভ্রাতা বন্ধু পরিচিত, একজন নিমন্ত্রিতের সঙ্গে তাহার যতগুলি আপন জন থাকিতে পারে সবগুলির আশে পাশে সম্মুখে পাতা পাতিযা তাহারা বসিযা গেল। এইবার তাহারা নিশ্চিন্ত,—এখন পাতে একে একে দ্রব্য পৌছিতে এবং খাইতে খাইতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেলেও তাহাদের আপত্তি নাই।

একটা ছোট অন্ধকাব ঘরেব অভ্যন্তরে যাহাকে সেদিন কিশোরী 'চোর কুঠ্‌রী' বলিয়াছিল তাহারই ভিতব লুকাইয়া কে একজন মাটিতে পড়িয়া গুম্‌রাইয়া গুম্‌রাইযা কাঁদিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একবার সে উঠিয়া বসিতেছে, উৎকর্ণ

হইয়া শুনিতেছে জন কোলাহল কিছু কমিল কি না, কাহারও চোখে না পড়িয়া সেই গৃহ হইতে বাহির হইতে পারা যায় কি না, তাহার চেষ্টায় একবার একবার সে ধড়মড় করিয়া দ্বারের নিকটে যাইতেছে, আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া মুখগুঁজিয়া পড়িতেছে।—কে যেন অতি সন্তর্পণে তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। আঁধারে আঁধারেই তাহার মাথাটা হাত্‌ড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইয়া মৃদু স্বরে ডাকিল, "রাধা-ঠাকুর্ঝি!" রাধা এতক্ষণ যেন কাঠ্‌ হইয়া গিয়াছিল, এইবার অসমিত নিশ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল, "তুমি কেন এলে ছোটবৌ আমার কাছে? এসো না, তোমার ও কোলে আমার মত লোকের মাথা নিও না! এখনো ঘৃণা করলে না আমার কাছে আস্‌তে, আমাকে খুঁজ্‌তে?"

"কেন অমন করে বল্‌ছ ভাই? আমি এখনো ভালক'রে সব যেন বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। দাসীর পেটের মেয়ে কিশোরীকে কেন বল্‌ছিল? কে সে দাসী? তুমি কি? কেন একথা তারা বল্‌লে ভাই? কিশোরী তো ও বাড়ীর ঠাকুর্ঝি ঠাক্‌রুণের ভাইঝি, বড়দিদি তাকে মানুষ করেছেন, তাকে একথা কেন বল্‌লে এ গ্রামের ক'টা লোকে?" রাধা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তারা যে দেখেছিল কিশোরীর বাপের সঙ্গে আসাম থেকে ক' মাসের কিশুকে কোলে ক'রে আমিই দেশে ফিরি!" "তার মা ম'রে গিয়েছিল, তুমি তাঁদের সঙ্গে ছিলে, ঐটুকু মেয়ে তুমি কোলে কর্‌বেনাত কে করবে? এতে এমন কথা কেন বল্‌বে তারা?"

"তাদের দোষ নেই বৌ ঠাক্রুণ, আমার অপরাধের এ প্রায়শ্চিত্ত! তোমার প্রশ্নে কতদিন বল্‌তে গিয়েও লজ্জায় বল্‌তে পারি নি, একথা তোমার মত মেয়ের কাছে বল্‌তে পারার মত কথাও নয়, কিন্তু আজ আর বিধাতা আমার কোন লজ্জাই যখন রাখ্‌লেন না তখন তোমার কাছেও ব'লে যাই, আমি—"

ছোটবৌ বাধা দিয়া বলিল, "চ'লে যাবে কোথায়? বল্‌তে হয় বল, না হয় থাক্, একথা আমি শুনতেও চাই না! লোকে এই মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল আর কি।"

রাধাদাসী আবার প্রায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "না বৌ, সবই মিথ্যা নয়! কিন্তু আমার পেটের নয় এ মিথ্যে কথা—কিন্তু", "আর আমি নাই বা শুনলাম! ঠাকুর্ঝি তোমাব সেদিনকার গল্পের রাঙাদিদির 'রাঙাবর' যে কি করে এসেছেন এতকাল পরে, তিনি বেঁচে আছেন—একথা কেন একবারও বল্‌ছ না! উঃ—ঐ সাধু মহাত্মার কথা এখানে এসে কত লোকের মুখেই শুন্‌চি, উনিই তিনি—কিন্তু তোমার গল্পে ওঁদের কথা যেমন লেগেছিল, ওঁদের দিকে চেয়ে কিন্তু সে গল্প মনে আস্‌ছে না ভাই! কেমন একটা ভয়ে সম্ভ্রমে চাইতেহ পারা যায় না ওঁদের দিকে! তোমার গল্প তোমাতে আমাতেই বল্‌তে আর ভাব্‌তে ভাল।" রাধা উঠিয়া বসিয়া একটু পরে সনিশ্বাসে বলিল, "আমার রাঙাদিদি কোথায় বৌদিদি?" "কি জানি ভাই! তিনি সেই সম্প্রদানের আগে তাঁর ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, সেখানে কারও যেতে সাহস হ'লনা দেখ্‌লাম, আমিই পারি নি।"

"আর রাঙাঠাকুরজামাই—আঃ কি বল্‌ছি—সাধু মহাত্মা সেই তিনি?" "তিনি তো একভাবে আসনেই ব'সে সম্প্রদান দেখ্‌তে লাগলেন। বড়দিদিকে ভাণ্ডারে ডেকে নিয়ে এল এরা, আমিও সেই সঙ্গে তোমার খোঁজে এসেছি।" রাধা আবার কাঁদিয়া উঠিল, "আমার কিশুর বিয়ে—তেমনি বরের সঙ্গে—আমার আমার সেই রাঙাদিদির রাঙাবর ফিরে এসেছেন, কিন্তু আমি আজ কোন মুখে তাঁদের মুখ দেখাব? তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াব?"

"এতদিন যেমন ক'রে দাঁড়িয়েছ।"

"কিশুতো এতদিন জানত্‌না, তাই তারে বুকে টেনে নিতে পেরেছি। আজ সে শুন্‌লে আমার জন্ম তার বাপ মায়ের কি অপযশ। আমার জন্ম তারই জীবন আজ কি ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে গিয়ে পড়্‌ছিলো—উঃ!" "বলিতে বলিতে রাধা যেন শিহরিয়া উঠিল।" "জামাই শুন্‌বেন কিশু শুন্‌বে যাকে সে পিসি বলে জানত' সে তার মায়ের কি ছিল! উঃ" বলিতে বলিতে রাধা আবার মাটিতে মুখ লুকাইল। একটু পরে ছোটবৌ ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি আর একটু প'ড়ে থাক তবে। আমি একবার আসি, দিদি যেন আমায় খুঁজছেন, শাঁক বাজ্‌ছে, ব'র কনে বোধ হয় উঠলো!" তাহাকে সবেগে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাধা বলিল, "আর একটু বসে শুনে যাও আমার কথা—তোমাকে বল্‌তেই হবে—নৈলে পুরো প্রায়শ্চিত্ত হবে না!" "থাক ঠাকুর্ঝি!" "না শোন!" একটু থামিয়া যেন দম্‌ লইয়া রাধা বলিতে লাগিল, "ছোটবেলার গল্প

তোমায় অনেকটাই করেছি। এঁদের কোলে মানুষ হয়ে বড় হয়েও কোথায় বোধ হয় বংশের রক্ত ছিল নৈলে এমন হবে কেন? কর্ত্তাবা আমাদের চারটা মেয়েকে বৈষ্ণব ক'রে—এক একটা বৈষ্ণব ছেলে ধরে বিয়ে দিয়ে, ঘর করে দিয়ে, জমি লাঙ্গল গরু দিয়ে, আখেরে গেরস্ত একঘর ক'রে দিয়ে ছিলেন, ওরা সব সেই ঘরে ঘর করতে গেল, আমায় ফিরে আস্‌তে হ'ল আবার এঁদেরই কোলে। যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছিলেন, ক'দিনের জ্বরে সে মরে গেল, আমি আমার মা ঠাকরুণ রাঙাদিদি ও দাদাদেব কাছে ফিরে আস্‌তে পেবে যেন বর্ত্তে গেলাম। হ্যাঁ বৌ সত্যিই তাই! সে ঘর বা সে ছেলেটিকে আমার একদিনও আপন বোলে বোধ হয় নি, ক'দিনই বা ছিলাম সে ঘরে, মাস তিন চার বই ত না। যাক্—বেশী কথা তোমায় বল্‌তে পার্‌ব না! ন' বাবু—তাঁর নাম এক আধ্‌বার বেরিয়ে গেছে তোমার সাম্‌নেও, তিনি আমাদের দলকে কত যে বই পড়ে শোনাতেন ছোট বেলায়, বড্ড পড়িয়েছেন আমাদের। আমরা সবাই কি যে অনুগত ছিলাম তাঁর, তাঁর কথায় যেন প্রাণ দিতে পারতাম। ক্রমে তিনি আমার ওপরে একটা পক্ষপাত—একটা বিশেষ রকম স্নেহ দেখাতে লাগ্‌লেন, আমিও তাতে আবদ্ধ হয়ে যেতে লাগ্‌লাম দিন দিন। অল্প কথায় বলি, কিছু দিন পরে আসামে একটা চাকরী নিয়ে তিনি কিছু কালের মতই চলে যাচ্চেন জেনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়্‌লো। জগৎ যেন শূন্য দেখ্‌লাম! কি সে দিন, আর কি সে আমি এখন মনে পড়্‌লে তাই ভাবি! সে কি এই আমি? এই ঘরে এই খানে সেদিন প'ড়ে প'ড়ে

লুকিয়ে কাঁদ্‌ছি—তিনি এসে দাঁড়ালেন, বল্লেন "যাবে আমার সঙ্গে ?" কিছুই আর মনে থাকলো না জগতের ! চলে গেলাম সেই রাত্রে লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে আসামে ! দুই তিন বৎসর পরে তাঁকে একটা গুরুতর বৈষয়িক কাজে দেশে আস্‌তে হয় ; মা ভাইরা ধ'রে জোর ক'রে বিয়ে দি'য় দেন ! তিনি কিন্তু একাই আবার ফিরে যান্‌ আমার কাছে। সেই হ'তে মনে আমার কি যে একটা ঢুকলো—নিজে কি হেয় হয়েছি এঁদের কাছে ততদিনে যেন ধারণায় এল। তারও দুই তিন বৎসর পরে মায়ের গুরুতর ব্যারাম সংবাদের ছল করে তাঁকে আনিয়ে বৌকে এঁরা গছিয়ে দিলেন সঙ্গে। কিশোরীর মা যাওয়া পর্য্যন্ত আমি তার ননদের মত ব্যবহারেই চলেছি বৌদি, তার জন্য ন' বাবু—যাক্‌—তারপরে কিশোরী পেটে এল সঙ্গে সঙ্গে কালাজ্বর ধরলো তার মাকে ! প্রাণপণ ক'রেও পারলাম না তাকে—এতটুকু 'কিশু'কে আমারই বুকে দিয়ে সে চোখ্‌ বুঁজলো—সেই আসামের জঙ্গলে। তারপরে সতী লক্ষ্মী এইবার স্বামীকেও ডেকে নেবেন তার তাগিদ্‌ এসেছে ন' বাবুর সেই জ্বর দেখে আমি আমার লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁকে দেশে আস্‌বার জন্য মাথা খুঁড়্‌তে লাগ্‌লাম তাঁর পায়ে ! তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমারই জ্বালায় দেশে এলেন, দেশ বাড়ী ঘর সব প্রায় এমনি শ্মশান হয়েই এসেছে তখন, দু'তিন জন ছিলেন মাত্র, তাও পৃথগান্ন হয়ে গেছেন সব, রাঙাদিদিরা ঐ বাড়ী গেছেন। কিশুকে কোলে নিয়ে আমিও তাঁদের চরণে গিয়ে পড়্‌লাম। ন'বাবুকে দেখে তখন তাঁদের আর আমার ওপরে

কিছু বলার সময় ছিল না—আমারও দরকার ছিল কিছু তখন সংসারে! কিশুর জন্য—তার বাপেরও সেবার জন্য! এক মাস পরে তিনিও চলে গেলেন! এই আমার কথা ছোটবৌ! নিন্দুক কেউ কেউ তখনি কানাঘুষা করেছিল এ কার পেটের মেয়ে বলে? কিন্তু বড়বৌ ঠাক্‌রুণ আমার কোলে গোলাপফুলের মত কিশুকে দেখে তাঁর সন্তান বিয়োগ ব্যথিত বুকে শূন্য কোলে ওকে তুলে নিয়ে ওর জীবনের এই মহা অভিশাপ থেকে ওকে মুক্ত ক'রে দিলেন। সবাই জান্‌ত—কিশু ন' বৌএরই মেয়ে, বিশিষ্ট প্রমাণও তখন তার নানা রকমেই ছিল, তবু নিন্দুকের জিভ্‌ যে সময় পেলেই সাপের মত ছুব্‌লে ওঠে তার প্রমাণ এত দিনে পেলাম। যাক্‌ কাউকে দোষ দিই না—সবই আমার অপরাধ! তবে ভগবান যে আমার কিশুকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছেন—হতভাগীর ওপরও যে তাঁর দয়ার দৃষ্টি আছে এর প্রমাণও পেলাম!" সনিশ্বাসে রাধা দাসী থামিল। ছোটবৌ বলিয়া উঠিলেন, "সেও তো তোমার সেই রাঙাদিদির রাঙাবর! তিনি—" উভয় হস্ত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া রাধা বলিল, "তিনিই এসেছেন ঐ মূর্ত্তি ধরে—আমায় রক্ষা করতে—কিশু যতীনকে রক্ষা করতে—দুটো সংসারকে বাঁচাতে!" ছোটবৌ বলিল, "তুমি একবার চলনা ভাই বাসরে তাদের দেখ্‌বে?"

জিভ্‌ কাটিয়া রাধা বলিল, "এই মুখ নিয়ে? কে কোথায় দেখে ফেল্‌বে, বল্‌বে এত সাধ এখনো। তুমি যাও ভাই ছোটবৌ, আমি আর একটু পড়ে থাকি।" "তাই থাক' তবে! আমি যত শীগ্‌গির পারি আস্‌তে চেষ্টা করব।"

"না—না—বৌ ঠাকরুণদের জল খাওয়াওগে, বরকনেকে দেখগো —আমি আর একটু সামলে নিই ছোট বৌ!" "আচ্ছা তাই ভাল।"

রাত্রিপ্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, কর্ম্মবাড়ীর কোলাহল অনেক কমিয়া আসিলেও তখনো একেবারে থামে নাই। বাহিরের মশালের আলোক নির্ব্বাপিত প্রায়' উচ্ছিষ্টের স্তূপে কুকুরের দল গর্জ্জনে চীৎকারে মাঝে মাঝে সোর তুলিতেছিল।

শ্রীরাধাবল্লভের মন্দির বন্ধ। অঙ্গনের বকুলবৃক্ষের অন্ধকারে কে যেন একবার লুটাইয়া পড়িয়া অসমিত নিশ্বাসে ডাকিল, "রাধাবল্লভ!" তারপরে খানিকক্ষণ যেন লুটাইয়া লুটাইয়া শেষে সে লুণ্ঠিত কেশগুলা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া কে যেন স্নেহভরা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "রাধাদাসী!" "দিদি! আমার রাঙাদিদি! কই তুমি?" যেন সেই যুগ যুগান্তর পূর্ব্বের বালিকা রাধা তার কিশোরী রাঙাদিদিকে তেমনি আনন্দে তেমনি নির্ভয়ে জড়াইয়া ধরিল। কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার মস্তকে নীরবে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

"দিদি," রাধাদাসী নত হইয়া তাঁহার চরণ ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, "এইটুকু পেয়ে যেতে বড় ইচ্ছা হচ্চিল—রাধাবল্লভ সে দয়াটুকুও করতে বাকি রাখ্‌লেন না।"

ফর্সা হয়ে আস্‌ছে দিদি, তোমার দাসীকে এইবার রক্ষা কর তার লোকলজ্জার হাত থেকে, কিশুর যতীনের দৃষ্টি থেকে! আশীর্ব্বাদ কর যেন—"

"চল্" বলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার হাত ধরিতেই রাধাদাসী যেন

আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "তুমি কোথায় যাবে রাঙাদিদি?" "তোকে কোথায় ছেড়ে দেব বল্?" "আমার জন্য তুমি সংসার ছেড়ে যাবে? ঘর ছেড়ে যাবে?—কে এসেছেন—কতদিনের হারানিধি, রাঙাদিদি, আজ সেদিনের কথা কতবার যে মনে হচ্চে! তুমি একি বল্চ?

"ঠিক্ই বল্‌ছি! কোথায় আমার 'আমি' যে আমার ঘর আমার সংসার? কোথায় আমার জীবনেব পরম সুন্দর! শ্মশানে বসে আমি কি উপাসনা করি? আমি উন্মত্তা, ঠিকই বলেছেন ব্রাহ্মণ! আর ঠিক্ বলেছেন তিনি, এতদিন ধরে আমি শুধু মোহের, মায়ার পূজা করেছি মাত্র! মিথ্যা আমাব সব। কোথায় আমার পরম সত্য—তাঁকে যে আমার খুঁজতেই হবে। যাঁর কথা বল্‌ছ—তাঁর কাছে আমার আর স্থান কোথায় রাধাদাসী?"

"চল কৃষ্ণপ্রিয়া তাই খুঁজ্‌তে যাই আমরা! শুধু তুমি নও আমাকেও খুঁজতে হবে। চল সেই পরম সুন্দরের সন্ধানে!" বলিয়া উদাসীন তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই কৃষ্ণপ্রিয়ার আবার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিয়া পড়িয়া যান্, উদাসীন হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিলেন।

রাধাদাসী নিকটে আসিয়া প্রণাম করিতেই তিনি হস্ত সঙ্কেতে যেন তাহাকে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে আদেশ করিলেন। তার পরে ঈষৎ নত হইয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার যেন কানে কানে বলিলেন, "বৃন্দাবনে তোমার রাধাবল্লভ তোমায় যে ডাক্‌ছেন কৃষ্ণপ্রিয়া! তুমি যাঁকে পূজা করেছ সে তোমার প্রিয়কেই, মনে বুঝে ভাখ! আর কিছুকেই নয়। কেন

ভয় পাচ্চ ? বৃন্দাবনে তিনিই নাকি পরম সুন্দর ! তুমিই যে আমাকে এ সন্ধান দিয়েছিলে তুমি যে আমার গুরু। তোমার আশ্রয়ে এবার গিয়ে আমাদের পরম সত্য, পরম সুন্দর, প্রেমমূর্ত্ত বস্তুকে খুঁজে পাব ! চল কৃষ্ণপ্রিয়া !”

তার পরে রাধা দাসীর পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, “তুমিও চল মা—”